মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসিক 'বীরবল' (ওরফে প্রমথ চৌধুরী, ৭।৮।১৮৬৮ ২।৯।১৯৪১) এর মতে জীবন হচ্ছে 'জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ছটফটানি'। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য গান ও কবিতায় জীবনকে কত মহিমান্বিত (glorify) করেই তা বর্ণনা করেছেন। জার্মান কবি সীলারের (Schiller) এর মৃত্যুতে মহাকবি গ্যয়টে (Goethe) একটি দীর্ঘ শোককবিতা লিখেছিলেন। অগ্রজকল্প অধ্যাপক ড: শিবদাস চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে শোককাব্য এবং' (৯ই জুলাই, ১৯৮৬) গ্রন্থে শোককাব্যের লক্ষণ নিরূপণার্থে কতকগুলি সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। প্রথমে তাঁর সেই গ্রন্থ থেকে সেই লক্ষণগুলি পরপর উদ্ধৃত করছি।

'প্রিয়জন বিয়োগজনিত বেদনা থেকে যে শোকের উদ্ভব, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেই শোকেরই অগ্রাধিকার। মরণ জীবনের অনিবার্য পরিণতি বলে শোকও মানুষের অপরিহার্য নিয়তি।' 'শোকার্তের বেদনা যখন তার স্বকীয় সঙ্কীর্ণ আধার অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হয়, তখনই তা কাব্যের উপাদান হয়ে ওঠে। 'Elegy' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে গ্রীক শব্দ 'Elegas' থেকে-- যার অর্থ হচ্ছে শোকের কবিতা। এলিজির ইতিহাস থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর 'Callinus of Ephesus' হলেন শোককাব্যের আদিকবি। (পৃ:১) 'ইংরেজী বিশিষ্ট কলাকৃতিরূপে এলিজির আবির্ভাব ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে। Encyclopaedia Britannia তে (চতুর্দ্দশ সংস্করণ) স্পেন Daphnaida (1591) কে আধুনিক অর্থে প্রথম এলিজি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তারও অনেক আগে বাইবেলে শোককাব্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। Saul এবং Jonathan-এর জন্য David-এর বিলাপ শোকের অনাড়ম্বর বাচনিক প্রকাশের নিদর্শন রূপে ইংরেজী সাহিত্য আদৃত। একটি জনাকীর্ণ নগরীর ধ্বংসকে উপলক্ষ্য করে রচিত সমবেত বিলাপ গাথা রূপে বাইবেলের 'Book of Lamentation' একটি অতি বিখ্যাত রচনা। [এই সূত্রে বর্তমান লেখক-সঙ্কলক-এর 'নানাবিধ প্রসঙ্গ' (ডিসেম্বর, ১৯৯৭) গ্রন্থের 'বাংলার দ্বিতীয় শোককাব্য ও কাব্যকার' প্রবন্ধ (পৃ: ৯১-১২০) উৎসাহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন]।

এলিজির প্রথম লক্ষণ শোকবিহ্বলতা। সার্থক এলিজি প্রথমেই পাঠকের মনে বিষাদের ভাব উদ্রিক্ত করে। সর্বাগ্রে মনে পড়ে আইরিশ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে এডওয়ার্ড কিং এর মৃত্যুর পর 'Pastoral Elegy' র ঢঙে রচিত মিলটনের 'লিসিডাস'। 'কবিবন্ধু ক্লাউ এর মৃত্যুশোক উপলক্ষ্য করে রচিত। ম্যাথু আর্নল্ডের 'Thrysis', বন্ধু হালাসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত টেনিসনের ক্ষুদ্রায়ত শোককবিতা 'Break,

Break Break টমাস গ্রেব Elegy written in (? on) লেখক সঙ্কলকেব যোজ a Country Churchyard প্রভৃতি কবিতাব সাধ্য এমন একটি ব্যক্তিগত বিষাদে সুব আছে যা অতি সহজেই পাঠক মনে বিষাদেব আবেদন সৃষ্টি কবে। (পৃ ২)

এলিজিব দ্বিতীয লক্ষণ ভাবাবেগ এবং প্রকাশভঙ্গিব আন্তবিকতা। বিন্দুমাত্র কষ্টকল্পনা থাকলে শোককাব্যেব বেদনাঘন মাধুর্যেব হানি ঘটে। পিতাব মৃত্যুশোকে অভিভূত Rug by Chapel প্রিয কবিবন্ধু কীটসেব অকাল প্রযাণে বচিত শেলীব Adonois এবং সাধাবণ গ্রামীণ মানুষেব কবব দর্শনে বচিত গ্রে ব এলিজিব মধ্যে ভাবাবেগ এবং প্রকাশভঙ্গিব আন্তবিকতা পূর্ণমাত্রায বিদ্যমান। এই শোকেব কবিতাব মধ্যেই গ্রে যেই অবিস্মবণীয পংক্তি উপহাব দিযেছেন The Pathes of glory lead but to the grave ।

এলিজিব তৃতীয লক্ষণ দার্শনিকতা ও মননশীলতা। তবে লক্ষ্য বাখা প্রযোজন দার্শনিকতা ও মননশীলতাব মাত্রাধিক্য যেন ব্যক্তিগত সুবটি ব্যহত না কবে। Rugby Chapel Adonais কিংবা In Memoriam এব মধ্যে দার্শনিকতা এবং মননশীলতাব উপাদান আছে তবে মাত্রাতিবিক্ত ভাবে নয ।

এলিজিব চতুর্থ লক্ষণ মন্ময়তা (subjectivity)। কাবণ এলিজি গীতিকবিতাবই সগোত্র। ব্যক্তিগত সুবেব মাধুর্য্য না থাকলে এব আকর্ষণীযতা কমে যায। তবে একথাও স্মর্তব্য যে সার্থক এলিজিব উৎস বিশিষ্ট ব্যক্তিচেতনা হলেও তাব সোহানা বিশ্বচেতনা পর্যন্ত প্রসাবিত। নইলে তা সার্বজনীন আবেদন স্মৃতি কবতে পাবে না। (পৃ ৩)

এলিজিব শেষ লক্ষণ কাব্যেব শেষভাগে আশাবাদ এবং আত্মসমর্পণেব সুবা (পৃ ৪)। এখানে আমাব প্রশ্ন কিসেব জন্য আশা তথা আশাবাদেব সুব ধ্বনিত হবে শোককাব্যে যেখানে শোক প্রকাশই হোল প্রধান সুব। তাছাডা আত্মসমর্পণই বা কাব কাছে এবং কিসেব কাবণে আত্মসমর্পণ ?

'গ্রেব এলিজিব অপবিমেয জনপ্রিযতা মেনে নিযেও জনৈক ইংবেজী সাহিত্যেব ইতিহাসকাব মিল্টনেব Lycidas শেলীব Adonsis এবং টেনিসনেব In Memoriam কে ইংবেজী সাহিত্যেব তিনখানি শ্রেষ্ঠ শোককাব্য বলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ কবেছেন। একদিক থেকে দেখতে গেলে সাধাবণ করুণ বসেব কাব্য — যাব স্থাযী ভাব শোক, সেই ভাবেব নিবিখে 'বঘুবংশ' কাব্যেব 'অজবিলাপ' মদনভস্মেব পব 'কুমাবসম্ভব কাব্যে বর্ণিত প্রভৃতি সংস্কৃত শোকগাথাব উৎকৃষ্ট নিদর্শন।' (পৃ ৪)

অধ্যাপক ড শিবদাস চক্রবর্তী যখন লেখেন 'বাংলা শোককাব্যেব জনক বিহাবীলাল চক্রবর্তী বিহারীলালেব বন্ধুবিযোগ কাব্য (বচনাকাল ১২৬৬, প্রকাশকাল ১২৭৭ বা ১৮৭০) আধুনিক বাংলা সাহিত্যেব প্রথম শোককাব্য।' (পৃ ৫) কিন্তু এই সংবাদ

সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের প্রথম শোককাব্যের জনক হলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৭ ১৯০৪)। তাঁর 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১ সালে প্রকাশিত) কাব্যটির দ্বিবিধ মূল্য হল এই যে এটি বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের 'প্রথম' শোককাব্য মাত্র নয়, এটি হেমচন্দ্রেরও প্রথম প্রকাশিত রচনা। অনুরূপ ঘটনা ইংরেজি সাহিত্যেও ঘটেছে যেখানে দেখা যায় ইংরেজি সাহিত্যের 'প্রথম' শোককাব্য রূপে এলিজাবেথীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি স্পেন্সার (Edmund Spencer, 1552-1599) রচিত 'The Shepherd's Calendar' (1579) কাব্য ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের মধ্যে যেমন প্রথম শোককাব্য তেমনি এই কাব্যটি স্পেন্সারের প্রথম প্রকাশিত কাব্য। [আমার 'নানাবিধ প্রসঙ্গ', (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭) গবেষণাগ্রন্থের ৮ম প্রবন্ধ 'বাংলার দ্বিতীয় শোককাব্য ও কাব্যকার' (প্রবন্ধটির প্রাথমিক খসড়া 'বাংলার দ্বিতীয় শোককাব্য ও কবি কেদারনাথ দত্ত নামে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রাবণ ১৩৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল] এটি দেখা যেতে পারে। বাংলার 'দ্বিতীয়' শোককাব্য হোল রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (৩১।১০।১৮৪৫ -১৪।১০।১৮৮৬) 'মিত্রবিলাপ' (১৮৬০)। বাংলার 'তৃতীয়' শোককাব্য হোল বিহারীলাল চক্রবর্তীর (২১।৫।১৮৩৫ — ২৪।৫।১৮৯৪) 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭১)।

আমি আমার সুদীর্ঘ গবেষণাকাব্য নানা বিষয়ের সঙ্গে অসংখ্য বাংলা শোককাব্য সংগ্রহ করে গেছি। উপস্থিত প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হোল। ঈশ্বরের ইচ্ছা বাকি স্তূপীকৃত শোককাব্য সমূহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইলো উপস্থিত অসংখ্য ব্যক্তি যাঁদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে নানা উপদেশ ও পরামর্শ পেয়েছি তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নিবেদন অংশ শেষ করলাম। তবে এই বই হাতে পেলে যিনি সবচেয়ে বেশি আন্তরিক আনন্দিত হতেন, আমার সেই 'গৃহিনী: সচিব: সখীমিথ: প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ:' পত্নী অধ্যাপিকা ড: প্রীতি মুখোপাধ্যায়, এম্‌এ (বাংলা ও সংস্কৃত) কাব্যতীর্থ, পিএইচডি প্রয়াতা হয়েছেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (২।৮।১৩৪১ ১৮৯৯) একদা তাঁর একটি প্রবন্ধে (নাম মনে নেই) তাঁর উচ্চশ্রেণীর নারীদের দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন যাদের চারিত্রিক গুণানুসারে- ১ ব্রহ্মবাদিনী, যেমন-গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখা। তার পরের শ্রেণীর নারীদের তিনি 'বেদপ্রজ্ঞা' বলে নাম দিয়েছিলেন। এমন নারীদের তিনি নামও দিয়েছিলেন, তবে আমার মনে পড়ছেনা। চারিত্রিক ও মানসিক সর্বদিক দিয়ে আমার প্রয়াতা পত্নী প্রীতি এই শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার যোগ্যা।

১লা আগষ্ট, ১৯৯৭ — প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

পি-৫৭; ব্লক-ডি, বাঙ্গুর এ্যাভেনিউ
কলকাতা-৫৫

সূচীপত্র

মাতৃবিয়োগ	১
বরদা চরিত	২১
বনিতা বিলাপ	৫৯
বিধবা বিলাপ	৭৫
শ্লোকলহরী	৯৫
বিলাপী বিলাপ	১০৭
বঙ্গবাগীশ্বরী বিলাপকাব্য	১১৩
দুঃখমালা	১৩১

মাতৃবিয়োগ

(হৃদয়োচ্ছ্বাস)

শ্রীদুর্য্যোধন পাত্র কর্ত্তৃক
প্রণীত

বিশ্বের বিধান জীব জন্ম মৃত্যু ভাগী।
বিফল বিলাপ তবে কেন তাঁর লাগি।

কলিকাতা

পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীগোপালচন্দ্র দে কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সন ১২৮১

মূল্য ৶০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি খড়দহ-নিবাসী আমার পরম বন্ধু শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ দাস মহাশয় অত্র পুস্তক মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে যথোচিত উপকার-বারি প্রদান পুরঃসর বন্ধু-চাতকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

সুযোগাভাবে এতদিন এই পুস্তকখানি সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে না পারিয়া বিষণ্ণ বদনে কালক্ষেপণ করিতেছিলাম। এক্ষণে সুহৃদ্বর্গের প্রযত্নেতে সেই বিষণ্ণতা তিরোভূত হইল।

শ্রীদুর্য্যোধন পাত্র,
প্রকাশক।

চক্রেশব ;
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১ সাল।

উৎসর্গপত্র

ভারতি ভারতী-পুষ্প কোথায় পাইব।
গাঁথিয়া কবিতা-মালা ও চরণে দিব॥
কবিদের কাব্যোদ্যানে পশি ফুল্ল মনে।
শ্রীহীন কুসুমকলি লভি সযতনে।
কবিতা-প্রসূন-দাম গাঁথি হৃষ্ট মনে।
দিলাম মা সরস্বতি ডালা ও চরণে॥
কোথায় পাইব বল প্রসূন চিকণ।
সে চরণ-কুবলয়ে বঞ্চিত এজন॥
না জানি কিছুই আমি মূঢ় মতি অতি।
রাখিও মা কৃপা দৃষ্টি অজ্ঞসুত প্রতি॥
উর মাগো দয়াময়ি এদীন রসনে।
আবার গাঁথিয়া মালা দিব ও চরণে॥

শ্রীদুর্য্যোধন পাত্র

মাতৃবিয়োগ

(হৃদয়োচ্ছ্বাস)

১

পদ্মিনী-বল্লভ ত্বিষাম্পতি,
স্বকার্য্য সাধন করি, লোহিত বরণ ধরি,
অস্তাচল শৃঙ্গোপরি, করে যবে গতি ;
নিদ্রাদেবী সুখদা বিমল,
পরিশ্রান্তে করিতে সবল,
উদয় অবনীতলে হয় দ্রুত অতি।

২

পূর্ণদা পূর্ণিমা শশী সনে,
নানারূপ ভাব ভঙ্গে, নায়িকা নায়ক সঙ্গে,
মত্ত যথা নানা রঙ্গে, হয় ফুল্ল মনে ;
করিয়া কৌতুক কিছুক্ষণ,
পরিতৃপ্ত হইয়া তখন,
চলিলেন আপনার নিয়ম পালনে।

৩

কি সুন্দরা সর্ব্বরী প্রকাশ,
মনোহরা অসম্বরা, প্রীতিদা চন্দ্রিকাম্বরা,
তারাময় হার পরা, মুখে মৃদু হাস ;
নীলাম্বর বেণির কবরী,
শোভা পায় মস্ত উপরি,
শশাঙ্ক-সিন্দূর বিন্দু সীমন্ত-সকাশ।

৪

জ্ঞান হয় সাজি নানা সাজে,
পুরাতে মনের আস, ত্যজিয়া পিতার বাস,
যাইবে স্বামী-সকাশ, সে ধ্বনী অব্যাজে ;
আহ্লাদাশ্রু শিশির-তিলক,

অনিবার করে ঝক ঝক্,
যথা সেই কামিনীর কপোলে বিরাজে।

৫

শ্রান্তিহরা সে ধ্বনীর পাশে,
জরা জীর্ণ বলীয়ান, পান্থ দীন ধনবান,
কি বধির সুবিজ্ঞান, মনের উল্লাসে ;
লভয়ে বিরাম সর্ব্বজন,
কি বিহঙ্গ পতঙ্গের গণ,
সবে উপাসনা করে যে যার আবাসে।

৬

করিতেছি দেবী-উপাসনা,
মায়ামায় স্বপ্ন আসি, স্বপ্রভাব পরকাশি,
দুঃখ হুতাশন নাশি, করিছে ছলনা ;
"দেখিলাম মায়েরে সম্মুখে,
সব্যস্তে চুম্বিয়া পুত্র মুখে,
লইলেন ক্রোড়-বিম্বে পুরাতে বাসনা।"

৭

মরি ইকি অদ্ভুত ব্যাপার,
বিগত অনেক দিন, পঞ্চভূতে যে বিলীন,
পুনঃ তিনি সমাসীন, মাঝে এ সংসার ;
নিরখি সে রূপ মনোহর,
বহুদিন বিরহের পর,
উদিল আনন্দ-সিন্ধু অন্তরে অপার।

৮

সে স্বপনে বাড়িল উল্লাস
অপত্য স্নেহের বলে, মৃদু মৃদু ভাষে বলে,
রঙ্গে ভঙ্গে নানা ছলে, রম্য ইতিহাস ;
কহে কত সুখের কাহিনী,
সে সুন্দরী পুত্র বিরহিণী,
সুখ দিতে সুত-চিতে করিয়া প্রকাশ।

৯

কথোপকথন নিরমল,
হইল প্রসূতি সনে, অতি পুলকিত মনে,
কিন্তু হেরি পরক্ষণে, আঁধার সকল ;
হেন দীন দীন জন সহ,
রে নিঠুর স্মৃতি মোরে কহ,
করি হেন ভোজবাজী হয় কিবা ফল।

১০

যাইল কোথা সে সুখ-শশী,
মানস-কুমুদগণ, ফুল্ল ছিল অনুক্ষণ,
অতি বিমল কিরণ, যাহার পরাশি ;
কোথা হতে শোক-মেঘ আসি,
সানন্দ-সুধাংশু ত্বরা গ্রাসি,
বিস্তারিল চারিদিকে শোকের তামসী।

১

এ দুঃসহ দুঃখ হায় কাহারে জানাই রে,
জগৎ মাঝারে মম আর কেহ নাই রে ;
দিন দিন পল পল,
কঠোর যাতনানল,
প্রবল প্রতাপে অতি বাড়িছে সদাই রে ;
—এ যাতনা কাহারে জানাই রে।

২

বুঝি এ পাবক-শিখা আর নাহি নিভিবে,
চিরকাল এইরূপে হৃদয়েরে দহিবে ;
কি করিব কোথা যাব,
কোথা গেলে শান্তি পাব,
কোথায় যাইলে দুঃখ-হুতাশন যাইবে ;
—অন্তরের শোক-শিখা নিভিবে।

৩

কভু নাহি আলো দান করে হেন অনলে,
কাঁপে মন তাপে তনু ভয়ে ভীত সকলে ;
যেমন বাড়বানল,
অনির্ব্বান সমুজ্বল,
চিরকাল একরূপে দগধয়ে অচলে ;
—সেইরূপ আমি হেন অনলে।

৪

অসহায় আমি অতি এই বসুন্ধরায়,
এ হেন সময় হায় যাইব বা কোথায় ;
কাহার আশ্রয় লই,
কার কাছে সুখী হই,
কে ডাকিবে প্রিয় ভাষে এ জগতে আমায়
—হায় কেহ নাহি মম সহায়।

৫

মরণে মরিয়া আছি মাঝে এই ভুবন,
অনুরাগ লজ্জা আদি করিয়ারে বর্জ্জন ;
কত জনে কত কয়,
সকলি সহিতে হয়,
হায় হায় কি বলিব কপাল রে যেমন ;
—দুরদৃষ্ট আমার রে যেমন।

৬

দারা বন্ধু ভ্রাতৃগণ সকলিই বৃথায়,
যদিও উপজে সুখ নানারূপ কথায় ;
কিন্তু সেই হুতাশন,
জ্বলিতেছে অনুক্ষণ,
ভুলিয়া মুহূর্ত জন্য নিভিয়াত না যায় ;
—ভাই বন্ধু সকলিই বৃথায়।

৭

সিন্ধু সম হইয়াছে অন্তরের যন্ত্রণা,
আকুল হয়েছি অতি কি করিব মন্ত্রণা ;

কাল-চিন্তা-ভুজঙ্গিনী,
কি দিবস কি যামিনী,
রত সদা নাশিবারে অন্তরের সান্ত্বনা ;
—হায় হায় কি করিব মন্ত্রণা।

৮

সদা শোক-সিন্ধু মাঝে তরঙ্গনিচয় রে,
কল্লোলি গভীর নাদে দেখাইছে ভয় রে ;
এ মানব-লীলা-তরি,
সে বৃদ্ধ-কূলে উত্তরি,
অন্তরে এ হে আশা কভু নাহি হয় রে ;
—পাছে গ্রাসে তরঙ্গনিচয় রে।

৯

পথের কাঙ্গাল আমি কেহ মম নাই রে,
বিধাতা আমার সুখে দিয়াছেন ছাই রে ;
নহিলে কি সর্ব্ব স্থলে,
ভাসি আমি নেত্র-জলে,
অনিবার আঁখি-নীরে অম্বর ভিজাই রে ;
—ধরাধামে কেহ মম নাই রে।

১০

জ্ঞান হারা ধূলি সারা সদা এ চিন্তায় রে,
বহিতেছে অশ্রুবিন্দু সহস্র ধারায় রে ;
কাঁদি তনু জর জর,
হইল রে নিরন্তর,
কি আর বলিব বল সেই বিধাতায় রে ;
—কি বলিব হায় হায় হায় রে,

১১

লভিবারে মনোশান্তি কার কাছে যাই রে,
কেই বা শুনিবে কথা কাহারে সুধাই রে ;
কথা রূপ বারি রাশি,
মাঝে হৃদ-অম্বুরাশি,

উথলিয়া পড়িতেছে এক্ষণে সদাই রে ;
—কথা হায় কাহারে জানাই রে।

১২

রহিল অন্তরে বুঝি অন্তরের কথা রে,
কহিতে হইলে মনে লাগে অতি ব্যথা রে ;
নিঃস্বরে নাহি বচন,
হইতে মম আনন,
সদা ঝরে বারিধারা ঝরণাতে যথা রে ;
—অন্তরে রহিল বুঝি কথা রে।

১৩

আমিই তা জানি যাহা হয়েছে আমার রে,
প্রবেশ করাতে চিতে হেন শোক ভার রে ;
দিবা নিশী অনুপল,
কি মুহূর্ত কি বিপল,
হইতেছে তনুক্ষীণ সদাই আমার রে ;
—শীর্ণকায় হতেছে আমার রে।

১৪

মনোকৃচ্ছ্র কি আর বলিব হায় হায় রে,
বচন অতীত ইহা কহা নাহি যায় রে ;
ইচ্ছা করি পরকাশি,
শেষে নেত্র-নীরে ভাষি,
কহিতে কাহিনী কিছু না থাকে হিয়ায় রে ;
—এ যাতনা কহা নাহি যায়রে।

১৫

হেন শোকে মম দেহে কিছু নাহি আর রে,
কেবল হয়েছে এবে অস্থি চর্ম্ম সার রে ;
যাইতেছে যত দিন,
কলেবর তত ক্ষীণ,
কাঁচা বাঁশে ঘূণে যথা করে ছার খার রে ;
—সেই দশা ঘটেছে আমার রে।

১৬

ক্রমে ক্রমে শোকানল হইতেছে দ্বিগুণ,
তাপিত করিছে তনু এদুঃসহ আগুণ ;
প্রজ্বলি ভীষণ ভাবে,
অন্তরেতে গুপ্ত ভাবে,
গুমড়িয়া পোড়ে যথা তুষের রে আগুণ
---শোকানল হইতেছে দ্বিগুণ।

১৭

এ কঠোর কৃচ্ছ্র আর অন্তরেতে সয়না,
মনে করি ত্যজি বাস পরে ইচ্ছা হয় না
হইলে পাষাণ প্রাণ,
ফেটে হোত খান খান,
নিদারুণ যম আসি কেন মোরে লয় না
---এ-যাতনা প্রাণে আর সয় না।

১

প্রিয় পুত্রে ছাড়ি মাগো গিয়াছে কোথায়,
তোমা বিনা সমুদয়, নিরখি তিমির ময়,
এই বসুধায়।
নাহি সুখ শয়নে শয়নে,
নাহি সুখ অশনে ভ্রমণে,
ফণি যথা মণি হারা হইয়া বেড়ায়।

২

গিয়াছ কোথায় মাগো গিয়াছ কোথায়,
সেই সুধাময় হাস্য, ছাড়িয়া গিয়াছে আস্য,
তুমি না থাকায়।
দাহ্য দ্রব্য হইলে অভাব,
বহ্নি মাঝে ছাড়ি স্বপ্রভাব,
শিখা যথা ভস্মরাশি মাঝেতে লুকায়।

৩

সরসী সলিল মাঝে অথবা যেমতি,
হাস্যানন কুবলয়, ম্লান ভাবে সদারয়,
বিনা ত্বিষাম্পতি।
কিম্বা যবে শীতের প্রভাবে,
অলিদল পঙ্কজ অভাবে,
থাকয়ে ভুবন মাঝে মনোদুঃখে অতি।

৪

পশিয়াছে এ দেহ-ভুবনে শোকাম্বর,
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, যথা বরিষা বাতাস,
বহে নিরন্তর।
"হায়" এই খেদোক্তি বচন,
যেন সেই জীমূত-গর্জ্জন,
বৃষ্টিধারা যথা এই অশ্রু ঝর ঝর।

৫

এহেন সময় মাগো রহিলে কোথায়,
একবার দেখা দেহ, নিরখি জুড়াই দেহ,
নতু প্রাণ যায়।
নাহি আর কেহ অবনীতে,
এ অনাথে সান্ত্বনা করিতে,
হায় মাগো কোথায় রহিলে হায় হায়।

৬

তব সেই স্নেহ মাগো ভুলিব কেমনে,
তোমার কীর্ত্তিনিচয়, মনেতে উদয় হয়,
নিশার স্বপনে,
যেখানে সেখানে মাগো যাই,
সদা হৃদে তোমারে জাগাই,
যাইবার নহে এযে গাঁথা আছে মনে।

১

জঠর ভুবনে তব ছিলাম যখন,
বিসর্জ্জিয়া শারীরিক আয়াসনিকর,
সতত প্রফুল্ল চিতে চিন্তিতে তখন ;
কখন হেরিব সুত-মুখ-সুধাকর।

২

আমোদে প্রমোদে কত আশা-তরু-মূলে,
সেচন করেছ বারি আপনি তখন,
ফুটিলে আশা-কুসুম কর বিম্বে তুলে ;
নিয়ত লইয়া ঘ্রাণ কাটাব জীবন।

৩

গিয়াছ কোথায় মাগো এ হেন সময়,
মলিন হতেছে আশা-প্রসূন ফুটিয়া,
বৃন্ত ছাড়ি আশু বুঝি নাশ প্রাপ্ত হয় ;
মিটাহ মনের সাধ কুসুম লইয়া।

৪

পড়িয়া পরের হাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত,
পরে কি জানিবে বল পরের যতন,
মন্দ ব্যবহার মোরে করিছে নিয়ত ;
বারেক আসিয়া দেখ কিদশা এখন।

৫

ইচ্ছা হয় ছাড়ি-বাস অন্য দেশে যাই,
অসহ্য হয়েছে এই যাতনা কঠোর,
কিন্তু মায়াজালে পড়ি পরে ইচ্ছা নাই ;
ত্যজিবারে এই প্রিয়া জন্ম-ভূমি মোর।

৬

নিতান্ত কৃতান্ত ক্রূড় পাতি মায়াজাল,
না হইতে আশা পূর্ণ এই বসুধায়,
সেই মম গুরু জনে গ্রাসিলি সকাল ;
নিঠুর রে তোর সম না হেরি কোথায়।

মায়াবিনী নিদ্রা যবে আসিত নয়নে,
এক দৃষ্টে নিরখিতে বসিয়া শয়নে।
কখন অধরে মিশি তোমার বদন,
আশা পূর্ণ করি পিতে এ মুখ-চুম্বন।
কখন আনন্দে মম সকল শরীরে,
সংযোজিতে কর ভাসি প্রীতি-নেত্রনীরে।
অপর কাজেতে মাগো যাইতে যখন,
নয়ন ঠেরিয়া নিরখিতে অনুক্ষণ।
অকশ্মাত্ অগ্নি যদি ভাঙ্গিত মা ঘুম,
ত্যজিয়া সহস্র কার্য্য পিতে আশু চুম।
স্তন দুগ্ধ দিতে পরে পূরিতে উদর,
হেন দয়া কে প্রকাশে এ ভবে অপর।
সে সকল আশা-মূর্ত্তি কোথা লুকাইল,
সে সকল স্নেহ মাগো হায়কি হইল।
সাহারা মরুর মাঝে মরীচিকা বত,
বিলুপ্তকি একবারে হইল তাবত?

জনমি জগত্ মাঝে, হেমাতঃ, কত যে
ভুঞ্জিতেছি দুঃখ আমি, কি করে সে সব
বর্ণিব তোমার কাছে। কহিতে কাহিনী,
শোকে, দুঃখে, ক্রোধে হিয়া থর থর কাঁপে ;
হায়রে যেমতি মধু আগমনে দেশে
সুমন্দ সমীরে অই কদলীর পাতা।
তুমিও মা, ছয় দিন বয়স যখন
দুঃখ-অম্বুনিধি মাঝে, অকূল অতল,
ফেলি, পঞ্চ পমর্পিয়া পঞ্চে গিয়া দিবে,
দিবস যামিনী তথা কাটাতেছে সুখে।
কিন্তু হোক মাতঃ, কবু ভুলিয়া আমার
দুঃখ পশে নাকি তব সেই হৃদ-বিম্বে?

একবারে সকলি কি হলে বিস্মরণ?
পশিয়াছি অষ্টাদশ বর্ষে, কিন্তু সদা
পুড়িতেছি সে পোড়নে, হায় মা যেমতি
জলধি অন্তরে জ্বলি, অন্তর সলিলে,
বাড়বাগ্নিরাশি, করে বৈশ্বানর সম।
সেই অম্বুনিধি, হায়, যাহার দহনে,
অকূল, অতল, সদা চঞ্চল আকার।
কিন্তু মাতঃ সে অপার, অতল অকূল
অম্বুনিধি, তাই করে সম্বরণ সদা
ধৈরজ সহিত। এই অল্পমতি, ক্ষুদ্র
কলেবর নর আমি, রাখি কি উপায়ে
অন্তরে গোপনে। এযে অনির্ব্বান শিখা।
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে দিলে ঘৃত ঢেলে,
যেমতি সে অগ্নি বৃদ্ধি পায় চতুর্গুণ,
অন্তরস্থ শিখা মম তাহার সদৃশ।
না পারি সহিতে আমি আর। দয়াময়ি
মা আমার! নাশ দুঃখ প্রকাশি করুণা।
এ কার্য্য সুসিদ্ধ এবে হবে তোমা হতে,
যেহেতু গিয়াছ দেব পাশে, গণনায়
দেবতুল্য। মাতঃ আর দিওনা যাতনা,
দেবের অসাধ্য কার্য্য আছে কি জগতে?

স্তোত্র।

জয় ভারতি সুরূপিণি!
সেবকে সুবর দায়িনি!
ভ্রম-তামসী বিনাশিনি!
জ্ঞান-সুধাংশু প্রদায়িণি!
সুদীর্ঘ ভ্রুযুগ ধারিণি!
ভব-জন ভয় নাশিনি!
শ্বেত বরণি সুকেশিনি!
কৃশ কোটী-বিম্ব ধারিণি!

সুজনে সুমতি দায়িনি!
মৃনাল-দ্বিকর ধারিণি!
জয় জয় বিধুবদনি!
বিশাল সুচারু লোচনি!
উর আসি দীন রসনে,
করি কৃপাদৃষ্টি এ জনে।
তোমার পরশে যেমতি,
হোল চোর সুধী সুমতি।
বিষ-বৃক্ষে সুধা জন্মিল,
রত্না কাব্য-রত্ন হইল।
কে বুঝেমা তব ছলনা,
তব পদাম্বুজ বাসনা।
বুঝি অজ্ঞ বলি এজনে,
নাহি দিবে স্থান চরণে।
কিন্তু মাগো প্রসূনিকর,
স্নেহ বেশী অজ্ঞ উপর।
ঠেলনা অধিনে চরণে,
তার মা তারিনি এজনে।
পদে শত শত প্রণতি,
নাহি জানি স্তুতি ভকতি॥

যোবন ঐশ্বর্য্য সুখ ধন স্থায়ি নয়,
তাহাতে বাসনা নাই, সে চরণে দেহ ঠাঁই
যেন সে চিন্তায়, এজীবন যায়,
তাহলে মানব জন্ম
সার্থক যে হয়।
সারদে!

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

বরদা-চরিত

অর্থাৎ

বনিতা-বিয়োগ-বিলাপ

শ্রীজগচ্চন্দ্র বসু

প্রণীত

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র

শ্রীমওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

এই পুস্তক গ্রহণেচ্ছুগণ ঢাকা চূড়িহাট্টা
নিবাসী শ্রীযুত হরিচরণ সিংহ ও
শ্রীযুত অমৃতলাল দত্ত মহোদয় দ্বয়ের
নিকট তত্ত্ব করিলেই পাইবেন।

ইং ১৮৭৪। ১লা আগষ্ট।

মূল্য ৶১০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

আমি আন্তরিক একান্ত দুঃখের সহিত মৎস্ত্রী বরদার এই স্বীয় মূর্ত্তিটী অঙ্কিত করিলাম ; কেন করিলাম বলিতে পারি না। এসংসারে সকলি মরিবে মরিতেছে আমিও মরিব তথাপি জানিয়া শুনিয়া যে কেন করিলাম ইহাই বুঝিতে পারি না। যাহাহউক যদি ও আমার ক্ষুদ্র লেখনী প্রিয়ার অনুরূপ রূপ গুণের সম্যক সমাবেশ করিতে পারে নাই। তথাপি এইমাত্র বলিতে পারি তাহার রূপাপেক্ষায় গুণের ভাগ অধিক। সুতরাং মা যদি অজ্ঞশিল্পী তাহা বর্ণে কিরূপে ফলাইবে? পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করেন নাপারিলে কেন করিলে? আমি মুক্তকণ্ঠে অমনি উত্তর করিব "আপনার তৃপ্তির জন্য" যদি কোন পাঠক আমার মত হতভাগ্য হন তবে তিনি যতই অশ্রুপাত করিবেন, ভাবুক হইলে এতেই সম্যক দেখিতে পাইবেন, বুদ্ধিমান হইলে এতেই সম্যক অনুভব করিতে পারিবেন (আর তাহা না হইয়া অন্য কোন রকমের হইলে আমাকে পাগল বলিয়া উপহাসও করিতে পারেন, করুন্ তাহাতে আমার দুঃখ নাই ক্ষতিও নাই। কিন্তু তা বলে কি আত্ম দুঃখ (মনের দুঃখ) প্রকাশ করিব না? এই পতিপ্রাণা-কুলকামিনীর রূপগুণ বর্ণন করিয়া সমক্ষে ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত থাকিব? অবশ্য করিব।

এই স্থির করিয়া লেখা সমাপ্ত হইলে কয়েক বন্ধুকে প্রদর্শন করি তাঁহারা যথোচিত আগ্রহের সহিত আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমাকে ইহা প্রকাশ করিতে উৎসাহ প্রদান করেন তাহাতে ইহা পুনঃকারে প্রকাশিত হইল। পরন্তু যদি ইহা পাঠ করিয়া কাহারও অন্তঃকরণে কথঞ্চিত শোকের উদ্রেক হয় তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সকল মনে সফল বোধ করিব।

পরিশেষে প্রকাশ করিতেছি যে ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল দত্ত মহাশয় দ্বয় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের সমুদয় প্রদান করিয়াছেন, অতএব এতৎ পুস্তকের লাভ অর্দ্ধাংশ তাঁহাদ্দিকে দেওয়া গেল।

সন ১২৮১ বাং — শ্রী জগচ্চন্দ্র বসু।

তারিখ ১৫ই শ্রবাণ।

উৎসর্গপত্র

পূজ্যতমা শ্রীযুক্তেশ্বরী শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী
মহাশয়ার পাদপদ্মে।

জননি! এদীনহীন জামাতা তোমার,
কিদিয়ে নমিবে পদে কি আছে তাহার?
হেরিলে যাহার মুখ, দূরে যেত সব দুখ,
পাইতে অমৃত-সুখ আনন্দ অপার,
অকালে হরিল তারে কাল দুরাচার। ১
তবে মাতঃ এই মাত্র ভরসা আমার,
ভুলিতে না পারি গুণ তব তনয়ার :
যথা সাধ্যকায় মনে, গাঁথি তাহা সযতনে,
আনিয়াছি পাদ পদ্মে দিতে উপহার :
আশীর্ব্বাদ করি দাসে করগো স্বীকার ২
ইহাবই আর কিছু নাহেরি উপায়
যাহে এড়াইতে পারি তব ঋণ দায়,
তেঁই শোক পরি হরি, লহগো হৃদয়ে ধরি,
কন্যা জ্ঞানে কন্যা স্নেহে কন্যার চরিত ;
হেরিয়া মানস মম হোক পুলকিত। ৩
ইহা ভিন্ন শ্রীচরণে করিতে অর্পণ,
কি আছে স্নেহেব তব এহেন রতন?
কর এই আশীর্ব্বাদ, যেন পূরে মনোসাধ,
অন্তে একত্রিয়ে তব তনয়ার সনে ;
পাই যেন বিভুপদ সেবিতে যতনে! ৪

বরদা-চরিত

অর্থাৎ

বনিতা-বিয়োগ-বিলাপ

হে দুর্দ্দশে! তোর না হইল শেষ,
না হোল দুখের রজনী ভোর,
করেছি কি তোর তেঁই এত দ্বেষ ;
এত করে তোর থাকে না জোর।

(১)

হরিয়ে সর্ব্বস্ব গৃহ-পরিজন
করে দেশান্তর বালক বেলা,
করিলি দুখের প্রবাহে মগন ;
ধরে আছি শুধু সুজীর্ণ ভেলা।

(২)

ও তে ও যে তোর নাই নিবারণ
কত মত্ত ঝড় আনিলি বয়ে,
ডুবাতে সে তরি করিয়ে যতন ;
আছি কত কূল-ঝাপটা সয়ে।

(৩)

মিটিল না সাধ করে এত দূর
হলোনাকি তোর ক্রোধের শেষ?
জ্বালাতে এজনে এতই নিষ্ঠুর ;
নাই কি হৃদয়ে দয়ার লেশ?

(৪)

বর্ষাবধি আজ বিছানায় পড়ে
কাটাতেছি কাল কত না দুখে,
তায় আরবার তাহার উপরে ;
তীব্র-শোক-শেল হানিলি বুকে।

(৫)

ত্যজিয়ে মাধবী মল্লিকা, যতনে
একটী সামান্য বনের লতা,
দিয়েছিনু স্থান হৃদয়-উদ্যানে ;
তাও হোল তোর চোখের সতা।

(৬)

কৈলে উন্মূলিত ভূতলে দলিত
নাযেতে দুদিন এমনি রিষ,
তবে কেন রেখে এজনে জীবিত ;
দিন রাত এত যাতনা দিস্?

(৭)

কত ত্বরা গ্রাস, ত্রাস নাহি আর
যাইতে করাল কপোল তলে,
হয়েছে আমার ভালে যা হবার ;
বাকি নাই আর কিছুই ফলে।

(৮)

হায়রে! যেজন দুখিনী মায়ের
ছিলমাত্র সেই একটী পুঁজি,
কেমনে হরিলি ভেঙ্গে হৃদয়ের-
অমিয়া-যোজিত-স্নেহের কুজি?

(৯)

বালিকা বয়সে নৃসংশ-হৃদয়।
জনক যাহার গিয়াছে ছেড়ে,
জননীর সহ করে নিরাশ্রয় ;
কেমনে তাহারে লইলি কেড়ে ?

(১০)

পতি-শোকে যার অশ্রু অনিবার
ঝরিছে কশার আঘাতে তোর,
কেমনে হৃদয়-শোভিনী তাহার ;
ছিড়িলি প্রবোধ-রসনা-ডোর?

(১১)

নাই কিরে দয়া পাপ হৃদয়ের?
নাই কিরে তোর ধরম ভয়?
পিতৃ উপেক্ষিতা অবলা মেয়ের ;
কেমনে করিলি অকালে লয় ?

(১২)

জানি জানি তোর স্বভাব নিদয়
আজ কাল নয় অনেক কাল,
পরের সম্পদে বিদরে হৃদয় ;
দেখিতে নারিস্ কাহারো ভাল।

(১৩)

কত কত রাজা প্রজা অগণন
এ ভবে এমন কে কোথা আছে?
তোর করতলে হয়নি পতন ;
কিছার! এজন তাদের কাছে?

(১৪)

তাই নিবেদন দুর্দ্দশে! আমার
কি আছে জগতে অসাধ্য তোর?
নিবারে জীবন-প্রদীপ এবার ;
দূর কর ভব যাতনা ঘোর।

(১৫)

সোতে নারি আর তোর অত্যাচার
প্রিয়ার বিরহ-বিষের চাপ,
হর হর হর জীবন আমার ;
নিবাও নিবাও শোকের তাপ।

(১৬)

দয়াময়ি মূর্চ্ছে! জননী যেমন
অশ্রু-মুখ শিশু কোলেতে তোলে,
স্তন্যদানে তার জুড়ায় জীবন ;
ঘুম ঘোরে শিশু সকল ভোলে।

(১৭)

এদাসও তেমতি হয়ে নিরুপায়
যাচিছে তোমায়, করুণা করি
দেহ ক্রোড়ে স্থান জুড়াইতে কায় ;
তোমার কোমল পরশে মরি।

(১৮)

বরদা জীবন-প্রসূণ রতন
সভাসহ আজ পড়িল খসে,
আর না উঠিবে করিলে যতন ;
ফুটিবে না আর তরুণ রসে।

হা বরদে! হা বরদে! বরদে! বরদে!*
এই কি ছিলগো তব বাসনা বরদে?**
নিয়ত যজেন তব চরণে বিনত ;
কাটিতে তাহার শির হয়েছে উদ্যত?
একেইতো ভাসি মাত! বিপদের নদে,
তায় আরো ডুবাইলে সুদুস্তরহ্রদে।
হে বিধি! হে প্রজাপতে! এই কি বিচার
এই বুঝি লিখেছিলে ভাগ্যে অভাগার?
না ফুটিতে প্রেম ফুল, ধরিতে মুকুল—
আগেই ছেদিলে তুমি সে তরুর মূল ;
ধন্য ধন্য বিধি তব সুধন্য লেখনী ;
লিখিতে পরের ভালে নাকর বাছনি।
হায়রে! কি ক্ষণে নস্য করিনু গ্রহণ
একেকালে করিলাম শয়নে শয়ন।
যদিও হইল দেখা দিন দুই তিন,
সে কেবল দেখা মাত্র আলাপ বিহীন ;
যদি জানিতাম আর না হইবে দেখা ;
তবে কি যেতেম কভু না করিয়া দেখা?

---

* বর্ণিতা কামিনীর নাম। ** ঈশ্বরী অর্থাৎ দুর্গা।

এইসে রহিল দুখ এইলে রহিল,
জনমের মত আর দেখা না হইল!
আগে যদি জানিতাম হইবে এমন
ভাল মতে হেরিতাম তোমার বদন ;
আগে যদি জানিতাম হইবে এমন,
ভাল মতে করিতাম প্রিয়ে সম্বোধন।
হায়! প্রিয়ে! কি ভাবিয়ে ত্যজিলে আমায়
কি বলিয়ে কার কাছে লইলে বিদায়?
অরেরে! কৃতঘ্ন কাল করাল বদন,
কেমনে করিলি তুই প্রিয়াকে দংশন?
পিতৃহীনা অনাথিনী হায়রে! যে জন,
কেমনে করিলি তুই তাহার জীবন?
দয়া কিরে নেই তোর হৃদয়ের মাঝ?
জেনে শুনে কেমনে করিলি এই কাজ?
হায়! হায়! হায়! প্রিয়ে! করিয়া কেমন ;
আমাদের দয়া মায়া দিলে বিসর্জ্জন?
দেখিতে অষ্টমী যাত্রা* গেলে শুভক্ষণে,
করিলে দশমী যাত্রা অভাগা সদনে।
আরনা শুনিনু কর্ণে সে মধুর ভাব,
আর না হেরিনু চক্ষে সে মধুরহাস ;
এই সে রহিল দুঃখ এই সে রহিল ;
জনমের মত আর দেখা না হইল।

ভাল স্নেহ নাহি ছিল এ জনের তরে,
করেছি কিকাজ, স্নেহ থাকিবে কি করে?
কিন্তু বহু কষ্টে গর্ভে হায়রে! যেজন,
দশ মাস দশ দিন করিলা ধারণ,

---

* জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকায় যে বিখ্যাত তামাসা প্রদর্শিত হয়, তদ্দর্শনে আগমনের সময়েই লেখকের সহিত ঐ কামিনীর শেষ দেখা হয়।

নিরবধি ব্যস্ত ছিলে যার দুখ স্মরে,
মায়াকি নহিল প্রিয়ে! সে মায়ের তরে?
কেমনে ভুলিলে তুমি সে মায়ের মায়া,
যাঁর স্তন্যে সুলালিত ছিল তব কায়া?
যাঁহার কোমল-ক্রোড়ে করি অবস্থান,
ক্রমশঃ পাইলে প্রিয়ে! বহু গুণ জ্ঞান ;
কেমনে তাঁহার মায়া দিলে বিসর্জ্জন?
ছিলে যাঁর প্রাণাধিক অঞ্চলের ধন।
অন্নদানে যে মাতুল* পেলেছে তোমায়,
কি বলিয়ে তাঁর কাছে হইলে বিদায়?
হায় রে! একথা তব শুনিলে মাতুল,
নিশ্চয় নিশ্চয় তিনি হবেন বাতুল!
হে শারদে! দেখসিয়ে ভগিনী তোমার
চলিল মায়ের কোল করি অন্ধকার!
অশ্রু মুছাইতে তাঁর আর কেহ নাই
তুমি বিনে ; তেঁই তোমা নিবেদিনু তাই॥
একবার এসে করি মাতৃ সম্বোধন ;
ঘুচাও মায়ের জ্বালা দিয়ে দরশন।
হা! বরদে! জগতের** প্রিয় সহচরি
এই কি বাসনা তব ছিল প্রাণেশ্বরি?
শুশ্রূষা করিতে বেস্ আসিয়ে আমায়
আপনি চলিয়ে গেলে ঠেলিয়ে দুপায়।
করেছে কি দোষ তব চির সহচর?
কি খেদে বিচ্ছেদে ডালি দিলে কলেবর?
ভাল দেখিবারে গেলে জনম অষ্টমী
করিলে জন্মেরমত বিজয়া দশমী।

---

* শ্রীযুক্ত সনাতন সরকার।
** বর্ণিতা কামনীর পতি এবং গ্রন্থকার।

রজনীতে হতে প্রিয়ে! গেহের অন্তর
একাকিনী, মনে মনে পেতে কত ডর ;
তখন করিতে প্রিয়ে! আমায় দোসর
এবে কি ভাবিয়ে হলে একা অগ্রসর?
যদ্যপি আছিল প্রিয়ে মনন এমন
আমায় দোষর কেন না কৈলে তেমন?
এবে কি বলিয়ে প্রিয়ে! বলগো সত্বর
তখন আত্মীয় ছিনু এবে হৈনু পর?
প্রণয়-ভকণ-তক করিয়া রোপণ
কেমনে করিলে তাহা স্বহস্তে ছেদন?
এই কি প্রেয়সি প্রণয়ের পরিণাম?
করিলে না মমতরে তিলার্দ্ধ বিশ্রাম।
তুমিত জানগো! প্রিয়ে, পতিত এজন
কৃতান্ত কপোলে ; রুগ্ন-শয্যায়-শয়ন?
তবে কেন একবার না সুধি আমায়
সুধাই সুধাই প্রিয়ে! সুধাই তোমায়—
ত্যজিলে কোমল তনু—প্রেম-সুধাবার
নবনিত সুকুমার, শোভার ভাণ্ডার?
এই কি উচিত প্রিয়ে! এই কি উচিত,
অসময়ে নিজ জনে করিতে বঞ্চিত?
একদা বিশ্বাস করি হায়! হায়! হায়!
সমর্পিলে যার করে প্রাণ মন কায়।
দত্তাপহারিণী প্রিয়ে! হলে কি এখন?
একবার নাকরিয়া তার অন্বেষণ
অমূল্য জীবন ভাবি অতি মূল্যহীন—
কৃতান্ত করাল গ্রাসে করিলে বিলীন?
করেছ করেছ প্রিয়ে! তাহে নাহি খেদ
যেরূপ অভাগা আমি ; ভালই বিচ্ছেদ ;
কিন্তু একমাত্র দুখ এই সে মরমে ;—
জনমের মত দেখা নাহল চরমে?

ভাল দেখিবারে গেলে জনম অষ্টমী
করিলে জন্মের মত বিজয়া দশমী।

হায়! মুখস্মরি দুখে বুক ফেটে যায়
বলিবার স্থান নাই বলিব কাহায়?
কে বুঝিবে দুখ মম হৃদয়ে পশিয়া?
কে জুড়াবে জ্বালা, শান্তি-সলিল-সিঞ্চিয়া?
প্রাণেশ তোমার দেখসিয়ে একবার।
কি সুখে যাপিছে কাল বিরহে তোমার?
একেই বিদগ্ধ তনু রোগের জ্বালায়,
তায় হল তব জ্বালা ঘৃতাহুতি প্রায়।
দুজ্বালায় জ্বলে এবে মরিগো এখন,
কি আছে ওষধি বিনে তব চন্দ্রাবন?
হায়! পূর্ব্বে যদি হত অসুখ কিঞ্চিত
তারতরে প্রিয়ে কত হইতে চিন্তিত।
এখন জীবন যায় রোগের দংশনে
একবার নাহি দেখ আসিয়ে নয়নে।
নিদ্রা না হইলে পূর্ব্বে হয়ে উচাটন।
কতমত করিতে যে চরণ মার্জ্জন।
এখনতো নিদ্রা নাই ভাবিয়া তোমায় ;—
তবে কেন এসে দেখা না দেও আমায়?
পদ প্রক্ষালিতে কত যোগাইতে জল,
চলে গেলে এবে জ্বালি বিরহ অনল!
হায়! যদি এ সময়ে কোন বন্ধু জন,
দেখাইয়া দেয় তব শ্মশান-সদন ;
জনমের মত করি সুখে আলিঙ্গন,
জুড়াই জুড়াই প্রিয়ে! সন্তাপিত মন।
জনমের মত হায় ঝাঁপ দিয়ে তার
জুড়াই জুড়াই প্রিয়ে! সন্তাপিত কার।

হায়! যদি একবার চিতাভস্ম পাই
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে প্রিয়ে এজ্বালা জুড়াই।
শুভক্ষণে গেলে খুল্ল শ্বশুর* সদন
দেখা না হইল আর জন্মের মতন।

হায় যদি চন্দ্রাসনে! কভু আনিতাম মনে.
কি স্বপনে? হবে তব. এদশা এখন রে!
এদশা এখন।
ছিল যত মনোরথ. পুরাতেম মনোমত.
যথাসাধ্য কায় মনে করিয়া যতন রে!
করিয়া যতন।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রিয়ে! একদিন মুখ দিয়ে.
আন নাই হেন কথা যাহার পূরণে রে!
যাহার পূরণে।
কষ্ট হত অভাগার. কিম্বা গুরুতর ভার.
অক্ষম এজন ছিল যাহার বহনে রে!
যাহার বহনে?
সতত সলজ্জ ভাব. হয়ে মুখে আবির্ভাব.
প্রকাশিত সরলতা. কাজে কি কথায় রে!
কাজে কি কথায়।
এমহতী মহিতলে, কোমলা-মহিলা-দলে.
উদার-হৃদয় হেন নাহি হেরি কায় রে!
নাহি হেরি কায়।
আর কত গুণাভার, কুসুমিত তরু প্রায়
ছিলে সুভূষিত প্রিয়ে! বলা নাহি যায় রে!
বলা নাহি যায়।
তবে স্মরি অভিমানে, ইচ্ছা হয় প্রাণ দানে,
শোধি সে গুণের ধার হায়! হায়! হায়! রে!
হায়! হায়! হায়!

* শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু চৌধুরী।

ইচ্ছায় না দিনু বলে, স্বপত্নীকে দিনু ছলে,
হিংসা না করিতে কভু কিংবা ক্ষোভ তায় রে!
কিংবা ক্ষোভ তায়।
বরঞ্চ সপত্নী-নন, তোষিবারে অনুক্ষণ,
যতন করিতে মোরে সরল ভাষার রে!
সরল ভাষায়।
তখন সুখের বলি, হইতেন কুতূহলী,
এবে স্মরি প্রাণেশ্বরি! মনোদুখে মরিবে!
মনোদুখে মরি।
টানিয়া আপন মনে, কেননাহি সযতনে,
তোষিনু তোমার মন স্বহস্তেতে ধরিয়ে?
স্বহস্তেতে ধরি?
অবকাস অবকাস, করি নাপূরিনু আশ,
এবে হল সর্ব্বনাশ কব কার পাশরে?
কব কার পাশ?
এসে কাল সর্ব্বনাশা, ভেঙ্গে সে আশার বাসা,
দেখাইল ভালবাসা জ্বালিয়ে হুতাশরে!
জ্বালিয়ে হুতাশ।
আরনা পাইব সুখ, না ঘুচিবে মনোদুখ,
অয়ি মনোময়ি! তব মধুর বচনেরে!
মধুর বচনে।
জনমের মত হায়! সুখ-মূল-মন্ত্র প্রায়
স্মরিব যতেক দিন বাঁচিব জীবনেরে!
বাঁচিব জীবনে।
হায়! প্রিয়ে! কি বলিব? কি বলিয়ে প্রবোধিব,
মরিবে বলিয়ে তুমি ছিলে কি এমনরে!
ছিলে কি এমন?
হে হৃদয়-বৃন্তচয়! পদ্মিনী পাইল লয়
কি সুখে আছিস্ তোরা? হওনা মগনরে!
হওনা মগন।

অরে মন-মধুকর! কি সুখে ভ্রমণ কর
ফিরে চেয়ে দেখ প্রিয়-পদ্মিনী তোমাররে
পদ্মিনী তোমার।
পরি হরি জলাশয়, গিয়েছে শমনাল
এবে গুঞ্জি মকরন্দ ভুঞ্জিবে কাহাররে?
ভুঞ্জিবে কাহার?
প্রিয়ে! প্রিয়ে! তবগুণ, থেকে থেকে পুনঃ পুন,
অবিরত স্মৃতি-পথে করে জ্বালাতনরে!
করে জ্বালাতন।
কি সুন্দর ভাব! পরিপূর্ণ সত্‌ভাব,
প্রাণান্তে ও বলিতেনা মিথ্যা-কুবচনরে!
মিথ্যা কুবচন॥
কি ভাল কি মন্দ ভাব, প্রতি বাক্যে ছিল হাস,
কভু দেখি নাই তব বিষণ্ণ বদনরে!
বিষণ্ণ বদন।
যদি কটু বাক্যে কার, হইত বদন ভার,
দূর হত মিলিলেই নয়নে নয়নরে!
নয়নে নয়ন॥
আলস্য বিহীন তনু, চাপল্য না ছিল অণু,
বলি হারি ফলে ছিলে রমণী-রতনরে!
রমণী-রতন।
ছিদ্র দেখিয়ে হেলে, তেঁই বুঝি ছেড়ে গেলে,
যাবেইত! নিস্ব-গলে শোভে কি রতনরে?
শোভে কি রতন?
যাহোক যাহোক ছেড়ে, গিয়েছ গিয়েছ সেরে,
কিন্তু বলি হৃদাগার হস্তে কভু মোররে!
হতে কভু মোর।
পারিবেনা পারিবেনা যেতে, করি প্রবঞ্চনা,
বাঁধিয়ে রাখিব প্রেম-পাশে ঝরি জোররে!
পাশে করি জোর॥

আর কি বলিব ছাই? বলিতে আছে কি?
দেখিতে তামাসা ভাল দেখালে তামাসারে
দেখালে তামাসা!
চির-প্রেমাকাঙ্ক্ষি জনে, বঞ্চি চির-প্রেম-ধরে
অনায়াসে চলিগেলে নাকরি জিজ্ঞাসারে!
না করি জিজ্ঞাসা॥

কে জানে জন্মের মত হইবে বিদায়,
তাহলে কি ছেড়ে প্রিয়ে! দিতাম তোমায়
আমরি উথুরি* কভু? স্মরি প্রাণ যায়—
হায়! সে দুখের কথা কব আর কায়?
সম দুখভাগী হেন কে আছে জগতে,
বুঝে জগতের দুখ সরলে! সুমতে!
স্মরি সে শেষের দিন সে শেষ তামসী ;
যেভাবে হয়েছে গত, ভাবিয়ে প্রেয়সী!
যেকরে পরাণ মম ; কেনইবা তায় ;
না কহিনু কোন কথা? নাসুধিনু হায়!
তোমায় একটী বাণি—হায়! কি অলস?
করেছিল অভাগার রসনা বিবশ?
হায়! কি বিবেক আসি করিয়ে ছলনা ;
বলিতে "প্রেয়সি?" আর দিলনা দিলনা?
কি ছার ভাবনা আসি মুখে করি মূক ;
বলিতে না দিল "প্রিয়ে?" স্মরি ফাটে বুক।
হায়! কি নিদ্রার সনে ছিল বিসংবাদ?
বিহরিল বিচেতিয়া চির-মনোসাধ!
হায়! যদি জানিতাম হইবে এমন ;
ভাল মতে করিতাম প্রিয়-আলাপন।
হায়! যদি পাইতাম একটু আবেশ।
এই 'হল আমাদের পরিচয় শেষ।

* ময়মনসিংহান্তর্গত গ্রাম বিশেষ।

হায়! যদি জানিতাম সে কাল রজনী।
প্রণয়ের শেষ দিন স্বপনে স্বজনি!
তবেকি দিতাম ছেড়ে তোমায় ভা(ও)য়াল?
অর্পিয়ে কালের করে! রে কুটিল কাল!
উপেক্ষিয়ে উদ্যানের পরিণত ফল ;
মুকুল চিবিয়ে সুখ পাইলি কি বল?
অয়ে মিষ্ট ভোজী পাপ রসনে! যতনে,
কিহেতু পোষিনু তোরে সুমিষ্ট অশনে?
এবে পর পরিহাসে সুচতুর বড় ;
সেদিন বলিতে "প্রিয়ে" কেন বলে জড়?
শ্রবণের সহ তোর ছিল কিরে বাদ?
না—স্বাদ পাবেনা বলে না পূরিলি সাধ?
অয়ে, শ্রতি বল কিবা করে ছিলে পাপ?
শুনিতে না পেলে তেঁই মধুর অলাপ!
অয়ে! মন প্রিয়ালাপ সরস-বণিক!
সে দিন কি হেতু তায় হলে অরসিক?
শ্রবণে প্রিয়ার প্রিয় পীযূষ বচন ;
সেদিন কি হেতু অত কৈলে অযতন?
আর কে পূরিবে বল তব অভিলাষ?
মেদুর মেদুর বলি সুমধুর ভাব!
হায়! যবে মনোমাঝে হয় রে স্মরণ ;
প্রেয়সীর পয়-জিনি সরস বচন,
কি বলিব? যেন জ্বলি প্রোজ্জ্বল পাবক ;
ধক্ ধক্ করি দহে হৃদয়-ফলক?
হায়! প্রিয়ে! প্রাণ নিয়ে পালালে কোথায়
জনমের মত করি ভিকারী আমায়?
কত আশা ছিল তথা* নির্ম্মি নবালয় ;
তব সহবাসে কাল করিব বিলয়!

---

* উথরী।

সে আশে সে বাসে ছাই দিয়ে কি কারণ
অকালে চলিয়া গেলে শমন সদন?
অরে কাজ কাঠুরিয়া সুতীক্ষ্ণ কুঠারে ;
কেমনে কাটিলি বল স্বর্ণ লতিকারে?
যেই স্নিগ্ধ কান্তিমোদি, গৃহ কুঞ্জবনে ;
হেলিত দোলিত মম সুখ সমীরণে।
কেমনে করিলি তুই সে লতা নির্ম্মূল?
নিয়ত ফুটিত যায় সদ্ভাবমুকুল!
অয়ি মুগ্ধে! একবার দিয়ে দরশন,
প্রিয়ভাষে প্রিয় বলি জুড়াও জীবন।
তোমা বিনে প্রাণ, প্রিয়ে! বাঁচেনা আমার
বাঁচে কি চকোর বিনে অমিয়া সঞ্চার?
ভাল দেখিবারে গেলে জনমকাষ্টমী,
করিলে জন্মের মত বিজয়াদশমী!

দুরাশাকে লক্ষ্য করিয়া

হে দুরাশে! তব পাশে মোহি কতজন,
পাইতেছে পদে পদে যাতনা ভীষণ,
বুঝিতে নাপারে নর কি কুহক তোর?
দেখিয়া শুনিয়া তবু তোমাতেই ভোর!
আমি ও তোমার তার—মধ্যে একজন
হারাইনু আশা বশে আশীষ রতন।
ওকালতি আশে হল ব্যাকুলিত মন,
কে জানে শিয়রে মম দুর্দ্দম শমন?
সাজারে সুবর্ণ তরি বাণিজ্যের আশে ;
হারাইনু লাভে-মূলে বসি তব পাশে!
কাচ-অনুরোধে ত্যজি অমূল্য-কাঞ্চন ;
কাচ হইলাম কাজে নামিলিল ধন!

এখন জীবন যায় ভেবে সে ভাবনা ;
ফুটিয়া বলিতে নারি মরি কি লাঞ্ছনা?
আগে যদি জানিতাম হইবে এমন,
পরস ত্যজিয়ে করি সরস মন্থন?
আগে যদি জানিতাম হইবে এমন,
রতন ত্যজিয়ে করি উপল চয়ন?
আইন্—আইন্– করি বৃথা কাটাইনু কাল
না মিটিল সাধ, তাহে বাদী হল কাল!
কিক্ষণে- কি শুভক্ষণে—লইলাম নাস ;
একে কালে পাইলাম ধনে প্রাণে নাশ!
আছিল কুমুদ বন্ধু* বন্ধু অভাগার,
তেঁই আজো আছে দেহে জীবনসঞ্চার ;
হয়েছিল সে সময়ে হেন অনুমান,
ক্রমশঃ বিপদরাশি হবে অবসান।
কে জানে যে নীচাশয় কাল করি দ্বেষ,
ভাঙ্গিয়ে ফেলিবে মোর সুখোপনিবেস?
হায়! প্রিয়ে! তব তরে ফেটে যায় বুক,
আর না হেরিব তব সুধা-স্মিত-মুখ!
কোলে তুলি বিধি মোরে ভাসান অকূলে,
বল বল প্রিয়ে! এবে যাই কোন কূলে?
কোথা গেলে পাব প্রিয়ে! তব দরশন?
কোথা গেলে জুড়াইবে সন্তাপিত মন?
বলবল প্রিয়ংবদে! বল একবার,
জনমের মত শুনি বচন তোমার!
ভাল যাত্রা করি গেলে শ্বশুর-সদন ;
আর না শুনিনু তব ললিত-বচন!

* শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবন্ধু বসু ঢাকা পোগজ স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক।

পৌর্ণ মাসী রজনী দৃষ্টে

করিগো শর্ব্বরী! বিনে প্রাণেশ্বরী,
কিছার তোমার ছটা?
অবভালে ইন্দু, উছলিছে সিন্ধু
মম ভালে ঘন ঘটা!
যত খগ দল, করি মদ কল,
সুখে চিয়ে নিজ নীড়ে ;
প্রহরে প্রহরে, তব গুণ স্মরে,
আমি ভাসি নেত্রনীরে॥
নিশ্বাস প্রশ্বাস, বহিছে বাতাস,
শোক দাহে দহি দেহ।
সহা নাহি যায়, প্রাণ যায়! যায়!
স্মরিয়া প্রিয়ার স্নেহ॥
যত বনফুল, করি সমাকুল
ফুটিছে তোমার শিরে।
কিন্তু মম চিত, হইয়ে কুঞ্চিত
ছুটিছে সাগর তীরে।
বিতরি শিশির, তুমি পৃথিবীর
শীতল করিছ দেহ।
আমি নেত্রনীরে, তিতি ধরণীরে
প্রিয়াশূন্য হেরি গেহ॥
কেনা তবোদয়ে, হরিষ হৃদয়ে
বিরাম করিছে সুখে?
আমার অন্তর, করে জ্বর জ্বর
তব মুখ হেরি দুখে!
কিছার অঙ্গার? দাহিকা তাহার
যে আগুন হৃদে জলে—
স্মরিয়া প্রিয়ার, মুখ-সুধাধার
নিবেনা গঙ্গার জলে॥
প্রিয়ার ভূষণ, যত গুণ গণন
স্মৃতির কার্ম্মূক ধরি।

পরে শত বাণ, করি সুসন্ধান
টঙ্কারিছে মরি! মরি!
অচেনা জীবন, প্রিয়াশূন্য মন,
হে ত্রিযামে! বলি ফলে।
নম্র চক্ষে তুমি, সসাগরা ভূমি,
নিরখিছ কুতূহলে।
কৃপা করি, কোথা সে সুন্দরী?
প্রণয়-প্রতিমা মম,
জন্মের মতন, করি আলিঙ্গন,
দূরি এ যাতনা-মম।
ভূলিবারে নারি, ভুলিবার নারী,
নয়—নয়—নয়— সে যে?
লাজোতার গতি, গজের যেমতি,
নয়নে রোয়েছে বেজে।
সামান্য বসন, পরিয়ে যখন,
দাঁড়াতে আমার আগে॥
কি সুন্দর হায়! দেখাইত তায়,
ঊষা-সম-নব-রাগে।
হায়! প্রাণেশ্বরি! প্রাণ মন হরি,
কোথা লুকিয়েছ বল?
না হেরি তোমায়, বুক ফেটে যায়,
রোতোনারি করি বল।
শুনেছি পুরাণে, না না উপাখ্যানে,
মরিলে আপস স্বামী।
সাধ্বী নারীগণ, ত্যজি ধনজন।
হয় সুখে সহগামী।
কিন্তু কি তোমার, রীতি চমৎকার।
অদার করিয়ে প্রিয়ে!
অগ্রেই আমার, ছাড়িয়ে সংসার
চলিলে চরমালয়ে॥

এই কী সতীতা? এই কি বনিতা
স্বামী অর্দ্ধাঙ্গিণী হয়?
এই কি প্রণয়? এই পরিচয়,
এই কি গো পরিণয়?
ভাল ভাল প্রিয়ে! বল বিশেষিয়ে
সুধাই একটী কথা ;
ননাস* আলয়, ছিলে মাস ছয়
কি সুখ ভুঞ্জিলে তথা?
না বলে আমায়, কি বলিয়ে হায়!
ভেঙ্গে সে আশার বাসা?
সুধাই কিতব- কৃতান্তে, কি তব
এতইগো ভালবাসা?
গেলে তার ধাম, করিতে বিরাজ,
সুখ শয্যা পরিহরি,
নাট্যাগায়, করি অন্ধকার,
দিবসেই মরি! মরি!
মতে বড় প্রীত, সুশীলা-চরিত,
যখন পড়িতে মনে।
হলে কি এরীত, সুশীলা-চরিত,
পড়ি বল চন্দ্রাননে?
হারেরে ঘাতক! দুরন্ত অন্তক!
বল কোন দন্ত দিয়া ;
কোমল-শীর্ষক, কমল-কোরক,
চর্ব্বথ করিলি গিয়া।
হা দন্ত তোমার, চর্ব্বিয়া সংসার,
সতত করিছে লয়।
দন্তে কি হায়! দংশিলে তাহায়,
স্মরি মনে পাই ভয়।
করেছ করেছ, হরেছ, হরেছ,
কিন্তু মম এ বিনতি।

---

* ময়মনসিংহের অন্তর্গত তপে রণভাওয়াল উথরী নিবাসী ৺শিব কিশোর বলের সহধর্ম্মিণী।

প্রেয়সীর সাথ, করি আত্ম সাত,
কর দুখে অব্যাহতি॥
কোথা অচঞ্চলে! করদে চঞ্চলে!
মানব জলদে মম ;
যদি একবার, দূর শোকাধার,
ঝলসি কিরণ তব,
অয়িগো বরদে! বরদে? বরদে?
হে বরদে! এবিপদে ;
পাই যেন তার, দেখা একবার
অন্তে পদ কোকনদে।
প্রভাতকমল, সম নিরমান
নয়ন-নলিনী নীল ;
করিবিড়ম্বন, মানস-তপন।
কে আসি হরিয়ে নিল?
হায় রে প্রেয়সি? গলে দিয়ে আসি
ভাল যাত্রা কৈলে তুমি।
জনমের মত, ত্যজিয়ে তাবৎ
জননী-জনমভূমি॥

অহোকি তোমার প্রকৃতি মধুর!
মধুর উজ্জ্বল মধুর ভাবে,
ছিল টল টল মাধবী মুকুর ;
যেন ঢল ঢল মধুর ভাবে।
(১)
এহেন হৃদয়ে সাবিত্রীসুধার
চিরআবির্ভাব,—সুধাই কাকে?
কুসুম-সুলভ মধুর সঞ্চার,
কলিকাতে ও কি হইয়ে থাকে?
(২)

বয়সে ষোড়শী পূর্ণ শশিকলা,
বুদ্ধে বর্ষিয়সী অশীতি সমা,
দিলে প্রশ্নোত্তর করি কি শৃঙ্খলা ;
উপমা বিহীন যেমনি রমা।

(৩)

সুধাইনু যবে একদা তোমায়
বল প্রিয়তমে! সরল ভাবে?
উপেক্ষি সুচারু বসন ভূষায় ;
সাধ্বী নারীগণ কি ভালবাসে?

(৪)

হাসিয়ে সুধার হাসী আধ, আধ
যেন খুলে আধ লাজের ছিপী ;
মুখ সুধাধার হতে আধ, আধ ;
আধ, আধ, আধ, অধর টিপী ?

(৫)

বরষিলে সুধা, বিন্দু বিন্দু তায়
শ্রুতিমুখে সুখে করিয়ে পান,
জুড়াইনু প্রাণ, জুড়াইনু কায় ;
শান্তি-জলে যেন করিনু স্নান।

(৬)

বলিলে অমনি বিনীত-বদনে
নমিতনয়নে করিয়ে নতি,
বিনায়ে বিনোদ-বীণার নিক্বণে,
আর কিছুনয় আপন পতি।

(৭)

করিলে প্রত্যক্ষ কাজে ও তাহাই
ব্যাধি যুক্ত হেরি প্রচর্য্যা তরে,
দিলে পদ-মল্ বলি হারি যাই ;
না বাঁচিতে যেচে আপন করে।

(৮)

করিয়ে বিক্রয় করিতে চিকিৎসা
ভালবাসা কি গো! এতই ছিল?
অসূয়া বিহীন গুণের বিধিৎসা ;
বল কে তোমায় শিখায়ে দিল?

(৯)

দরিদ্র-ললনা হইয়ে এমন
কজন উদার প্রশস্ত মনা?
থাকিতে পরাণ কে করে বর্জ্জন ;
পতি দুখে স্বতঃ স্বীয় গহনা?

(১০)

কিন্তু কি কালের কুটিলাবর্ত্তন
যাচিতে গ্রহণ না করে আগে ;
শেষে করে হায়! তোমায় লাঞ্ছনা,
কেড়েনিলু যেন কতই রাগে।

(১১)

তেঁই ভাগ্যে আর নাহল আমার
সাজায়ে তোমার কোমল পদ ;
জুড়াতে নয়ন জীবন আবার,
হেরিয়ে বদন-অমিয়াস্পদ।

(১২)

এই নরাধম চণ্ডাল অধিক
না চিনে তোমায় কতনা করে ;
করেছে অযত্ন ধিক! ধিক! ধিক!
জ্বলে মরি এবে সেসব স্মরে।

(১৩)

কোথা দয়াময় নিখিলরঞ্জন
অনাদি অনন্ত পুরুষকায়া?
কর পরিত্রাণ দাসের জীবন ;
দয়া করি দিয়ে চরণ ছায়া।

(১৪)

তুমি বিনে আর পাপীর জীবন
পতিতপাবন কে আছে ভবে?
পাদ পদ্মে তেঁই লইনু শরণ ;
অবশ্যই স্থান দিতেই হবে।
(১৫)
দুখিণী মায়ের দুখিনী বরদা
সরল হৃদয়া তরল মতি ;
দয়া করি তারে হওহে বরদা?
নাহি জানে স্তুতি ভকতি নতি।
(১৬)
তুমিহে অনাথ অগতির গতি
করুণা তোমার অচলা সবে,
কোমল প্রকৃতি অবলা মূরতি ;
স্থান পাবে পদে কেননা তবে?
(১৭)

কতটুকু বলিয়াছি করি লেখা লেখা,
কে জানে কপালে মম আছে হেন লেখা?
কখন জানিলে আর না হইবে দেখা ;
কভুকি কৈতেম কটু করি লেখা লেখা?
কটু কথা এবে তীক্ষ্ণ শেলের মতন,
করিছে আঘাত বুকে নাহই পতন!
কি কঠিন প্রাণ মোর কি কঠিন প্রাণ ;
কঠিন পাষাণ নয় ইহার সমান!
কত যে উৎসাহ ছিল তোমার হৃদয় ;
করিতে সুশিক্ষা প্রিয়ে! বিবিধ বিষয়,
কসিদা কার্পেট আদি চারু কারু কাজ,
কম্‌পাটার মোজা টুপী নানা রূপ সাজ,
কৈলে কি যতনে শিক্ষা যাই বলি হারি!
কে জানে কে জগতের জনম ভিখারী?

কত কথা মনে হয় থাকিয়া থাকিয়া ;
কহিতে না পারি প্রিয়ে! কৈতে কাটেহিয়া
করিতেছিলাম যবে ছাত্রবৃত্তি পাস,
কদাপি উকীল হব, মনে করি আশ ;
কৌশলে কুশলে! কিবা লিখিলে লেখন
কুমারী বয়সে আহা করিয়ে যতন,
"চাকরী করিলে নাথ কেহয় নিদয়?
দুইতিন মাস পরে দেখা দিতে হয়"
করিতে পারিব তব বিরহ বহন,
করিতে পারিব তব মরণ সহন,
কিন্তু তব এইবাক্য ভুলিতে নারিব ;—
কনু সত্য যত দিন জীবিত থাকিব।
কহ কহ কহ তবে কহিয়ে এমন ;
কি বলে আপনি অগ্রেহলে অদর্শন?
কমাস হইল প্রিয়ে! করে দেখ লেখা,—
কেমনে চলিয়ে গেলে নাকরিয়ে দেখা?
কি কব কর্ম্মের ফল আর কিছু নয় ;
কেবল রাখিলে কথা দহিতে হৃদয়!
কভু যদি জানি তব আশু হবে কাল,
কে করিত তবে তোমা নেত্র অন্তরাল?
কমলা সদৃশী করি কোমলে! যতন,
করিতাম বক্ষ মধ্যে তোমায় রক্ষণ।
কৌস্তুভ সদৃশ করি তোমার যতন ;
করিতাম কলকণ্ঠে! হৃদয়ে ধারণ।
কল্পনা করিয়ে মম জীবন সংশয় ;
"তেই বুঝি দিলে প্রাণ তার বিনিময়"
কামনা করিয়া মম রোগ অনাময়?
"তেই বুঝি দিলে প্রাণ উৎসর্গ নিশ্চয়।"
কপটে করিয়া যাত্রা শ্বশুর-সদন,
কটাক্ষে করিলে ভব-লীলা-সংবরণ।

(ঢাকাদর্শনে)

ভেবেছিনু ঢাকা এলে জুড়াবে জীবন,
নির্ব্বাপিত অগ্নিহল পুনরুদ্দীপন ;
যেখানে সেখানে যাই, তোমাকে দেখিতে পাই,
স্মৃতির তুলিকা হৃদে করিছে অঙ্কন ;
তোমার মোহিণীমূর্ত্তি মানসমোহন।

(১)

হায়! তব পিত্রালয় মাতুল সদন,
যাহা ভাবিতাম পূর্ব্বে সুখের ভবন,
পর্ণের কোটির মম, জ্ঞান হতো সৌধোপম,
তব চারু সহবাসে ;- এখন নয়ন ;
কারাগার হতে হেরে অতীব ভীষণ।

(২)

অহো! যবে সুহাসিনি! সুমন্দ গগনে ;
সন্ধ্যা-সমীরান্দোলিত ব্রততীর প্রায়,
কি দিবা, কি সন্ধ্যারেতে, এঘরে ওঘরে যেতে,
উজলি-প্রাঙ্গণ-ভূমি মোহন ছটায় ;
কি সুন্দর দেখাইত আমার নয়নে!

(৩)

ভুলিতে নাপারি তাহা তিলেক পলকে
স্বততই যেন তুমি রয়েছ সতত ;
মানস-মন্দিরে মম, খনি-গত-মণি-সম,
স্বকীয় জ্যোতিতে আলো করি অবিরত ;
কেমনে ভুলিব আমি বিস্মৃতি কুহকে?

(৪)

এই না এস্থানে দাঁড়াইয়ে প্রাণাধিকে!
কামিনী-কুসুম-শাখা ধরিকুতূহলে ;
যেন কি বলিয়ে হেসে, যাইতে সুখেতে ভেসে,
দেখিতাম বসি আমি অদূর-বিরলে ;
সরল কটাক্ষে সুধাবর্ষি সুভাষিকে!

(৫)

এই না এস্থানে বসি মধুর সুস্বনে,
পড়িতে পুস্তকাবলী একতান মনে ;
হে নিপুণে! সুপাঠিকে! কুলবালাকুলটীকে!
এখন কি হেতু তাহা ফেলি অবতলে? -
পরীক্ষা কি দিতে গেলে শমন-ভবনে?

(৬)

নির্ব্বাসিতা-সীতা পড়ি হলে নির্ব্বাসিতা!
ইতিহাস পড়ি কি উদিল মনোদাস?
পরিহারি পরিজন, সম-পাঠী-সখীগণ
কেমনে চলিয়া গেলে, করিয়া নিরাশ ;
এককালে এতজনে - হয়ে সুশিক্ষিতা?

(৭)

এই না এস্থানে করি সূচিকা গ্রহণ ;
নির্ম্মাইতে মোজাটুপী বিবিধ খেলনা ;
বিনট প্রভৃতি করি, কারুকাজ আহামরি
কোথা গেল এবে তব সে সব বাসনা?
কেশব বাসনাসম শৈশব-যতন।

(৮)

হায়! তব পাদচারে এসকল স্থান,
কত যে সুখদ ছিল, সুখদ-দর্শন ;
ছিল না তেমন আর, বিলম্বিত অভাগার
রমণীয় হৈমাগার বিলাসভবন ;
এবে জ্ঞান হয় মম শ্মশান সমান!

(৯)

সুশীলাচরিত চারুপাঠ-চারুপাঠ,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে আছে ভূতলে লুণ্ঠিত ;
লেখনী মসীর পাত্র, যেন লোটাইছে গাত্র,
তোমার বিয়োগ-শোকে হয়ে আকুলিত ;
গৃহ মাঝে ; দেখি ফাটে হৃদয় কবাট!

(১০)

আজো বেচে আছে তব কুল তরুবর।
বাল্যকালে কুতূহলে সুধাইলে যায় ;
দিতে আনন্দে গলে, লয়ে যাবো সঙ্গে বলে,
জামাতৃ আলয়ে হায়! ভুলন কি যায়?
ধরিতে নারিলে তার অর্দ্ধ* কলেবর!

(১১)

অহো! যবে নারান্দিয়া বালি বিদ্যালয়ে
পড়িতে যাইতে প্রিয়ে! অকপটচিতে ;
দেখিয়াছি কত দিন, তব মুখ সমসৃণ-
প্রকাশিত কি আশ্চর্য্য কৌমার্য্য ভঙ্গিতে!
অদ্যাপি নয়নে ভাসে রয়ে রয়ে রয়ে।

(১২)

চিনিতে না ;—তরুলাজে লজ্জাবতী** সম,
সতত সলজ্জভাবে পড়িতে বসিয়া ;
যাইলে প্রশ্ন তায়, দিতে সদুত্তর হায়,
নতমুখে সুধাদৃষ্টি ভূমে সঞ্চারিয়া ;
বীণাবিনিন্দিতস্বরে অলিণী উপম।

(১৩)

এবে সেই বিদ্যালয় শোকের আলয় ;
হইয়াছে একমাত্র বিয়োগে তোমার!
কাঁদিতেছে "দয়াময়ী" দেখ এসে মনোময়ি
শোকাকুলা শিক্ষয়িত্রী কি বলিব আর?
দূরিতে, তাদের দুখ উচিত কি নয়?

(১৪)

মাতৃ বলে ধাত্রী তব পাড়িছে চীৎকার,
দেখ এসে ; চেয়ে দেখ কত সহ্য হয়?—
হেসে এসে একবার, ধরি পুন কর তায়
পূর্ব্বমত ধাত্রী বলে জুড়াও হৃদয় ;
দেখি মুখ শোক দূর হউক সবার।

(১৫)

---

* অর্দ্ধেক কাল। ** লতাবিশেষ, লাজে কুঁকড়ি লতা।

ভাল চলি গেলে খুল্ল শ্বশুর-সদন,
শ্বাশুড়ী ননন্দ সনে আনন্দ অন্তরে :
দেখিতে অম্বিকা পূজা, জগদ্ধাত্রী দশভূজা
ফিরিয়ে না এলে আর জননী গোচরে ;
করিলে দশমী যাত্রা জন্মের মতন।
(১৬)

হায়! যাঁরা ঢাকা বলি নিন্দিত আমায়,
তাঁরা শত মুখে, তব গুণ গেয়ে দুখে,
ভাসিছে নয়ন জলে, কথায় কথায় ;
কে জানিত এত গুণ ছিল গো তোমায়?
(১)
কেন চেলে (বিষ) খেয়ে ত্যজিতে জীবন?
কি বল প্রিয়ে! শুনি ফেটে যায় হিয়ে,
কি খেদে, বিচ্ছেদে তনু দিলে বিসর্জ্জন?—
করিনিত অনাদর তোমায় কখন!
(২)
তবে কেন? চিররিপু রোগের জ্বালায়,
যে কোন কথা, তাহে কি পাইয়ে ব্যথা,
ত্যজিলে জীবন? না—না পড়েত না মনে ;
হইতে বিষণ্ন কভু আমার কথায়?
(৩)
তবে কি? না, তব সনে এযাত্রা বিশেষ ;
তাই প্রিয়ালাপ, তেঁই করি পরিতাপ,
উপেক্ষিলে প্রাণধন ; মনে পেয়ে ক্লেশ?
না—না দেখেছত মোরে রুগ্ন একশেষ?
(৪)
বুঝেছি বুঝেছি বুঝি বৈধব্যের ভয় ;
ত্যজিলে কোমল কায় সুখ-সুপ্ত-ফুল,
সতত শুনিয়া মম জীবন সংশয়,
ভাবিয়া ভাবীর দশা বিষদ হৃদয়!
(৫)

তাই কি করিতে চিন্তা শ্বশুর সদনে?
ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুবিন্দু, মুখরিতমুখ,
গভীর ভাবনা ভরে ; গোপিতে যতনে,
নিশ্বাসের সহ আশু হেরি অন্যজনে?

(৬)

আমরি কি ভ্রমে তব আবরিল মন?
অলীক আশঙ্কা করি, সুপবিত্র দেহ
কৃতান্তেরে ডালি দিলে ; ব্রততী কখন ;-
ত্যজে ভাবী ঝড়ে ভাবি বৃক্ষের পতন?

(৭)

হায়! যার তরে যেই পাপাত্মার তরে,
দিলে প্রাণ অকাতরে, কৈলকি কি তব
কিছুইত করে নাই? এবে বসি ঘরে ;
করিছে বিষয় চিন্তা দেশ দেশান্তরে।

(৮)

কি কুক্ষণে এল ভবে বারোশত আশী!
আশা-বিষ সম দাপে, সংসার পোড়িল
বিষ-দন্তে বিদংশিয়া ভবোদ্যান বাসী ;
কলকণ্ঠ পাখীকুল-কৈল ভস্ম রাশি!

(৯)

ভাল দেখিবারে গেলে জনম অষ্টমী,
কাল কি করিল টোনা, ফুরাইল দেখাশোনা ;
জনমের মত কৈলে বিজয়া দশমী ;
শুক্লপক্ষে মম পক্ষে করি কৃষ্ণাষ্টমী!

(১০)

অয়ি! সহচরি! প্রাণ-সহচরী,
প্রাণ-পরিহরি অমর পুরে ;
করি দিব্য কায়, বিরাজিছ তায়,
গাইছ ললিত বিনোদ সুরে!
আমি পাপদেহ করিয়ে ধারণ।
করিতে নাই পাই কিছুই শ্রবণ?

(১)

তুমি কি জাননা? সুধাংশুবদনা!
শুনিতে তোমার অমিয়াস্বর :
বড় ভালবাসী, সতত প্রয়াসী,
তবে কেন দিলে সে সাধে গর?
দিয়েছ দিয়েছ তব দোষ নাই ;
কর আত্মসাত এজ্বালা জুড়াই?

(২)

হায়! কি সততা? হায়! কি মমতা!
গেঁথেছিলে প্রিয়ে! প্রণয়-হারে ;
করিসুধাময়, মরণ সময়
দেখাদিল আসি নয়ন দ্বারে।
চেয়ে ছিলে কিবা দেখিতে আমায়
পয়োধা-তৃষিত-চাতকীর প্রায়!!

(৩)

না হইল তায়, দৃশ্য কিছু হায়!
অমনি নয়ন ফিরিয়ে এলো ;
বিজলীর প্রায়, উজলি ত্বরায়
পুন মেঘে যেন মিশিয়ে গেলো।
লাগিল বহিতে নয়ন আসার ;
আষাঢ়ের ঘোর ঘন ঘটাকার।

(৪)

এ কথা যখন, করে জ্বালাতন
স্মৃতিসহ পশি হৃদয়ে মম ;
হেরি শূন্য ময়, ভুবন ত্রিতয়
ঘৃণাকরি যেন নালয় যম!
তেঁই আজোদেহে রোয়েছে পরাণ
নতুবা হইত কবে অবসান।

(৫)

যদি জানিতাম, কিংবা শুনিতাম,
ভাঙ্গিয়ে এখন ভবের মেলা :
জনমের প্রায়, লইয়ে বিদায়,
দিয়েছ দিয়েছ দিয়েছ মেলা!

কি করিত বাদী ব্যাধি করি বল?
দেখে দেখাদিয়ে হতেন শীতল!

(৬)

দেখি নাই বলে, আজওত ফলে,
ছাড়ে না, ছাড়ে না, ছাড়ে না রোগ ;
আছে পূর্ব্বমত, হয়ে দেহ গত,
করিছে সতত শোণিত ভোগ।
কৈনু, কিবা তপ-জপ-আরাধনা?
আজন্ম ভুঞ্জিনু কেবল লাঞ্ছনা!

(৭)

বল বল ধাতা, হে জগত পাতা,
এ কোন বিচার বিধান তব?
সকলেরি বটে, সুখ-দুখ-ঘটে,
মম ভালে মাত্র দুখ কি ধব!
দেখিতে নারিনু প্রণয়-প্রতীমা ;
প্রিয়ার মুমূর্ষু-বদন-চন্দ্রিমা।

(৮)

কোথা প্রাণাধিকে! প্রণয় সাধিকে
করিলে কি অহো! পুতুল খেলা?
দুদিনের তরে, পাণি-দান-করে
ফাঁকিদিয়ে গেলে সুখের বেলা
ভাল চলিগেলে দেখিতে কৌতুক।
দেখাইলে ভাল আপনি কৌতুক।

(৯)

কোথাহে করুণাময়, অনন্ত পতিতাশ্রয়
কোথা প্রভো সর্ব্বত্র শিবদ।
দিয়ে পাদ পদ্মে স্থান, বরদারে কর ত্রাণ
তুমি বিনে কি আছে সম্পদ?
তরিতে বিপদ বিন্দু তুমিহে করুণা-সিন্ধু
দীন-বন্ধু অনাথ-শরণ?

তরিতে বিপদ সিন্ধু, ডাকি এবে কৃপাসিন্ধু
কৃপাবিন্দু, কর বিতরণ।
বিনেতব পদাশ্রয়, কি আছে বিরামাশয়
বলনাথ! বিশ্রামের স্থান।
তেঁই যাঁচি হয়ে ক্লান্ত, পান্থে দিয়ে পদ-প্রান্ত
ভ্রান্তি মার্গে কর পরিত্রাণ।
দাসীর দুর্গতি হর, দাসবাঞ্ছাপূর্ণ কর
দাসীকরি চরণে তোমার ;
অহে বাঞ্ছাকল্পতরু, ইথে না হইও সরু,
কর স্বীয় মহিমা প্রচার।
নির্ব্বাণ নাহিক চাই, সদাতব পদ পাই,
এই অভিলাষ মনে মনে ;
অন্তে যেন দুইজন, মিলি শান্তি-নিকেতন,
পাইপদ সেবিতে যতনে,
একান্ত দুর্ভাগা আমি, জানি তুমি অন্তর্য্যামী,
কি বলিবে? কি আছে বলার?
দারুণ ব্যাধির করে, আছি অষ্টমাস ধরে,
শয়নে পতিত শবাকার!
পর-গৃহে পরভূজি, পরায়ে উদর পূজি,
করিতে নারিনু কিছু তার!
দয়ার সাগর যেই, তব পদে কাঁদি তেই,
নিজগুণে করহে নিস্তার।

উপসংহার

এতদূরে সাঙ্গহল প্রণয় সঙ্গিত,
হে বরদে! প্রিয়ংবদে! তোমার চরিত।
সুভগে! দুর্ভাগ্য স্বামী বিনে হাহাকার ;
কিছুই নারিল প্রিয়ে! করিতে তোমার!
অন্যকথা দূরে রোক চক্ষু কোণে দেখা ;
আমার কপালে প্রিয়ে! নাহি ছিল লেখা!

কিন্তু কি ঈশ্বর ইচ্ছা? বুঝা নাহি যায় ;
জন্মাবধি যাঁহাদের সহ হায়! হায়!
পরিচয় নাহি ছিল পলকের তরে,
ভাবনাই যাঁহাদের তিলেক অন্তরে ;
তাঁরাই চরমে হয়ে পরম সুহৃত ;
করিলা শুশ্রুষা তব যত্নে যথোচিত।
স্বামী হয়ে আমিকান্তে! শতাংশে তাহার
করিতে নারিনু কিছু তব প্রতিকার!
জন্ম জন্মান্তরে কিবা করেছিনু পাপ!
তাই এত ভুঞ্জিতেছি চির মনস্তাপ।
যাহোক যাহোক তবু ঈশ্বর সদন,
করি এমিনতি প্রিয়ে! সপি কায় মন ;
হউক পরম গতি পরমেশ পায়!
সতত নিযুক্ত থাক তাঁহার সেবায়!
পর জন্মে হয় যদি মনুষ্য জনন ;
পাইযেন তব তুল্য রমণী রতন।
ইহা ভিন্ন প্রার্থনার আর কিছু নাই।
দোহাই দোহাই প্রিয়ে! তাঁহারি দোহাই!

সঙ্গীত

রাগিণী বেহাগ—তাল ধিমা তেতালা।
গাও গাও গাও সবে গুণ তাঁর ;
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি মহিমা যাঁহার। ধ্রু।
বিতরিয়া ধন জন, যিনি তোষিছেন মন,
যাঁহার প্রসাদে হেরি নিখিল সংসার।
যেন করি কৃপাদান, দেন শ্রীচরণে স্থান,
অজানা তনয়া বলি প্রিয়াকে আমার॥

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

বনিতা বিলাপ

কি মঙ্গল সাধন করিবে পরমেশ!
সংসারে কলত্র বিনা নাহি সুখলেশ।
তুমি জান কি ভেবেছ করিতে আমার,
যেহেতু সকল কার্য্যে মঙ্গল তোমার।
বুঝি জানিয়াছ মন যে মন আমার,
পরীক্ষার্থ তাই কষ্ট দাও বারেবার।
যে কষ্ট সয়েছি সহিতেছি কতবার,
প্রকাশিলে জগতাক্ষি ঝুরিবে তোমার।

দেখিয়া বিদরে হিয়া প্রেয়সী বদন,
ক্রমে হইতেছে ম্লান প্রিয় হাস্যানন।
নিঃশ্বাস হতেছে শেষ ঘন ঘন শ্বাসে,
ধৈরয ধরিব বল আর কি আশ্বাসে।
নয়ন ফিরাও প্রিয়ে চেতন করিয়ে,
নিশ্চয় চলিবে কিয়ে সংসার ত্যজিয়ে?
তোমা বিহনেতে হবে সংসার অসার,
মন কষ্ট গৃহজনে হইবে অপার।
কেমনে ছাড়িবে বল এ সুখ সম্পদ?

মুমূর্ষূক্তি

উঃ। স্বামী ক্রোড়ে মৃত্যু হলে পাব মোক্ষপদ।
হইতেছি বল হীনা, কহিতে পারিনা,
পূর্ব্বে কহিয়াছি সব মনে কি পড়েনা?
এমন সময়ে নাথ আশা কিহে আছে,
কেবল বারেক তুমি বস মোর কাছে।
হে দেখ এবার যদি (অবসন্ন)
বল বল কি বলিবে যদি কি বলিবে,
আর যদি বলি বল কি আর বলিবে।

আহা একি স্বরভঙ্গ উর্দ্ধ দৃষ্টি কেন,
গলিতাঙ্গ নাড়ী হীন প্রাণ হীন যেন।
তুমি সুখী প্রেয়সী এ জগতের মাঝে,
দুঃখী সেই যে আত্মা এ সত্য নাহি বুঝে।
ধন্য তুমি গুণবতী ধন্য ভূমণ্ডলে,
বলে কয়ে বন্ধু জনে পরলোকে গেলে ;
কি দুঃখে কি সুখে কিছু রুষ্ট ভাব নাই,
কোন সাধে ইচ্ছা কভু প্রকাশিলে নাই ;
এই শ্রেষ্ঠ গুণ তব ছিল চমৎকার,
যে জন্য সতত আঁখি ঝুরিবে আমার।
এসময় একমাত্র সত্য জগদীশ,
ভবাম্বুধি পার কর্ত্তা সেই জগদীশ।
নিশ্বাস হইল শেষ চিন্ত নির্ব্বিশেষ,
হইল তোমার এই জীবনের শেষ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ হরিঃ।
হায়রে! নিষ্ঠুর কাল নাহি দয়া লেশ,
প্রিয়তমা হারবারে আনিলে বিদেশ।
জগতে শঠতা তোর কেবা নাহি জানে,
তোর নাম নিতে লোক মনে ভয় মানে ;
কি কৌশল ছল বলে দাঁতুনে আনিলি,
দিয়ে কষ্ট স্বীয়াভীষ্ট সুসিদ্ধ করিলি।
তোর নামে সুখ ভ্রষ্ট দুঃখের উদয়,
কি উৎসবে, কি বিপদে, যবে মনে হয়।
যেমন তোমার গুণ তেমনি আকৃতি,
প্রিয়ম্বদ হাস্যাননে করিস্ বিকৃতি।
তব ইষ্ট মন কষ্ট যত দিতে পার,
যার যাতে গত প্রাণ বাছি বাছি মার।

হায়! কোথা গেলে প্রণয়িনী?
কত মনে হয়, কহিবার নয়,
চঞ্চল হতেছে প্রাণী।

হায়! আর কি কহিবে কথা?
জিহ্বা যে নড়েনা, নয়ন চলেনা,
বস্ত্র পুতলিকা যথা।

হায়! কোথা গেলে দেখা পাব?
বৃক্ষলতাগুলো, জলাকাশ ভূমে,
কোথাকারে বল যাব।

হায়! আর কে তেমন হবে?
চঞ্চল দেখিলে, কত কথা ছলে,
আর কে বল তুষিবে।

হাঃ কঠিন প্রাণ! তুমি সহ্য করিতে সক্ষম বলিয়াই সহ্য করিতেছ। হাঃ রেণুকা দেবি! হাঃ মৃদুভাষিণি! তোমার পাণি গ্রহণ করিয়া একাল পর্য্যন্ত তোমার সহিত কত অমিত নব নব ভাবে কথালাপ করিয়াছি, এবং তুমি আমার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কত প্রিয় বাক্য কহিয়া তুষ্টি জন্মাইয়াছ। যথা সময়ে রীতিমত সেবা শুশ্রূষা দ্বারায় তৃপ্তিলাভ করাইয়াছ। আত্মসুখে বিসর্জ্জন দিয়া আমার যত্নে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অন্যান্য স্রোত পরম্পরা মনুষ্যের ন্যায় তোমাকে যদিও আমি যত্ন করি নাই, কিন্তু তুমি আমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়া এবং তাহাতেই আপনাকে পতি সোহাগিনী বলিয়াই জানিয়াছিলে। আমি তোমার প্রতি যত্ন করিতে গেলে তুমি লজ্জিতা হইয়া ব্যস্ততার সহিত তাহা হইতে বিরত করাইতে। তুমি পীড়াগ্রস্তে দুর্ব্বল বশতঃ সামর্থ হীনা হইয়াও তোমাকে ব্যজন করিবার জন্য আমাকে নিষেধ করিয়াছ। যদিও স্বামীর প্রতি ভার্য্যার এইরূপ নিয়ম সচরাচর দেখা যায় বটে কিন্তু তুমি যে যাবজ্জীবনের জন্য কি আত্মসুখ, কি বস্ত্রালঙ্কার, কি শয়নাসন, কোন বিষয়ের জন্য এক দিনও ইচ্ছা প্রকাশ করিলে না, অথচ চিরদিন সন্তুষ্ট ছিলে, এই সকল মুহুর্মুহু মনে হইতেছে। আমি ছল বা কৌশল করিয়া এই সকলের বিষয় প্রশ্ন করিলে তুমি তাহাতে আন্তরিক বিরাগ প্রকাশ করিতে, এবং ঈষদ্ধাস্যবদনে, অর্দ্ধ বিস্ফারিত নয়নে অঙ্গুলী সঙ্কেত দ্বারা ললাটের সিঁদুর এবং বাম হস্তের লৌহ বলয়ের প্রতি দৃষ্টি করাইয়া তাহা চিরস্থায়ীর জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে। তোমার মত পতিসুখে সুখী এবং অন্তর্ব্বাহ্যরহিত স্বামী তোষিণী স্ত্রী বোধ করি সংসারে অতি বিরল। তুমি যে তরুণাবস্থা হইতে লালসা রহিত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছ, তোমার ধন্যবাদের নিমিত্ত আমি

ইহা অবশ্যই সর্ব্বস্থানে, বিশেষতঃ বঙ্গমহিলাগণের সমীপে প্রকাশ করিব। কিন্তু অয়ি গুণবতী ভার্য্যে! তোমার যে গুণলিপ্ত দেহ অদ্য আমি এই অগ্নিতে ভস্ম করিলাম, এই দুঃখ আমার যাবজ্জীবনেও গত হইবার নয়। তোমার চিতা প্রজ্বলিত হইতে দেখিলাম, তাহা নির্ব্বাণ হইল ; কিন্তু তোমার বিরহাগ্নি আমার হৃদয়ে জ্বলিতে লাগিল। তুমি জীবদ্দশায় মনকষ্ট দাও নাই, তাহা কেবলমাত্রই শেষে জ্বালাইবার নিমিত্ত।

হায়! যেখানে একাকী থাকি, কিম্বা যথা যাই,
চারিদিক্ চেয়ে দেখি, যদি দেখা পাই।
মনে হয় এ প্রণয় বুঝিবার আশে,
দাঁড়াইয়া প্রেয়সী রয়েছে আশে পাশে।
বুঝাইয়া রাখি যদি মনে অন্যছলে,
হৃদয়ে বিরহ অগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলে।
যে যতনে রেখেছিলে প্রেয়সী আমারে,
ততোধিক যত্নে দুখ নাহিক সম্বরে।
যত সুখে ছিনু আমি সংসার ভিতবে,
সকলের অৰ্দ্ধেক প্রেয়সী নিরে হরে।
শয়নে কণ্টক শয্যা, ভোজনে ঔষধি,
কি দুঃসহ স্ত্রী বিয়োগ ভাবি নিরবধি।
স্বভাব গাম্ভীর্য্য মোর উতলাত নয়,
তথাপি বিরহ দুঃখ সহ্য নাহি হয়।
কেমন হয়েছে মন স্থির নাহি হয়,
সকলি অপর যেন এ সংসার ময়।
পরদুঃখে দুঃখী মন উপকারে রত,
পরতুষ্টি জন্য ব্যস্ত থাকিত সতত।
অর্থে কি আহারে যেবা যাতে সুখী হয়,
সেই কার্য্য সাধনেতে না ছিল সংশয়।
সম্পদে বিপদে অর্থে কিম্বা পরিশ্রমে,
কুণ্ঠিত হইনা কভু যথা সাধ্যক্রমে।
সেই আমি সেই মন, সেই সে সকল,
কিসেও প্রবৃত্তি নাই নিবৃত্তি সকল।

মনোহর বস্তুতে না ধায় মম মন,
ইচ্ছা নাই সুগন্ধিত করিতে লেপন।
তিলার্দ্ধ না চাহে মন সুস্থির থাকিতে,
ইচ্ছা নাহি হয় কভু বাক্য নিঃসারিতে।
কিসে যে হইব সুখী ভেবে নাহি পাই,
দুঃসহ বিরহ দূর তোর মুখে ছাই।
গাম্ভীর্য্যতা আছে তবু হয়েছি উতলা,
পতি বিয়োগেতে কি করিবে কুলবালা।
দারুণ বিরহ যবে মোরে হয় এত,
কুলবালা কিসে সবে, ধৈর্য্যহীন সেত।
অহোরাত্র হয় মনে, ভুলিবারে নারি,
স্বামীহীন হইলে পাসরে কিসে নারী?
অহর্নিশি মনে হয়ে পোতেছি যে জ্বালা,
কিসে রবে প্রাণ তার, বিধবা যে বালা।
সহিতেছি সহিব যা হউক আমার,
এরূপনা ঘটে যেন অবলা বালার।
প্রকাশিয়ে মন দুঃখ শান্ত করি মন,
কুলবালা তুষে মন করিয়া ক্রন্দন।
বিষাদে হরষ হোল বিরহ ভাবিয়ে,
ভাবিতে না হোল তারে আমার লাগিয়ে।
যত কেন ধৈর্য্য ধরি সে কেবল মুখে,
অন্তর জ্বলিছে সদা বিরহের দুঃখে।
অন্ন বিনা অন্ন কষ্ট কে জানিবে বল,
দন্ত বিনা কত দুঃখ, বলা সে বিফল।
দরিদ্রের মনোরথ যেন মনে রয়,
তেমতি বিরহ দুঃখ যার তাতে রয়।

হায়! ছিলেরে পতি প্রাণা সতী,
করিলে কেন এ দুর্গতি।.
কভুত বলি নাই মন্দ,
তবেরে কেন হেন দ্বন্দ্ব।

রেখেত ছিনু যতনেতে,
জহরি যেন রতনেতে।
ছিলেরে যতনেরি ধন,
দরিদ্রে যেমন রতন।
ছিলনা কোন শোকমনে,
হেরিয়া তব হাস্যাননে।
অন্তর, তোর শোকে জ্বলে,
বেশী কি দহেরে গরলে?
শীতল হইবে রে কিসে,
হৃদয় জারে শোক বিষে।
ত্র দুঃখ কব কার কাছে,
তোমার সমান কে আছে।
লইবে যত দুঃখ ভার,
ভারতে কেবা আছে আর?
ছিলেরে সব দুখ ভাগী,
এবে সে গেলে সব ত্যাগি।
মন যে নাহি মানে আর,
সকল দিক্ অন্ধকার।
তুমি যে সেবিতে মাতারে,
ভুলিয়ে আপন মাতারে।
সতত থাকিতে রে কাছে,
তুষিতে, মনে ভাবে পাছে॥
মাতা যে ভুলে ছিল সূতা,
তোমারে ছেলে বশীভূতা।
তোমার জন্য মা সতত,
করিত যতন সে কত।
খাওয়াত না খেয়ে আপনি,
আনন্দ কত মনে মানি।
তুমিও ছিলেরে তেমন,
করিতে তেমনি যতন।

নিশিতে নিদ্রা'র ত্যেজিয়ে,
বসিতে মার কাছে গিয়ে।
নিশ্চিন্ত হতে না পারিতে,
সতত মায়েরে দেখিতে।
এবে সে গেলে কোথাকারে,
কেননা পাই দেখিবারে।
জননী হয়েছে উতলা,
কাঁদিছে হইয়ে বিকলা।
তুমি কি পাওনা শুনিতে?
কেনরে এসনা তুষিতে।
জননী পড়ে ধরণীতে,
তুমি কি পাওনা দেখিতে?
মাতা যে বধূ বধূ বলে,
কাঁদিছে অতি উচ্চরোলে ;
তুলনা মাতেরে ধরিয়ে,
তুষনা কাছেতে বসিয়ে।
কহনা মধুরসে বাণী,
সন্তুষ্ট হউক জননী।
মাতার রোদন ধ্বনিতে,
পারিনা গৃহে প্রবেশিতে।
মাতা যে চারিদিকে চায়,
তোমারে দেখিতে না পায় ;
মাতা যে না চাহে রহিতে,
কি সুখ আছয়ে গৃহেতে।
জননী একে বয়ঃজরা,
হইল তব শোকে মরা।
তুমি কি হইলে বধিরা,
আগেত ছিলে অতি ধীরা।
তুমি যে ছিলে সুকুমারী,
কহিতে কথা ধিরি ধিরি।

কলহ কাছে নাহি যেতে,
সতত বিরলে থাকিতে।
দুঃখিত হতে অতি মনে,
দুর্জ্জন কুবচন শুনে।
পামর কে আছে এমন,
শুনিলে তোমার মরণ।
যে জন জানে রে তোমারে,
দুঃখিত হইবে অন্তরে।
তুমিত গেলে পরলোকে,
ফেলিয়া মোরে অতি শোকে।
এরূপ সকলের গতি,
কেবল নহে তব সতী।
অদ্য কি অব্দ শত পরে,
জীবের গতি কাল ঘরে।
কেবল সংসার কারণে,
সময়ে দুঃখ হয় মনে।
জ্ঞানী যে এই যে কারণে,
প্রলয়ে তুচ্ছ করে মনে।
মরণ সত্য যে নিশ্চয়,
ইহাতে নাহিক সংশয়।
যে জন সংশয় ভাবিবে,
বিপাকে অবশ্য পড়িবে।
দাম্পত্য কেমন প্রণয়,
বিরহে পলকে প্রলয়।
এরীতি পরস্পর আছে,
কে কোথা চির কাল বাঁচে।
সপুত্র কলত্র সহিতে,
কে চিরজীবি অবনীতে।
কে আগে কেবা পাছে যাবে,
যে যাবে সে নিস্তার পাবে।

সংসারে বাঁচা অতি দায়,
বিপদ পদে পদে প্রায়।
জীবন সত্বে ভোগাভোগ,
বিয়োগে দুঃখ শোক রোগ।
সংসার অতি সুখময়,
যদি না রোগ শোক হয়।
শরীর ব্যাধির মন্দির,
বিনাশ ঘটিবে যে স্থির।
কঠিন জঘন্য যে মন,
সে কভু না ভাবে এমন।
বুঝিয়া সংসারের গতি,
শরীর ছাড়ি গেলে সতী।

আহা! আবার দুঃখাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। প্রেয়সীর পূর্ব্ব কথা সকল স্মৃতি পথে আসিল। প্রিয়ে! তুমি গৃহ হইতে বিদায় কালে, বাটীর পরিজনের নিকট চরম বিদায় লইয়াছিলে। আহা! সে সকল কথা এক্ষণে সত্য বলিয়া বোধ হইল। তোমার পাড়ীবশতঃ তিন মাস সাক্ষাৎ হয় নাই, তুমি বাটীর পরিজন বেষ্টিতা ছিলে। এখানে তোমার সূতন পীড়া উদয়ের পূর্ব্ব রাত্রে, তুমি আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে করিতে অনেক কথা কহিলে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট বিদায় চাহিলে। আমি সিহরিয়া উঠিলাম, তুমি কহিলে চিন্তা কি আছে, স্বামী বর্ত্তমানে, নারীর মৃত্যু অতি আদরণীয় ও প্রার্থনীয়। ইহা শুনিয়া আমি এই কথাকে একটা কথা মাত্র বিবেচনায় কহিলাম ঈশ্বর যখন যা করিবেন তাই হবে, তার জন্য চিন্তা বৃথা। এই কথা কহিতে কহিতে আমার নিদ্রার আবির্ভাব হইল। তুমি আমার পদদ্বয় স্পর্শ করতঃ চলিয়া গেলে। এমন সময় গৃহগোধিকা টক্ টক্ করিয়া শব্দ করিল। তুমি ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় আমাকে কহিলে, ঐ দেখ টিকটিকি পড়িল। আমি কহিলাম হোক্, আমি গ্রাহ্য করি না। তুমি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলে এবং সূর্য্যোদয় না হইতে হইতেই পীড়াগ্রস্ত হইলে। দুষ্টকাল কি তোমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিয়া রাখিয়াছিল? তুমি আরও কহিলে ঔষধ প্রদান করিওনা, আমার উদরে ঔষধ থাকিবে না ; তাহাও সত্য হইল ; শেষ পর্য্যন্ত কোন ঔষধই উদরস্থ হইল না। তুমি পীড়াগ্রস্ত হইয়াও ধৈর্য্য প্রদানে ক্ষান্ত হও নাই। তুমি অবশ্যই আপনার মৃত্যু

জানিয়াছিলে। প্রায় এক বৎসর হইতে সৰ্ব্বদা উদাস থাকিতে, কথায় কথায় বিরাগ প্রকাশ করিতে। আমি মনে করিতাম তুমি পুত্র অভাবে এরূপ বিষণ্ণা হইয়াছে। তুমি পুত্রাকাঙ্ক্ষায় শ্রীশ্রী জগন্নাথ দর্শন গমনেচ্ছায় প্রবৃত্ত হওয়ায় আমি তিরস্কার করিয়াছিলাম। তুমি তৎকালে আমার ক্রোধ দূরীকরণ জন্য বিনয় বাক্যে তুষ্ট করিয়াছিলে। কিয়দ্দিন পরে এই কথা স্মরণ করাইয়া কহিলে, আমি তৎকালে মরিতাম, কিন্তু তোমার ক্রোধের সময় মরিলে তুমি অনুতাপ করিবেনা এজন্য আমার তখন মৃত্যু হয় নাই। স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী যদি যাবজ্জীবন ক্রন্দন না করে তবে সে স্ত্রীর জন্মই বৃথা। তাহা এক্ষণে সত্য হইল। তোমার পূৰ্ব্ব কথা সকল এক্ষণে সত্য প্রকাশ হওয়ায় কেনা তোমাকে সাধ্বী বলিয়া কহিবে? তুমি অত্যন্ত সুখী ছিলে, অনেক ধনী লোকের স্ত্রীও তোমার মত সুখী হইতে পারে না। কারণ তোমার কোন বিষয়ে কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে নাই। কেবল এক মাত্র পুত্র লালসা তোমার হৃদয়ে জাগরূক বহিয়া গেল। প্রিয়ে! আমি চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনার্থ যতই চেষ্টা করি তোমার বিচ্ছেদ জনিত দারুণ চিন্তার বেগ ততই বৃদ্ধি হইতেছে। তোমার জীবদ্দশার সমস্ত ঘটনা আমার স্মৃতি পথে উপস্থিত হইতেছে। আমি ক্রমশঃ চলচিত্ত হইতেছি।

হায়! জনম লই এ ধরাতলে,
ফিরয়ে মানব কতই ছলে।
গৃহ ছাড়ি যবে বিদেশে আসি,
অন্তর হইত কত উদাসী।
তুষিতাম প্রিয়ে কতই ছলে,
দেখায়ে পথিক যাত্রীর দলে।
প্রান্তর, পুলিন, তড়াগ, নদী,
নয়ন পথেতে পড়িত যদি।
কত উল্লাসিত হইতে মনে,
হর্ষের রেখা পড়িত বদনে।
তুমি সঙ্গে পথ ভ্রমণ কালে,
নিদ্রা নাহি হত রজনী কালে ;
দস্যুভয় সদা হইত মনে,
অর্থলয়, পাছে বধয়ে প্রাণে।

হেন মতে রক্ষা করেছি কত,
দুরূহ ঘটনা ঘটেছে যত।
কালের কুটিল গতি জগতে,
কার নাহি ত্রাণ এ দুষ্ট হতে।
নিশ্চিত সময়ে উদিত হয়ে,
তোমারে হরিয়ে গেলরে লয়ে।
পথে, বাটে, ঘরে রক্ষিনু যারে,
মণি রাখি যেন ভুজঙ্গ ফিরে ;
চক্ষে চক্ষে রেখেছিলাম যারে,
তবু দুষ্ট কাল হরিল তারে।
না জানি কি রূপে আসিল পশি,
অলক্ষ্যেতে হরি নিল প্রেয়সী।
ছায়ারূপে সদা ছিলেরে কাছে ;
বেড়াতে সতত আমার পাছে।
চক্ষে ধুলা দিয়ে হরিল কাল,
আঁধারে পড়িনু গেলরে আল।
কোথায় রহিল গৃহধন জন,
কোথায় রহিল সব পরিজন।
কোথায় রহিল সব উল্লাস।
কোথায় রহিল মধুর ভাষ।
কোথায় রহিল সংসারোদ্যম,
কোথায় রহিল সংসারাশ্রম।
কোথায় রহিল সে রূপ রাশী,
কোথায় রহিল সে মৃদু হাসি।
দেখিয়া সকল সংসার গতি,
তাই কি অগ্রেতে পলালে সতী।
ধন্য ধন্য তোমা প্রশংসি সতী,
শ্রেষ্ঠ লোকে তব হউক গতি।
পরলোক যদি আছে নিশ্চয়,
কল্যাণ তোমার নাহি সংশয়।

আপন বলে না প্রশংসি সতী,
প্রশংসার পাত্রী ছিলেরে অতি।
দাম্পত্য স্নেহেতে না বলি আমি,
জানিবে কেবল অন্তর যামী।
তব প্রশংসাতে দুঃখিত যারা,
তোমার মরণে সুখীও তারা।
বুদ্ধিমতি তুমি অবশ্য ছিলে,
তাই পতি পাশে প্রশংসা নিলে।
নীচাশয় মন পাপেতে মতি,
তাহার সংসারে হউক স্থিতি।
সুখী, দুখী, রাজা, প্রাণী সকলে,
অবশ্য পড়িবে কাল কবলে।
চিরকাল কভু দুঃখ না রয়,
নহে সুখ কভু চির নিশ্চয়।
সুখ দুঃখ আয়ু স্থির না পায়,
দুরাশা নরের তবু না যায়।
বাহ্যচিহ্ন সব হইল লয়,
রহিল বিরহাহত হৃদয়।

অদৃষ্টে যা ছিল প্রিয়ে কে খণ্ডাতে পারে,
যা হবার হবেই কে নিবারিবে তারে।
এই মাত্র মনে দুঃখ তুমি দিয়া গেলে,
অসময়ে জননীরে শোকেতে ফেলিলে।
কভু না ছাড়িলে সঙ্গ পরিণয় হতে,
এবে সে ছাড়িলে জীবনের অৰ্দ্ধ পথে।
জানিতাম যদি তব কথা সত্য হবে,
চরম বিদায় ছলে লও তুমি যবে।
কদাচ না ছাড়িতাম রাখিতাম ধরে,
ফিরাতাম তব কালে স্তব স্তুতি করে।

না ছিল তোমার মন এত ত কঠিন,
নির্ম্মমা হইলে বুঝি হয়ে কালাধীন।
হা! তোরে ছিল না প্রিয়ে কভু কাল ভয়,
দেখে শুনে দিতে সদা সকলে অভয়।
কি কব তোমার গুণ মনে হয় যত,
তার মধ্যে মনে এই হতেছে সতত।
বেশে অবহেলি, না পরিতে অলঙ্কার,
কেহ যদি মনে ভাবে তব অহঙ্কার।
রুষ্ট ভাবে দুষ্ট কথা না কহিতে কারে,
অসন্তোষে মন্দ ইচ্ছা কেহ পাছে করে।
মনমত প্রিয়ে তুমি ছিলেরে আমার,
মন ভাব স্তুতি নতি সমান আমার।
রুষ্টভাব দেখে মোরে তুষিতে হাসিয়ে,
কহিতে সম্বর ক্রোধ আমারে ভর্ৎসিয়ে।
পুরুষ কঠিন বলে বেঁচে আছি তাই,
তুমি হলে মরে যেতে মনে ভাবি তাই।
সেই ঘর সেই শয্যা সেই অলঙ্কার,
তুমি ভিন্ন আছে সব, তবু শূন্যাকার।
সতত করিতে ইচ্ছা, মোরে দেখিবারে,
কি রূপে ছাড়িলে মায়া, গেলে কোথাকারে।
গুরুজনে পাঠাইবে তীর্থে পর্য্যটনে,
তুমি রে হইবে কর্ত্রী যত গৃহজনে ;
কোথায় রহিল তব সেই অঙ্গীকার,
একবারে করে গেলে সব অন্ধকার।
এ সকল কথা তব সত্য না হইল,
কেবল মরণ কথা সত্য যে ঘটিল।
অহর্নিসি তব চিন্তা যদিও না করি,
তথাপি জ্বলিছে দেহ দিবস সর্ব্বরী।
জীবন মরণ তব যবে মনে হয়,
সংসারের কোন সুখ মনে নাহি লয়।

শয়নেতে স্বাস্থ্য নাই নিদ্রার উচ্ছেদ,
নিদ্রিত কি জেগে আছি, নাহি হয় ভেদ।
জনশূন্য বোধ হয় লোকারণ্য স্থানে,
গৃহে থাকি বোধ হয় যেন আছি বনে।
সব আছে পরিপূর্ণ নাহি কোন ক্লেশ,
তথাপি না হয় কিছু সুখের যে লেশ।
বাদ্যোদ্যম বজ্রাঘাত সম বোধে মন,
সঙ্গীতে কি বিলাসেতে নাহি হয় মন।
আলাপ করিতে গেলে হুহু করে মন,
বিরহ বিলাপ সদা ইচ্ছা করে মন।
দিবসে অস্থির মন, রাত্রে যেন মরা,
মণি হারা ফণী মত কাল গত করা।
এই যে বরষা কাল বর্ষে ঝর ঝর,
বিরহ তাপিত অঙ্গে লাগে যেন শর।
ওই যে গর্জ্জিছে মেঘ করি দুর দুর,
হৃদয় ফাটিয়া যেন হইতেছে চুর।
মনোহর যন্ত্রধ্বনি যেন কর্ণশূল,
শ্রবণেতে শোকোদয় হৃদয় ব্যাকুল।
বিয়োগ বিধুর লোকে উৎসবে বিপদ,
মানি মনে দুঃখী হয় দেখিলে সম্পদ।
প্রফুল্ল ফুলেতে হয় শোক উদ্দীপন,
নবঘন দরশনে ব্যাকুল জীবন।
মন্দ মন্দ সমীরণে অঙ্গে জ্বালা হয়,
কোকিলের কুহুধ্বনি প্রাণে নাহি সয়।
পবন নিস্বন যেন হৃদি ভেদ করে,
অঙ্গ জর জর করে শরচ্চন্দ্র করে।
কত আর কহিব মনের জ্বালা যত,
শোকে তাপে বুদ্ধি বল হয়ে এল হত।
কে জানিবে শোকগ্রস্ত কত মনে ভাবে,
দুঃখের অনল তার চিতানলে যাবে।

লঙ্গর ছিঁড়িলে পোত যেন ভেসে যায়,
স্ত্রী বিহনে পুরুষের সেই দশা হায়।
ভ্রান্তির পথেতে কিন্তু আমাদের গতি,
কি ভাবিয়া ভাবি তাই সকলই ভ্রান্তি।
দেহে প্রাণে জন্মাবধি দৃঢ় আপালন,
সে দেহ ছাড়িয়া প্রাণ করে পলায়ন।
তবে বিরহেতে শোক করা কিবা ফল,
জ্ঞানসত্বে আপনাকে করা সে পাগল।
জানিয়া শুনিয়া তবু হই শোক মগ্ন,
মিনতি তোমায় মন কর শোক ভগ্ন।
উপদেশ সদালাপে শোক নাশ হয়,
মহাজন উপদেশ নাহিক সংশয়।
দুঃসহ শোকের ভারে দেহ নাশ পায়,
উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি যত সব ক্ষয় যায়।
আকাঙ্ক্ষা রহিছে তবু এত রোদনেতে,
কাঁদিলে কি হবে আর বসিয়া বনেতে?
ধৈর্য্য আসি রোধিলেক রোদন আমার,
উপায় বিহীন কার্য্যে স্থিরতাই সার।
হায় রে আষাঢ় মাস ভুলিব না তোরে,
তিরিশা দিবসেরে প্রেয়সী নিলি হরে।
বারশ তিরাশি সাল তুই হলি কাল,
সপ্তমী তিঁথিরে কৃষ্ণপক্ষের বৈকাল।
লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীছাড়ি কৈল পলায়ন,
আর কি বলিবে মোরে লক্ষ্মীনারায়ণ।

রাগিণী লোম ঝিঝিট তাল ঠেকা।

আমি কি করি এখন,
অস্থির হতেছে প্রাণ নাহি নিবারণ।
সদা না হেরিলে যারে, চঞ্চল হতাম অন্তরে,
তাহারি মরণান্তরে, বাঁচে কি জীবন।

রাগিণ লোম ঝিঝিট তাল ঠেকা।

কৈ সে প্রিয় ভাষিণী,
না হেরে চঞ্চল মন অস্থির প্রাণী।
যে ছিল সদা অন্তরে, গৃহমনে শান্ত করে,
এখন সে গেল কোথারে, কোথা যাই আমি।

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

বিধবা-বিলাপ

কোন বঙ্গমহিলা রচিত

কলিকাতা
নং ১৭. ভবানীচরণ দত্তের লেন, রায় যন্ত্রে,
শ্রীবাবুরাম সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও প্রকাশিত

বিধবা বিলাপ

শোক-সূচনা

আজি কেন শূন্যময় হেরি এ ভুবন?
কেন আজি থেকে থেকে কেঁদে উঠে মন?
কেন উন্মাদিনী প্রায় শাশুড়ী আমার
ধূলায় লুটায়ে করিছেন হাহাকার?
কেন বা মলিন মুখে পরিজন সবে,
হত জ্ঞান প্রায় হয়ে বসেছে নীরবে?
চৌদিকে আঁধার কেন দিবা দুপ্রহরে?
থেকে থেকে প্রাণ কেন হুহু হুহু করে?
নিশ্বাস ফেলিতে নারি, আশ্চর্য্য ঘটন
জড়প্রায় গতিহীনা এ আর কেমন?
আর্ত্তস্বরে সকলেই করিছে চিৎকার,
বারি বিন্দু নাহি কেন অপাঙ্গে আমার?
মুক্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠি মনের বাসনা,
কিন্তু কণ্ঠরোধ, হায়! মরি কি যাতনা?
অরেরে পতঙ্গ প্রাণ! দেখ কিবা আর,
নিবিয়া গিয়াছে দীপ, সকলি আঁধার?
যে আলো সমুখে ঘুরে ঘুরে এতক্ষণ,
হাসি হাসি যার সনে করিলে ক্রীড়ন ;
যার প্রেমাগুণে ঝাঁপ দিলে বার বার,
পুড়িলে না, ফিরে ফিরে আইলে আবার।
ভেবেছিলে হাসি মুখে চরমের কালে,
মরিবে মনের সুখে, পুড়িবে অনলে।
কোথা হতে স্বন স্বনে শমন বাতাস
নিবায়ে সে দীপ, তোরে করিল নিরাশ!

ঘুরে মর্‌ চিরদিন তিমির সাগরে,
নিবেছে সে দীপালোক জনমের তরে?
রে পতঙ্গি! নিরালোকে পুড়ি বি সতত,
তুষানল প্রায় সদা দগ্ধ হবে চিত।
স্থির জ্যোতি সেই দীপ এ জনমে আর
তোমার ভাগ্যেতে নাহি আসিবে আবার।
সেরূপ শীতল বহ্নি পাবেনা কখন,
যাহে ঝাঁপ দিতে তুমি আনন্দে মগন।

নিদ্রাভঙ্গে

হায় নাথ! হেরিলাম এই যে তোমায়
নিদয় হইয়ে পুনঃ লুকালে কোথায়?
কই সে সুন্দর মূর্ত্তি সহাস্য বদন?
কোথা সেই মধুস্বরে 'প্রিয়ে' সম্ভাষণ?
এই যে এখনি নাথ! উত্তরী বসনে,
অভাগীর অশ্রুজল মুছায়ে যতনে,
কহিলে "কেঁদনা প্রিয়ে দুঃখ স্বরে আর
পরলোকে হবে সুখী সহিত আমার।
কতই যাতনা প্রিয়ে! পামরের তরে,
সহিতেছ দিবানিশি ব্যাকুল অন্তরে।"
"কোমলা, কোমল দেহ কুসুমের প্রায়,"
"শুকায়েছে, মরি মরি বুকফেটে যায়?"
"এবার ক্ষমলো মোরে সুধাংশুবদনে?"
"আর না তোমায় ছাড়ি যাব অন্যস্থানে।"
মধুর প্রবোধ বাণী সকলি বিফল,
মোহিনী স্বপ্নের সনে ফুরাল সকল?
অয়ি কুহকিনী নিদ্রে বলগো ত্বরায়,
ফাঁকি দিয়ে প্রাণ-পাখী পালালো কোথায়?

প্রতিনিশি তুমি নিদ্রে। সহচরী সনে,
দেখাও নাথের ছবি দাসীরে যতনে।
একি রঙ্গ! পুনরায় করিয়া হরণ,
কাঁদাও এ অভাগীরে, কর পলায়ন?
সহজে অবলা, আমি কুলের ললনা,
সাজেনা আমায় দেবি! এহেন ছলনা।
যেওনা যেওনা ধনি! ক্ষণেক দাঁড়াও,
অভাগীর গুটীকত কথা শুনে যাও।
নিতান্ত অর্দ্ধাঙ্গ যদি হরিলে আমার,
অপর অর্দ্ধের কিছু কর প্রতিকার।
মহানিদ্রা হও নিদ্রে! করিগো বিনয়,
জুড়াক এ দুখিনীর তাপিত হৃদয়?
ঘুচুক আত্মার সহ দেহের বন্ধন,
হউক তিমির ময় এভব ভবন।
হা নাথ? রহিলে কোথা দেখ একবার,
পাষাণে গঠিত তুমি বুঝিলাম সার।
যে হৃদয় ছিল তব নিতান্ত সরল,
হায় হায় কেবা তায় মাখালে গরল?
একান্তই নাহি যদি দিবে দরশন,
অন্তরালে থাকি কিছু করহ শ্রবণ।
কাঁদিতে দিয়াছে বিধি কাঁদিব সর্ব্বথা,
স্মরণ করহ নাথ সে দিনের কথা।
এক দিন প্রাণ কান্ত, সুকোমল করে,
ধরি মম করদ্বয় অতীব সাদরে।
বলেছিলে "প্রিয়ে! আমি তোমায় ছাড়িয়া,
ক্ষণেক রহিতে নারি স্থানান্তর গিয়া।"
"বিষম সংসার ভার মস্তক উপরে,"
কি করি, ভ্রমিতে হয় দেশদেশান্তরে।
"কিন্তু সে স্বেচ্ছায় নয়, যথা রোগীজন"
"তিক্তরস পান করে মুদিয়া নয়ন।"

আহা কিবা শুভদৃষ্টি পরিণয় দিনে,
"হয়েছিল তবসনে নয়নে নয়নে।"
"কদাচ ও মুখ জ্যোতিঃ ভুলিবার নয়,"
"আঁধারে প্রদীপ সম মানসে উদয়।"
এইত ভুলিলে নাথ! সে সরসবাণী,
আজি যে, হৃদয়ে মম, বাজিছে অশনি?
বলেছিলে প্রাণনাথ! সরল অন্তরে,
"যদিধ্বনি! নিয়ন্তার ইচ্ছা অনুসারে,"
"অগ্রেই ভবের ব্রত করি উজ্জাপন,"
"(আহা! যেন নাহি হয় এরূপ ঘটন)"
যদি তুমি পরলোকে করহ প্রস্থান
"মুহূর্ত্তেক আমি নাহি রব এই স্থান।"
"পূরোবর্ত্তী করি তোমা বিভু নাম স্মরি!"
"শূন্যগৃহ ত্যজি যাব শান্তিময়ী পুরী।"
"অথবা অগ্রেতে যদি কালের ঘটনে,"
"যেতে পারি, দেহ ছাড়ি কৃতান্ত ভবনে,"
"কৌশলে গোপনে হেথা আসিয়া আবার,"
"হেরিব সতত তব রীতি, ব্যবহার।"
প্রতিশ্রুতি সহ এবে বিস্মৃতি সলিলে,
জনমের মত মোরে বিসর্জন দিলে।
অনায়াসে ছেদ করি সংসার বন্ধন
নিঃশব্দেতে সুখাগারে করেছ গমন।
পুরুষে আশ্চর্য্য কিবা, সম্ভব সকল,
অভাগিনী নারীদের রোদন সম্বল।
ভুলিতে বাসনা করি, কেঁদে উঠে চিত,
কাঁদিতে রাখিলে মোরে, এনয় উচিত।

হর্ম্মোপরে

নিদাঘের শুক্লাতিথি প্রদোষ সময়,
পীড়িল দারুণ গ্রীষ্মে ব্যথিত হৃদয়।
শীতল হইবে দেহ হেন অনুমানি
অট্টালিকা'পরি উঠিলাম একাকিনী
দেখিলাম নিশানাথ বিমান আসনে
তারাগণ সঙ্গেরঙ্গে হরষিত মনে।
জগতের ধ্বান্তরাশি করিতে হরণ,
নিরমল করজাল করেন বর্ষণ।
চেয়ে দেখি নিম্নদেশে সরোবর জলে,
(বিকাশিয়া দলগুলি) কুমুদ সকলে,
কুমুদরঞ্জন কর, করিয়া ধারণ,
হাসিছে আনন্দে ত্যজি দিবাবগুণ্ঠন।
তীরজাত বকুলের সৌরভ সম্ভার,
হরিয়া চৌদিগে বায়ু করিছে বিহার।
অগণিত ঝিল্লী দল ধরি সমতান,
উচ্চকণ্ঠে ঝিঁঝিস্বরে করিতেছে গান।
অকস্মাৎ ভূতপূর্ব্ব হইল স্মরণ
সহস্র বৃশ্চিকে যেন করিল দংশন।
মনে হল সেই নিশি নিদাঘ সময়,
সেইত দক্ষিণানিল ধীরে ধীরে বয়।
সেইত গগনে অই তারাগণ মাঝে,
সুধাময় শীতকর অপূর্ব্ব বিরাজে।
কুমুদ হাসিছে সেই সরসীর নীরে,
সেই দধিমুখ ডাকে পিক্‌পিক্ স্বরে।
সেইত বকুল গন্ধে আমোদিত মন,
একাকিনী আমি কিন্তু কিসের কারণ।
সুখদ সকল শোভা হইল বিলয়
ঘুরিল গগনে শশী নক্ষত্র নিচয়।

অজস্র শোণিতস্রোত মস্তকে উঠিল
অজ্ঞাতে নয়নদ্বয় আবিল হইল।
বহুকষ্টে ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া,
সে বিষম স্থান হতে আসি পলাইয়া।
বৃথা দৃঢ়পণ আমি করিনু অন্তরে
ভ্রমেও যাবনা আর ছাদের উপরে।

মনের প্রতি

১

শোক-বিস্ময়-ফণী দংশেছে হৃদয়,
জ্বলিছে বিষম বিষে জীবন আমার!
কিসে আর এ যন্ত্রণা হইবেক লয়!
মৃত্যু হলে বাঁচি তবে, জুড়ায় সংসার।
কেন এত উচাটন হতেছেরে মন,
যাতনা যাইবে, হবে অবশ্য মরণ!

২

নিকট হলেও পারে অন্তিম সময়,
অতএব সর্ব্বক্ষণ সমুদ্যোগী থাক,
ত্বরায় পাথেয় কিছু কররে সঞ্চয়,
সুদূরে অভীষ্ট স্থান স্মরণেতে রাখ।
সমান্য রতন ধনে নাহি কিছু ফল,
ধর্ম্মধন, সে পথের একই সম্বল।

৩

মোহপাশে বদ্ধমন আছ নিরন্তর,
এই বেলা মুক্তিপেতে কররে যতন।
নতুবা যাবার বেলা যন্ত্রণা বিস্তর
পাইবে, গন্তব্য পথ হেরিবে ভীষণ।
পদে পদে দেখিতেছ ভব পরিণাম,
আমার আমার কেন কর অবিরাম।

৪

কে তোমার, কার তুমি? শোক কার তরে?
কার সনে হেথা করিয়াছ আগমন,
কে যাইবে তব সনে কৃতান্ত আগারে,
বিধাতৃ বিচারে কেবা করিবে রক্ষণ!
জনমে মরণে একা জান যদি সার,
কেন কর বৃথা তবে 'আমার আমার'।

৫

যেমন বিহঙ্গগণ নিশা আগমনে
উচ্চশির তরুশাখা করিয়া আশ্রয়,
পরস্পর বন্ধুভাবে প্রণয় বন্ধনে
তমস্বিনী বিভাবরী মনোসুখে রয়।
প্রাতে দশদিগে সবে করে পলায়ন
ঘুচে যায় রজনীর বন্ধুতা বন্ধন।

৬

আমরাও সেইরূপ জানিহ নিশ্চয়,
জীবিত কালের তরে আসা এই খানে ;
কেবা কার? সকলেই নিশিপক্ষী প্রায়
সময়ে সকলে যাবে যে যাহার স্থানে।
জলবিম্ব প্রায়, মন! জান এ শরীর,
মিছে কেন শোক মোহে হওহে অস্থির?

৭

শুন ওরে মূঢ় মন! আমার বচন,
বিশুদ্ধ সুখের যদি কর অভিলাষ।
নিত্য ধন বিভু পদ করহ স্মরণ,
পার্থিব সুখের আশা সব কর নাশ।
অনুক্ষণ স্নান কর জ্ঞান বাপীনীরে,
হাসিতে হাসিতে যাবে আনন্দ মন্দিরে।

ঈশ্বরের নিকট খেদোক্তি

কিহবে কিহবে, দুঃখময় ভবে, সংসার সঙ্কটে,
জীবন যায়।
ধবাধামে এসে, নেত্রনীরে ভেসে, কত দীনবেশে,
রহিব হায়।
আকিঞ্চিৎ ধন, তব ও চরণ, আগে অকিঞ্চন,
করহ`র্পণ।
দিতে পদাশ্রয়, হইও না নিদয়, এই অধমায়,
লয় স্মরণ
রাখ বিশ্বপতি, মম এ মিনতি, তব পদে গতি,
কর আমার
না যাইতে বেলা, ভাঙ্গিগেল খেলা, মম সাঙ্গি মেলা
নাহি যে আর।
স্নেহ করুণায়, রাখ দুহিতায়, চরণ ছায়ায়,
সতত থাকি।
এসে এই ভবে, পড়ি দুঃখার্ণবে, মুছ আর্ত্তরবে,
তোমায় ডাকি।
আছিমাত্র শ্বাসে, লহ মোরে পাশে, কি কাজ আবাসে,
সংসার ছার।
পেয়ে এই দেহ, সুখী নহে সেহ, বিঘ্নাবিষ্টাগেহ,
হয় যাহার।
করি ছট্ ফট্, হায় কি সঙ্কট, মোহ আদি নট,
ভুলায় মোরে।
আত্মবন্ধু ছিল, ক্রমে আগুইল, কেহ না রহিল,
সংসার ঘোরে।
দিয়ে এ জীবন, তুষি নিরঞ্জন, হেন লয় মন
তব চরণে।
কিন্তু কি কপাল, কৃতান্ত ভূপাল, না নিল এ কাল
তার ভবনে।

আছি যে কেমন, ভুলে সঙ্গিগণ, দেখেনা এখন
মম দুর্গতি।
সংসারে আমার, বন্ধু নাহি আর, তুমি মাত্র সার
জীবের গতি।
পড়ে ভব ভূমে, আছি ঘোর ঘুমে, কাল অন্ধ ধূমে
যাপিব কত।
যেন দিব্য জ্ঞানে, আঁখি উন্মিলনে, হেরি ঐ চরণে
গুণাধি শত।
মুগ্ধ ভাব হরি, দেহ পদ তরি, গেল দিন, মরি!
পাব কি আর।
গৃহ কার্য্য শেষ, ভাবি পদ দেশ, বুঝি না কি শেষ
হয় আমার।
তব আজ্ঞা পেয়ে, আসিয়াছি ধেয়ে, পদ্মাপানে চেয়ে
তুলিতে তায়।
কৃপা আশা বলে, ঝাপ দেই জলে, সুশিক্ষা না হলে
ভাসিতে দায়।
না জানি সাঁতার, নাহিক নিস্তার, ডুবিনু এবার,
চিত্তেতে লয়।
চারি দিগে চাই, কেহ কোথা নাই, দুখে ডাকি তাই,
বিভু তোমায়।
কোথা দয়াময়, আছ এ সময়, এ দুঃখে অভয়,
কর গো দান।
ফুল লব্ধ নই, মাত্র ক্ষত হই, কণ্টকেতে রই
যায় হে প্রাণ।
আমি অভাগিনী, সৌরভ ব্যাপিনী, সৌভাগ্য নলিনী
কেমনে পাব।
দুঃখময় ভবে, সে দিন কি হবে, শ্মশান আহবে
দেহ সঁপিব।

সাবিত্রী স্তুতি

১

ভুবন বিদিতা সতি সারত্রি! তোমায়
প্রণমে এ অভাগিনী যোড় কর, করি,
যদিও পাপিনী আমি উপযুক্ত নয়,
উচ্চারিতে অকলঙ্ক, ও নাম সুন্দরি?

২

বল দেবি? কি কৌশলে স্বামী সত্যবানে
জিয়াইলা ছেদকরি নিয়তি বন্ধন
কিরূপে কহিলা কথা ধর্ম্মরাজ সনে
কেমনে বৈধব্য লিপি করিলে খণ্ডন।

৩

অহো? কি বিস্ময়াবহ চরিত তোমার?
স্মরিলে শিহরে তনু হৃদয় অস্থির,
এ হেন ক্ষমতা মর্ত্ত্যে নাহি দেখি কার
সজীব করিতে পুনঃ নির্জ্জীব শরীর।

৪

ভব রঙ্গ ভূমি মাঝে ঘুরে অবিরত,
কালের ভীষণ অস্ত্র অতি তীক্ষ্ণধার,
যে জন সম্মুখে তার পড়ে দৈবাগত
শত খণ্ড হয়ে যায় নাহিক নিস্তার।

৫

নিয়তির সঞ্চালনে সেই চক্র ধারে,
বহুধা বিভক্ত হয়ে ছিল যেই জন
(হেন মত্যু সঞ্জীবনী পেলে কোথাকারে)
জীবিত করিলে পুনঃ এ আর কেমন?

৬

কর যোড়ে দাসী কিছু করে নিবেদন
পাপিনী বলিয়া দেবি হওনা নিদয়া,
এ জগতে এ দীনার নাহি কোন জন
নারী তুমি তাই চিত্তে যদি হয় মায়া।

৭

সেই মহামন্ত্র দেবি? শিখাও আমারে
যাহার প্রসাদে পুনঃ পাব প্রাণ নাথে
যে মন্ত্রে বৈধব্য দশা পালাইবে দূরে
কহিব মনের দুঃখ কালান্তক সাথে।

৮

হাধিক? উন্মত্তা কেবা আছে মম সমা,
রাখিতে সাবিত্রী কীর্ত্তি মনে অভিলাষ।
হে দেবি! এ অপরাধে কর মোরে ক্ষমা
কি ফল প্রলাপ বাক্য করিয়া প্রকাশ।

৯

কর আশীর্ব্বাদ দেবি! ত্যজিয়া সংসার
নিষ্কলঙ্ক দেহ বাস রাখিয়া হেথায়,
ত্বরায় চলিয়া যাই সে সুখ অপার,
বিরাজিত দিব্য মূর্ত্তি প্রাণেশ যথায়।

সুখান্বেষণ

এই যে মানবগণ, ইহ পৃথ্বিপরে
ভ্রমিতেছে চিরদিন অম্লান অন্তরে
কেহ ধন, মান, কেহ বিদ্যার আশায়
যশঃ যশঃ করি কেহ খুঁজিয়া বেড়ায়।
প্রাণপণে কেহ করে ধনের রক্ষণ,
কেহ দীন অতিশয় দানের কারণ।
ইষ্ট নিষ্ট কেহ সদা দান ধর্ম্মাচারী,
অধম নারকী কেহ পাপব্রত ধারী
ব্যাপল পল্যঙ্কোপরি কেহ বা শয়িত,
উপল শয্যায় কেহ ধ্যান মগ্নচিত
যে সূত্র আশ্রয়ে যেবা করে বিচরণ
চরমেতে সুখলাভ সাবারি মনন।

ইহ কিম্বা পারত্রিক সুখের আশায়।
অনুক্ষণ নর নারী ভ্রমিছে ধরায়।
কিন্তু কি সে সুখ? কিবা আকার তাহার,
কিরূপে করিতে হয় তার ব্যবহার?
ভ্রমেও সুখের ছবি না দেখি নয়নে
'সুখ' শুদ্ধ কথা মাত্র এ সিদ্ধান্ত মনে।
ভবিষ্যৎ সুখ আশে ভ্রমুক সকলে
সুখাবাস সকলে হউক ভূমণ্ডলে।
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা গৃহিণী তাপসী
সুখ সহ সম্বন্ধ রাখুক দিবা নিশি
রাজা প্রজা পাপী কিম্বা ধার্ম্মিক প্রবর
সুখ ধ্যানে নিযুক্ত থাকুক নিরন্তর
আমার মনের কিন্তু মিমাংসা নিশ্চয়
বর্ত্তমান কি ভাবিতে সুখ কোথা নয়।
অতীত অবস্থা গুলি করহ স্মরণ
অবশ্যই সুখী হবে লয় মোর মন।
ভূতপূর্ব্ব শোচনীয় ঘটনা স্মরণে।
এ প্রস্তাবে কেহ কেহ হাসিবেন মনে
তাঁদের উদ্দেশে হেথা করি যোড় হাত
বিনয়ে অজ্ঞানা বালা করে প্রণিপাত।
আমার মনের ভাব স্বতন্ত্র প্রকার
কাহার মনেই তাহা মিলিবেনা আর।

স্বামীর নিকট যাতনা প্রকাশ

হা নাথ! চকিতে লুকালে কেমনে
জনমের মত পীড়িয়ে অধীনে
জলধারা সম বহে দুনয়নে
দেখ তনু ক্ষিণ হলো দিনে দিনে।
আশা ছিল যাবে এই শঙ্কট নিদান
যুড়াবে সতত মম জ্বালাতন প্রাণ।

পীড়া হতে পেলে তুমি এবার জীবন,
সংসার বাসনা মম করিব পূরণ।
কাঁদিতে যাইছে দিন সদাই আমার
অবশ্য হইবে শুভ দিন পুনর্ব্বার।
মম ভাগ্য ছাই পূর্ণ হয় অতিশয়
কেমনে পুরিবে মম এই দুরাশয়।
দুঃখনিশি আর নাহি হল অবসান,
না হইল সুপ্রভাত বিগত সমান।
তোমা সহ ভ্রাতাদ্বয় ক্রমে আগুইল
হায় হায় হাহা শব্দ গৃহে প্রবেশিল।
একত্রিতে ভ্রাতা সব গেলেহে কোথায়,
জননীর পাশে নাহি রাখিয়া কাহায়।
কার হাতে করে গেছ সংসার অর্পণ,
কে তব কুপুষ্যগণ করিবে রক্ষণ।
কেহ না রহিবে যদি এত ছিল মনে,
আবাস আগুনে কেন রাখ নারীগণে।
হের নাথ তব মাতা শোক যাতনায়,
দিবা নিশি ক্ষুণ্নমনা পাগলিনী প্রায়।
অস্থির সতত মন, সব শূন্য জ্ঞান,
বাখানে সবার কথা কিছু তৃপ্তি পান।
আবার দুঃখেতে মগ্ন, বহে নেত্রধার,
থেকে থেকে উচ্চস্বরে করি হাহাকার।
অজ্ঞান নিস্পন্দ ভাবে হন অচেতন
আহা কি বিষম দুঃখ কে করে গণন।
আমি অভাগিনী বালা অস্ফুট, নির্জ্জনে
কত সময় যাপি শুদ্ধ তোমারে চিন্তনে।
অহর্নিশা সমভাবে শোক যাতনায়
হৃদয় করেছে খাক্ তুষানল প্রায়।
অসহ্য হয়েছে বড় স্বরূপ জানিও
শীঘ্র শীঘ্র ছলে কলে তব পাশে নিও।
সঙ্গে লও সঙ্গে লও ধরি দুটী পায়
তিলার্দ্ধ নাহিক ইচ্ছা থাকিতে ধরায়।

বুঝাইয়া বল গিয়ে দুরন্ত শমনে
আমা দোঁহে লয়ে যায় তোমাদের সনে।

সঙ্গিনী

জনেক সঙ্গিনী মম সুচারু হাসিনী
চারুশীলা সুবিনীতা মধুর ভাষিণী
প্রাণসম ভালবাসা সহিত আমার,
বিধাতার বিধি, হয় অতি চমৎকার!
অদৃষ্ট শৃঙ্খল এক করিয়া রচন,
করেছেন তুল্যরূপে উভয়ে বন্ধন,
একদা বিধবোৎসব একাদশী দিনে,
উপবাস ক্লিষ্টা তবু সহাস্য বদনে,
সঙ্গিনী, সমীপে মোর করি আগমন,
কহিলেন ধীরে ধীরে সরস বচন।
"ভগিনী, কেমন আছ বলনা আমায়,
উপাশ লেগেছে বড় ভাবে বোধ হয়।
চক্ষু দুটী বোসে গেছে শুকায়েছে মুখ,
আহা বোন্! তোমা দেখে ফেটে যায় বুক।
ভাল দিদি! এক কথা জিজ্ঞাসি তোমায়,
আরও অনেক দেশ আছে এ ধরায়,
বিধবাও সর্ব্ব দেশে থাকিবারে পারে,
কিন্তু একাদশী বাঁধা ভারত ভাণ্ডারে।
বিদেশ বাসিনী যত বিধবা রমণী,
ভ্রমেও স্পর্শেনা কেন, এ অমূল্য মণি।
আস্তে ব্যস্তে সঙ্গিনীরে বসায়ে সাদরে,
উপস্থিত কৌতূহল নিবারণ তরে
কহিলাম "শুন বোন্, হিন্দু ব্যবহারে
একাদশী দিনে বিধবার অনাহারে,
শুনিয়াছি এইরূপ শাস্ত্রের লিখন
এ ব্রতে অন্যথা করিবেক যেই জন

পরলোকে নরকেতে ধর্ম্মের বিচারে
কীট প্রায় থাকিতে হইবে নিরন্তরে।
যথা বিধি আচরিলে একাদশী ব্রত,
পুণ্যের প্রত্যাশা নাই শুনি এই মত।
সন্ধ্যাহ্নিক দ্বিজাতির কর্ত্তব্য যেমন
অন্যথায় মহাপাপে বেদের বচন।”
চতুরা সঙ্গিনী, মম শুনিয়া উত্তর,
কহিল “ভগিনী! তব সরল অন্তর।
যে তোমায় যা বলিয়া দেয় বুঝাইয়া
তাহাই বিশ্বাস কর নাহি বিচারিয়া।
এরূপ শাস্ত্রীয় বিধি হইতেও পারে?
কিন্তু প্রামাণিক বলি মানয় অন্তরে।
বলিতে কি শুন দিদি মনে বোধ হয়,
সুবুদ্ধি কল্পিত ব্রত নাহিক সংশয়।
সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকর্ত্তা মুনি ঋষিগণ,
সতীত্ব পরম ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ,
ভাবিলেন বিধবারা হৃষ্টাঙ্গী থাকিলে,
রিপুবাধ্য করিতে নারিবে কোন কালে।
বাসনা বিষম তরু হইয়া প্রবল,
নিরন্তর প্রসবিবে বিষময় ফল।
অতএব সুকৌশলে শাস্ত্রের নিয়মে
অবসন্না করিতে হইবে ক্রমে ক্রমে।
তাই একাদশী আদি সুকঠিন ব্রত
বিধবার কারণে হয়েছে প্রবর্ত্তিত।
নিরামিষ হবিষ্যাদি যে সব আচার
সবার উদ্দেশ্য এক, সন্দেহ কি তার।”
সঙ্গিনীর কল্পনার বৈচিত্র্য শ্রবণে,
কহিলাম এ যুকতি নাহি লয় মনে,
ভগিনী! নারীর সার সতীত্ব রতন,
অবহেলে তেজিতে পারে যেই জন,
আশা বিজয়িনী যাহার অন্তর।
হা সুক? বলিয়া যেবা ক্ষুণ্ণা নিরন্তর,

কি অসাধ্য ক্রিয়া তার অবনিমণ্ডলে,
কে তারে ধর্ম্মিষ্ঠা রাখে বলে বা কৌশলে।
স্বতঃ ধর্ম্মপথে মতি যার নাহি রয়,
একাদশী ব্রতে তার কিবা ফলোদয়।
সতীত্ব গোপনে যেবা করয় লঙ্ঘন,
পারেনা সে একাদশী করিতে গোপন।
ফলতঃ যাহাই হোক শুনহ ভগিনী,
এজনমে এরূপ হয়েছে অভাগিনী
কাজ কি প্রাচীন রীতি করিয়া হেলন
কাজ কি সংশয়চক্রে ঘুরাইয়া মন?
প্রিয় ভগ্নি! শুন সার বচন আমার
(শাস্ত্র তত্ত্ব উদ্ভেদে ক্ষমতা অল্পকার)
ইহা সত্য, ইহা মিথ্যা এরূপ বিচারে,
ডুবিয়া মরিব শুদ্ধ নরক ভিতরে।
অতএব কুতর্ক করিয়া পরিহার
ধীরমনে পালি হে শাস্ত্রীয় ব্রতাচার।
দৃঢ় পণে করি মোরা সতীত্ব রক্ষণ
(সকল ব্রতের সার সতী ধর্ম্মধন)
সতত মানসপটে বিভুর চরণ,
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া করিব পূজন।

ঈশ্বরের নিকট মৃত্যু প্রার্থনা

এই ভিক্ষা তাত! রাখিতে চরণে
ত্বরায় প্রেরণ কর লইতে মরণে।
আর নাহি সহে মম এ ভব যাতনা
অসীম পাপিনী বলে দেখে কি দেখনা।
ঘোর পাপীজন প্রতি নির্ব্বিকার চিত,
যুগে যুগে দয়া তব আছে এই রীত।
কত বা কাঁদিয়া দিন রাতি পোহাইব
কোথা পাব তবাশ্রায় ধাইয়া যাইব।

মাগিয়া লইব পদ না ছাড়িব আর
আর না পাথারে ভাসি বাসনা আমার।
দুঃখিনীরে ত্রাণ কর ওহে দয়াময়,
শোক আদি নানা জ্বালা হউক বিলয়।
তনয়ার দুঃখে পিতা দুঃখী সর্ব্বকালে
তবে কেন মম হৃদে ভাসে অশ্রুজলে।
কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়ে কার পানে চাই।
আত্মঘাতে মরিলেও দেখিবার নাই!
ভীষণ সংসার-বন ভাগ্য এ ভীষণ
সদা ভীত হই পদ করিতে ক্ষেপণ।
সতত অন্তরে মম হয় এই ত্রাস
কলঙ্ক শ্বাপদে কবে করিবেক গ্রাস।
'আমার' বলিতে হেথা নাহি এক জনে
কিকরে ভ্রমিব তাত! এ ভব গহনে।
ছিদ্রান্বেষী নরাকৃতি ব্যাঘ্র দুরাচার,
পালে পালে ভ্রমিতেছে এ ঘোর কান্তার।
সতত তাদের ভয়ে কাঁপিতেছে চিত
তুমি বিনা কে রক্ষিবে এ দুঃখিনী পিতঃ!
মিথ্যা অপবাদে নাথ! দুষি করে পাছে
স্মরণে কাঁপরে হৃদি কপালে কি আছে।
দুর্ব্বলা অবলা জাতি, মানস দুর্ব্বল
আশা, বল, ভরসা, তুমি হে কেবল
তুমি নাথ না দেখিলে দুঃখিনী তনয়া,
কে আছে মেদিনী পরে করিবেক দয়া?
আমা লাগি মাতৃদ্রোহে দুঃখ দিবে কত,
কাঁপিছে তাঁদের চিত ভয়েতে সতত।
কি কারণ তারা এত যন্ত্রণা অপার,
ভুগিছেন দিবানিশি, হেরিছেন আঁধার।
সতত ব্যাকুল কেন তাঁদের অন্তর
কি জন্য শঙ্কিত তাঁরা পৃথিবী উপর?

স্বামীপুত্র হীনা দোঁহে শাশুড়ী, জননী,
এ সবার মূল আমি অভাগা-রমণী।
আমা হতে কিছু সুখী নন মাতৃগণ
কেবল আমার দুঃখে জীর্ণা অনুক্ষণ।
জীবিতে যন্ত্রণা একা নহেত আমার,
মম সহ কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে যার।
তাই বলি কিবা ফল এ দেহ বহনে
ত্বরায় ঘুচাও পিতঃ! এ মর্ত্য জীবনে।

প্রার্থনা

কোথাহে অনাথার নাথ! দীন দয়াময়
কৃপা করি দুঃখিনীরে দেহ পদাশ্রয়।
কেন হেন মনস্তাপে রাখিলে আমায়
ছার খার হল প্রাণ না দেখি উপায়।
অহর্নিশ আর্ত্তস্বরে করি হাহাকার
তুমি বিনা সে যাতনা কে বুঝিবে আর?
প্রতিক্ষণ হৃদি মম হতেছে দহন
বাহ্য ভাব কত আর করিব গোপন।
নির্জনে বসিয়া অশ্রু করি যে বর্ষণ
লোক সন্নিধানে যাই মুছিয়ে নয়ন।
ফেটে যায় বুক পিতঃ! মিলে সঙ্গিজন
অন্তর কাঁদিতে থাকে না সরে বচন
কৃপা করি কর নাথ এ দুস্তরে পার,
তুমি ভিন্না পাপীজনে কে করে উদ্ধার!

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

শোকলহরী

৺মহাত্মা রাসবিহারী দত্তের উদ্দেশে
শোকসূচক কবিতা কলাপ

শ্রীযুক্ত বাবু অদ্বৈত চরণ শর্ম্মার সাহায্যে

ঙ্কবিহারী শর্ম্মা প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীহট্ট প্রকাশ যন্ত্র

শ্রীনবকুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন ১২৮৪ সাল মাহে কার্ত্তিক

কবিবর

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ দাস অষ্ট পতি মহাশয়ের সনেট এলিজির অপরিশোধ্য ঋণ জালে বদ্ধ থাকিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক উপহার স্বরূপ তদীয় কমকমলে প্রদান করিলাম।

শ্লোকলহরী

উজলিয়া নভস্তল ধ্বান্ত করি দূর
সমুদিত তমোহর প্রভাত সময়,
হঠাৎ অম্বর দেশ নির্ঘোষে মাতিয়া
ঢাকিলে সস্মিত মুখ জলদ নিদয়!
সরোজিনী ম্লান মুখি বিরহে বঁধুর ;

সেরূপ বিহারী দত্ত উদি এ অঞ্চলে
বিনাশিলে জ্ঞানালোকে অজ্ঞান তিমির
(ছুটি যথা তমঃহর দিবাকর কর
তিমির আবৃত মুখ উজলে মহীর)
অজ্ঞান আঁধারে ঢাকা শ্রীহট্ট ভাতিলে।

কত কষ্ট সহ্য করি অশেষ যতনে
স্থাপিয়া আপন ব্যয়ে ছিলে বিদ্যাগার
অপত্য সমান স্নেহে বালক নিচয়ে
শিক্ষাদিলে শিখাইলে পর উপকার ;
তুমিই যশস্বী, ধন্য, এভব ভবনে।

করিয়াছ সকলের বাঞ্ছিত পূরণ,
নিরাশ না হোত কেহ তোমার নিকট,
বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদানে ধনার্থীকে ধনে
ভেষজে করিতে তুষ্ট পীড়িত উৎকট ;
ছিলেহে বিহারী দত্ত শ্রীহট্ট রঞ্জন ;

কে করিতে পারে তব গুণের কীৰ্ত্তন,
গুণের মানুষ কই তোমার মতন,
তুমিই দেশেতে ছিলে অমূল্য রতন,
তুমিই দেশের ছিলে গৌরব ভূষণ ;
তুমি কিহে কৃতজ্ঞের ভুলিবার ধন।

ত্রিভুবন মোহনিয়া তোমার সঙ্গীত
লহরী উঠিত যবে আকাশ ভেদিয়া,
প্রিয়তম পুত্রশোকে কাতরা জননী
শুনিয়া সে গান, শোক যেতো পাশরিয়া
বাল বৃদ্ধ বনিতার মানস মোহিত ;

যথা মঞ্জু কুঞ্জবনে কদম্বের মূলে
বাজিলে বাঁশিরী মধু মানস মোহন,
তেয়াগিয়া গৃহ কাজ একতান মনে
(সুলোচনা কুরঙ্গিনী ব্রজ বধূগণ)
শুনিত, মোহিত, কভু কাঁদিত বিরলে।

আরকি শুনিব কভু ত্রিতন্ত্রী সহিত
মধুর সঙ্গীত ধ্বনি মনের উল্লাসে?
আরকি উঠিবে কভু শ্রীহট্ট মাতিয়া
লোক চিত্ত বিনোদন সে সঙ্গীত রসে,
যে সঙ্গীত দত্তজের রচিত, কলিত।

ছিলেহে শ্রীহট্ট হিত ব্রতে মহাব্রতী,
সতত আছিল চেষ্টা স্বদেশ মঙ্গল,
কায়ো-মনো বাক্যে হিত করিতে সাধিত।
জপ তপ উপাসনা তোমার কেবল,
কিরূপে হইবে এই শ্রীহট্ট উন্নতি।

একি? হায় অসময়ে দেব দিনমনি
সাঙ্গিয়া ভবের লীলা গম্য অস্তাচলে
চলিগেলা ; সরোবরে মলিন বদনা
নলিনী মুদিল নেত্র এমহি মণ্ডলে,
হাহাকার কাল মেঘ গ্রাসিল অবণী!

হে দত্তজ! প্রেমময়ী তব প্রিয়-তমা,
ললিতা, লাবন্যবতী, মধুর ভাষিনী,
হায়রে! বিলাপি কান্দে লুটিয়া ধরায়।
কাঁদে যথা আৰ্ত্তনাদে বনে কপোতিনী ;
ক্ষিতি কণে ধূষরিতে সোনার প্রতিমা।

অস্থির পরাণ ক্ষুদ্র পীড়ার পীড়নে
হইত আগেতে যাঁর, এবে সেই জন
হা হতস্মি! হা হতস্মি! বলিয়া ধরায়
ধূলি কর্করেতে আহা করিছে লুণ্ঠন!
তবু কোন ক্লেশ বোধ হয় না এখন।

এলোথেল কেশ ভার, বিবশা, দুঃখিনী,
দূরে ফেলে হেম হার, বলয় ভূষণ
সমুজ্জ্বল শিরশোভা সিন্দুরের বিন্দু
মুছিলা, (আছিল ইহা ললাট লিখন)
হীনপ্রভা এবে হায়! গৃহ সুশোভিনী।

কিরূপে শান্তিবে হায় এ পুড়া পরানি
(সন্দীপ্ত হৃদয় ক্ষেত্রে শোকাগ্নি প্রবল)
হুহু রবে দাবানল হলে প্রজ্বলিত
নিবাতে পারেকি কভু সেঁচনিয়া জল?
করে করাঘাত শিরে দিবস যামিনী।

ফণিনী বিহনে মণি যথা ব্যাকুলিতা।
কভু পাগলিনী সম বেগে করে গতি,
কভু তেজোহীনা, দীনা, অচলা, অবশা,
মণি অন্বেষয় বৃথা আঁখিনিরে তিতি,
এধনি দুঃখিনী তথা বিরহ তাপিতা;

কনক সদৃশ রুচি মাধুরী সম্ভার,
অম্বুরাশি তলে আহা মনোরমা রমা
কিম্বা স্বর্গচ্যুতা শচী বাসব বাসনা
জগতে যাহার সম নাহিক সুষমা,
হায় একি দশা দেখ হইয়াছে তার।

শ্রীহট্ট নগরী তব কি কুভাগ্য হায়
মানসে উদিলে হয় হৃদয় কম্পিতে ;
তোমার হিতৈষী যত ছিল এজগতে,
হইয়াছে তারা এবে কাল কবলিত ;
তোমার সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত প্রায়

শ্রীহট্ট শ্রীভ্রষ্ট কেন এহেন দুর্গতি?
ফলিত হতেছে বুঝি পূর্ব্ব পাপ ফল ;
ভয় ব্যস্ত কুরঙ্গম পলায় যেমতি,
পশিলে নিবিড় বনে ঘোর দাবানল,
শ্রীহট্ট হিতৈষী যত পলায় তেমতি।

হে বিধে! তোমার বিধি বুঝন না যায়,
শ্রীহট্টের দুঃখ বুঝি ললাট নিয়তি,
ভাঙ্গিবেনা কভু তার দুঃখের শৃঙ্খল?
ঘুচিবেনা তার এই চির দুরগতি?
মৃগাঙ্ক পড়িল হায় রাহুর দশায়।

দরিদ্রকে দিয়ে ধন, সেধনে বঞ্চন,
সহে কি পরাণে তার এ দারুণ দুঃখ!
দত্তহারি! দাতা বিধি দত্তহারী হয়ে
হরিনিলে দত্তধন শূন্য করি বুক?
কার প্রাণে সহে, বিধে, এ শোক দাহন।

স্ফুটিত উদ্যানে আহা! সুন্দর গোলাপ,
দুরন্তক কালকীট প্রবেশি তাহায়,
সুগন্ধি কুসুমদল, কঠোর দশনে
ছেদিল কেশর সহ হায় হায় হায়!
শোভাধারে নষ্টকরে কালো কাল সাপ।

সুখেচরে মৃগগণ কানন ভিতরে,
সন্ধানিয়া তীক্ষ্ণশর, দুরন্ত কিরাত
সংঘাতিল দুগ্ধ পোষ্য কুরঙ্গ শাবকে,
কুরঙ্গিনী শিরে যেন হল বজ্রাঘাত,
আর্ত্তনাদ করে মৃগী সকরুণ স্বরে

শ্রীহট্টের হিত ব্রতে ব্রতী যেইজন,
দানে দীনে, জ্ঞানে জনে, তোষিত সতত
শ্রীহট্টের সকলের স্নেহের পুতুল
প্রাণপন করি পর উপকারে রত ;
হরিলেরে কাল তাঁর সে পূজ্য জীবন?

অরে কালান্তক কাল করাল ভীষণ!
কালামুখ লোল জীভ, কিবাদে তাহায়
করিলি উদরসাৎ আক্রমি বিক্রমে?
সাজিল শ্রীহট্ট যাঁর গৌরব ভূষায়,
কি দোষে হরিলি তার জীবন রতন?

অরে দগ্ধ নরান্তক মহিষ বাহন,
কি উৎসব সদাকাল তোর পাপ পুরে?
কেনবা জঠরে তোর প্রবল ক্ষুধাগ্নি,
সতত দাবাগ্নি সম ধক্ ধক্ করে?
জীবন্ত রুধির পানে পরিতৃপ্ত মন?

তীক্ষ্ণ দন্তে শুষ্ক অস্থি চর্ব্বন আশায়,
দিনক্ষণ কালাকাল না করি বিচার,
যখন মনেতে তোর যারে ইচ্ছা হয়,
ভীম দংষ্ট্রাঘাতে মুণ্ড ছিণ্ডিস তাহার ;
জীবহন্তা পাপাচারী অরে দুরাশয়!

রে বুভুক্ষু! সর্ব্বভুক ব্যবসা যে তোর,
নৃমুণ্ড চর্ব্বনে সদা দশনাভিলাষ,
(শোণিতাশী জীব তুষ্ট শোণিত সেবনে)
কেবল রুধিরে তোর না পুরে মানস,
ক্ষণে লক্ষ জীব খেয়ে ক্ষুধিত উদর!

কেনরে করাল রাহু বিষাক্ত দশন,
দুর্ব্বার বারণ যথা দলে পদ্ম পর্ণ,
অথবা নখরে যথা করী কুম্ভ হরি
বিদারয় ঘোরাবরে, বধিরিয়া কর্ণ ;
বিদারি বিশুদ্ধ দেহ হরে নিলি প্রাণ।

হে বিদগ্ধ গুণিবর দেখনা আসিয়া,
নেত্র নিরে অভিষিক্তা শ্রীহট্ট তোমার ;
হায়রে পূর্ণেন্দু মুখ কালিমা বরণ
নিদারুণ বিলুণ্ঠন এখন তাহার!
শ্রীহট্ট সন্তান কান্দে তোমার লাগিয়া।

গুণাত্মন, মহাভাগ, কোবিদ প্রধান।
পর দুঃখে দুঃখী তুমি ছিলেহে সতত ;
দ্রবে দুঃখ দেখি যার নিরেট পাষাণ,
কেন নাহি চাও তাবে নিরদয় মত?
এইকতি উচিত হায় তোমার বিধান!

পূর্ব্বের মতন পুনঃ হয়ে আগুয়ান,
ঘুচাও এ অন্তর্দ্দাহ জনগণে তোষি ;
সন্তোষহ সদা সবে যথা সমাদরে ;
জগন্মিত্র গুণীবর, সুমধুর ভাষী।
শীতলহ সভাকার ব্যথিত পরাণ!

ধর্ম্মান্বেষী, তত্ত্বধ্যায়ী, মানব নিকর
সতত তোমার শোকে আছে ব্যাকুলিত ;
না পাইয়া গূঢ় তত্ত্ব তোমা হতে আর,
কারারুদ্ধ বন্দিসম আছে বিষাদিত ;
তব দুঃখে দুঃখী সদা তাদের অন্তর।

মথিয়া অক্ষরাম্বুধি লভিলে যতনে,
(যথা দিতি অদিতিজ মন্দরে মন্থান
করিয়া মথিলা সিন্ধু লভিলা অমৃত)
সুধা নিস্যন্দিনী কাব্য চিত্ত বিনোদন,
বিতরে বিপুলানন্দ যাহার শ্রবণে।

অদ্যাপিও যশোকেতু ধীর সমীরণে
উড্ডীন অম্বর পথে, ধাঁধিয়া নয়ন ;
আছে স্পষ্ট লিখা তাতে সুবর্ণ অক্ষরে,
করিবে যেজন এই পথাবলম্বন,
এরূপ তাহার ধ্বজা উড়াবে পবনে।

প্রাচীর বেষ্টিত শৈলোপরি দ্যুতিমান
অত্যুচ্চ যশোমন্দির আছে বিরাজিত ;
আরোহিতে সকলের নাহিক ক্ষমতা।
অলঙ্ঘ্য সোপান লঙ্ঘি হলে আরোহিত,
হরষে বিষাদে পূরি শ্রীহট্ট বয়ান।

মর্ত্ত্যে অমরতা লাভ করিয়া অচিরে
পশিলেহে গুণাত্মন অমৃত সদনে ;
স্নেহের প্রতিমা তব লুটায় ভূতলে!
দয়া নাই কেন আজি দয়ার্দ্রিত মনে?
মধু ভাষি তোষ আসি মৃদু ভাষে তারে।

জ্ঞান দাতা উপদেষ্টা কোবিদ প্রধান,
চলিলে কি সভাকার মায়া তেয়াগিয়া?
আশালতা রোপে ছিলে আমাদের হৃদে
হতাশ হুতাশে তাহা গেছে শুকাইয়া
উৎসাহ সলিল বিনা কিসে বাঁচে প্রাণ?

মায়াপাশ ছিন্ন করি প্রফুল্ল আননে,
প্রবেশিলে হে মুমুক্ষ নিত্য সত্য ধামে,
পূজিতে রাজিব পদ, সর্গীয় পিতার ;
বাসনা চন্দন করি ভকতি কসুমে
প্রীতি উপহারে প্রেম অশ্রু পাদ্যদানে।

যে যাবার সেত যায় কে রাখিতে পারে
এপ্রবোধ মিথ্যা মাত্র আমাদের পক্ষে ;
বিয়োগ শোকেতে দগ্ধ হয় যেই জন,
নিবাতে পারে কি কভু, দাবমান বক্ষে,
এরূপ প্রবোধ শুনি, ঘোর শোকাগ্নিরে?

সে কুশালে দেশ হইতে দাও খেদাইয়া
নাসা কান চুল কাটি দিয়া কালি চূণ ;
দূরকর দূরকর মিলিয়া সকলে,
ঝাঁটামারি কপালেতে পাঠাও গহন,
যে শাল শ্রীহট্ট বন্ধু নিয়াছে হরিয়া।

যে বর্ষে শ্রীহট্ট দেশে আনন্দ হরিল,
শোক বারি সবাকার হৃদয়ে ঢালিয়া,
দুর্দ্দম রাক্ষস সম বিভীষণ বেগে,
হরষ পরশ মণি নিলরে হরিয়া ;
বিষম বিষাদ বিষে দগধ করিল।

শ্রীহট্ট সন্তানগণ, জগদীশ কাছে,
প্রার্থেন নিয়ত হোক মঙ্গল তোমার,
লভ অভিপ্সীত ধন, মুমুক্ষু বাঞ্ছিত,
প্রবেশহ নিত্য ধামে, কৃপায় তাঁহার ;
যদ্যপিও তাহাদের শুভ দিন গেছে।

কি ফল বিলাপি আর রোদন নিষ্ফল
যে চোরে করেছে চুরি দত্তজ রতন,
আছে কিহে কেহ এই অবনি ভিতর,
তাহাকে করিতে পারে কখন শাসন!
ছিল কি কাহার কভু এরূপ সম্বল?

এস সব ভাই মিলি হয়ে একত্রিত,
মনমাঠে সংস্থাপিব প্রীতির মন্দির ;
লিখিয়া রাখিব তাতে স্নেহের অক্ষরে,
"শ্রীহট্টের গর্ব্ব রাসবিহারী সুধীর"
ইহার নিমন দেখে আছে শায়িত।

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

বিলাপী বিলাপ

শ্রীকুঞ্জবিহারী হালদার কর্ত্তৃক
প্রণীত

কলিকাতা

৭১ নং করন্‌ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
রাজকীয় যন্ত্রে

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৫ সাল

মূল্য এক আনা মাত্র

বিলাপী বিলাপ

প্রিয়সি! ---
এত আশা ভালবাসা একবারে ভুলিলে
জনমের মত তুমি অভাগের ত্যজিলে।
সদত আমারে ক'তে, ভালবাসি প্রাণ হ'তে
তার প্রতিশোধ বুঝি একবারে সাধিলে॥
পূর্ব্বে কত দিন ধ'রে, সান্ত্বনা করিতে মোরে
কাঁন্দিতেছি আজ আমি কই তুমি আসিলে।
এক আত্মা নহে অন্য, ক'তে সদা দেহ ভিন্ন
তবে কেন ত্যজি মোরে দুঃখনীরে ভাসালে॥
যে দুঃখ দিয়েছ মোরে, কান্দিব জনমভরে
হৃদয়ের আশালতা বিনশিলে সমূলে।
প্রাণের প্রতিমা মোর কোথা গিয়ে রহিলে॥
প্রিয়ে! মায়া মোহ ত্যজি, তব পিতা মাতা
প্রাণাধিক ভ্রাতৃগণে, ত্যজিলে কেমনে
তব ভগ্নিগণে, যাদের বাসিতে ভাল
প্রাণ হ'তে। নাহি উপজিল কিছুমাত্র
দয়া, তাহাদের তরে? জনমের মত
ভাসালে কি অভাগারে, অকূল পাথারে?
প্রিয়ে! তব হৃদি বুঝি পাষাণে নির্ম্মিত?
তা নহিলে কিছুমাত্র বিচলিত নাহি
হয় এত অশ্রু-নীরে, যথা বিচলিত
হয়কি কখন হিমাদ্রি শেখর-বারি
বিন্দু বরিষণে? সত্য বটে প্রিয়ে তব
হৃদি কঠিনতা ময় ; কিন্তু তাহা হ'তে
প্রিয়ে কঠিন আমার হৃদয় ; নহিলে
তব সম প্রিয়সী-বিরহ অনায়াসে
ভুলি, এখন ভ্রমিতেছি আমি এমায়া---
সংসারে। ধিক আমারে, ধিক শতবার!
মম সম পাপমতি কে আছে এ মহী---
মণ্ডলে! যদি কেহ থাকে, কিন্তু সে নহে

আমা হ'তে শ্রেষ্ঠতম, কেননা হৃদয়—
প্রতিমা জন্মের মত, বিসর্জ্জন দিয়ে
কে পারে রাখিতে দেহ আমার সমান?
প্রিয়ে! দেহ মাত্র আছে বটে, কিন্তু নাহি
পূর্ব্বের সে শোভা, যে পিঞ্জর হ'তে তুমি
পাখী গিয়াছ উড়িয়া, তার আর শোভা
কি সম্ভবে এ জন্মের মত? পক্ষীহীন
পিঞ্জর যথা লোটায় ভূতলে, কে তার
করে গো যতন? যেদিন ত্যজেছ প্রিয়ে
মম হৃদয় পিঞ্জর, সেই দিন হতে
কি যে শোভা করেছে ধারণ, যদি আসি
দেখিতে একবার, কিংবা যেয়ে দেখাতে
পারিতাম তোমারে, তাহইলে জানিতে
বিশেষ করিয়ে, কিরূপ শোভিত মম
হৃদয় এক্ষণে। যদিচ পুনশ্চ প্রিয়ে
লোক লাজ ভয়ে, পোষিতে হইবে পাখী
এই ত পিঞ্জরে ; কিন্তু তাতে কি হইবে
শোভা পূর্ব্বের মত ? কখন সম্ভব নহে,
হয় নাই হইবে না। সোনার ময়ূরী
একবার যে পিঞ্জরে হয়েছে পোষিত,
পেচকী পোষিলে তাহা হয় কি শোভিত?
কিন্তু প্রিয়ে কি করিব, না করিলে নয়
সদা লোকের গঞ্জনা সহিতে হইবে
তাহাতেও আমি জলাঞ্জলি দিয়েছিনু
কিন্তু পিতৃ অনুরোধ প্রিয়ে অবহেলি
সাধ্য কি আমার? তাহাতেই পুনর্ব্বার
এই ত পিঞ্জরে আবার পোষিব পাখী
কিন্তু যদি পাই পাখী পুন তোমা হেন
ধনে, তাহ'লে কি অন্য পাখী স্থান পায়
এ হৃদি পিঞ্জরে? কিন্তু তাহা হইবার
নহে, বিধি তাহে প্রতিবাদী, কি করিব
না করিলে নয়, তাহাতেই পূনর্ব্বার

স্বীকার করিনু। কিন্তু সেই হতভাগ্য
দুঃখিনী পাখির অদোষ কপালে কি যে
দুঃখ লিখেছেন বিধি, তাহা সেই হত
বিধাতাই জানেন। কেননা তুমি প্রিয়
পাখা ত্যজি এইত পিঞ্জর জ্বেলেছ যে
দুঃখানল, কি ছার ইহার কাছে দাবা-
নল, তুষানল। এর চতুষ্পার্শে সদা—
জ্বলিতেছে হুহু রবে, বিশ্রাম নাহিক
ক্ষণেকের তরে, দিবা রাত্র সমভাব ;
চিন্তা তাহাতে আহুতি দিতেছে স্মৃতিরে।
দাবানল, তুষানল, কিছুক্ষণ পরে
হয় যে নিবৃত্ত, কিন্তু ইহা নিবিবার
নহে, জীবনান্ত হইলে নিবিবে কিনা
তাহাও সন্দেহ। তাহাতেই বলি প্রিয়ে
সে হতভাগিনী পাখী, কভু সুখী নাহি
হবে এ ভগ্ন পিঞ্জরে। দুখানল যার
চতুর্দ্দিকে জ্বলিতেছে সাদা হুহু রবে।
হ'বে কি সে সুখী? কখনই নহে, দগ্ধ
মাত্র সার। এ সব ভাবিয়া ইচ্ছা নাহি
হয় পুনঃ পুষিতে পাখী ; কিন্তু কে যেন
সদা আমার শ্রবণ-বিষয়ে, বলিছে
এই কটি কথা-রে হতভাগ্য পুরুষ
জাননাকি তুমি সংসারের গতি এই?
দেখ যে পাখির তরে কাঁদিতেছ সদা-
সে নহে তোমার পাখী, বিধির পোষিত
পেরেছিলে বিধি তারে এ মায়া কাননে ;
শুনাইতে নির্ব্বোধ মানবে এই কটি
কথা—"এ মায়া সংসারে কেহ কার নয়"।
প্রিয়সি, যখন প্রেবেশয় এই বজ্র-
সম দেব বাক্য, মম শ্রবণবিবরে,
কিরূপ করে যে প্রাণ, তাহা বলিবার
নয়। আমার হৃদয় যদি নাহি হ'ত

পাষাণে নির্ম্মিত তাহা হ'লে এতদিন
হ'ত ধূলাতে মিশ্রিত, বিন্দু মাত্র নাহি
রত অবশেষ। এরূপ যাতনা আর
সহিতে না হতো জুড়াত জীবন, কিন্তু
তা হইল না বিধি প্রতিবাদী, জানিনু
বিধি প্রতিবাদী হ'লে সকলেই বাদী।
প্রিয়ে ভেবেছিনু দেব বাক্য কভু সত্য
নাহি হ'তে দিব ; কেন না আমি তোমার
তুমি মোর (তুমিও সদত ক'তে দেহ-
মাত্র ভিন্ন) কিন্তু কই? সত্য তুমি মোর
হলে কখনই তেজিতে না অভাগারে
জনমের মত। প্রিয়ে ত্যজিলে, ভুলিলে
তুমি জনমের মত, অনায়াসে মায়া
মোহ সকলি ত্যজিলে ; দৃঢ় মন-অসি
দিয়ে ভবের বন্ধন তাহাও ছেদিলে।
ভাল প্রিয়ে যা করেছ ভালই করেছ
ইথে মম কিছু ক্ষতি নাই, থাকিলেও
বিধির বিধান বল কে খণ্ডাতে পারে।
কিন্তু প্রিয়ে বল দেখি, কি লাভের তরে
সমূলেতে বিনাশিলে মম আশালতা
যাহা অল্প মাত্র অঙ্কুরিত হয়েছিল ;
কিন্তু তাহা বাড়িবে না-- বাড়িবে না আর
জনমের মত, নবীনে আঘাত পেলে
কভু হয় কি বর্দ্ধিত ? যদিচ হইতে
পারে, কিন্তু কখনই নাহি হইবেক
সতেজ। হওয়া মাত্র, ইহা হ'তে নাহি
হওয়া ছিল ভাল, বর্দ্ধিত তার পক্ষে
বিড়ম্বনা, বিড়ম্বনা, বিড়ম্বনা সার।

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

বঙ্গবাগীশ্বরী বিলাপকাব্য

অর্থাৎ

কবিমাহাত্ম্য এবং বঙ্গকবিমধুসূদন দত্ত ও
দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু
নিবন্ধন বঙ্গমাতার বিলাপ এবং
তাঁহাদের সংক্ষেপ জীবনচরিত।

"পুত্রস্য গুণিনো মাতুঃ বিরহোঽসহ্যবেদনা"

শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ঢাকা ইষ্টবেঙ্গাল প্রেস।

প্রথমবার মুদ্রিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র দে প্রিন্টর কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৮১

মূল্য ৵০ আনা মাত্র

উপহার

প্রণয় পীযূষাধার

শ্রীযুক্ত বাবুগোপীকামোহন গোস্বামী

প্রণয়ামৃতাধারেষু।

"প্রণয় প্রদত্ত-উপহার প্রকৃত প্রণয়ীর নিকট এক মনোহর বস্তু" কেবল এই মাত্র বোধে আমি আমার এই রস গন্ধ-বিবর্জ্জিত কাব্য-কুসুম ভবদীয় করে সমর্পণ করিতে সাহসী হইলাম। সমর্পণান্তর আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। গুণবিবর্জ্জিত বলিয়া অন্যের নিকট বিশেষ অশ্রদ্ধার হইলেও প্রণয়ানুরাগে আপনি যে ইহার বিশেষ যত্ন করিবেন, এই আমার বিশ্বাস।

প্রণয়ানুরক্ত

শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাপন

বঙ্গভাষার অমিত্রাক্ষর ছন্দের নব পথ-প্রদর্শক বঙ্গকবিকুল-কলার্ক স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কি স্বগুণ-কীর্ত্তিমুকুট-বিভূষিত বঙ্গীয়-নাটক-কানন-পিক-প্রবর ত্রিদিস্থ কবিকুঞ্জ-বন-বিহারি দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়কে, সাধারণ্যে পরিচিত করা কিম্বা কাশীদাস কৃত সুবিস্তীর্ণ মহাভারত এবং কীর্ত্তিবাস প্রণীত বহ্বায়ত রামায়ণ যে পয়ার সূত্রে গ্রথিত, তদনুসরণ দ্বারা সর্ব্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে অভিলাষী হওয়া যে, আমার বাস্তবিক অভিপ্রায় নয়, তাহা পুস্তক দৃষ্টেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে। বস্তুতঃ এক সংবৎসরে এক প্রদেশ হইতে এক ভাষার শুভানুধ্যায়ী দুইজন অসামান্য কবির যুগপৎ তিরোভাব, যার পর নাই নির্ব্বেদের কারণ ; যদি এতদ্দ্বারা সেই নির্ব্বেদ কিয়দংশেও প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবেই আমি আপনাকে কৃতার্থ-বোধ করিব। পুস্তক প্রণয়নে এই আমার প্রথম উদ্যম ; কাব্য-প্রিয় মহোদয়গণ এক২ বার আদ্যন্ত পাঠ করিলেই আমি শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গবাগীশ্বরী বিলাপকাব্য

বিষাদে বিলাপে, বসি বঙ্গে বাগীশ্বরী—
সুকবি-সন্তান শোকে হাহাকার করি।
"কি খেদ বিষম জ্বালা প্রাণে সহা ভার,"
সুকবি সুন্দর সুত মরিল আমার।
কেমনে ভুলিব আমি কবি-পুত্র গুণ,
স্মরণে জ্বলিয়া মনে উঠিছে আগুণ।
যে কবি জননী বলি গৌরব আমার,
সুরস মধুর কাব্য বিরচিত যার,
ললিত কবিতা-কলি যে কবি প্রভায়
বিকসিত নব রসে হ'য়ে শোভা পায় ;
ইন্দ্রিয় পঞ্চের যাহা গ্রাহ্য কভু নয়,
যে কবি কল্পনে সেও হয় শোভাময় ;
"সংসার বিষের বৃক্ষ বিষ ফলময়!"
কবির জনম হেতু যাহে সুখোদয়।
সাহিত্য-উদ্যানে কবি রস বরষিয়ে,
কবিতা-কুসুম চায় রাখে বিকাসিয়ে ;
রঞ্জিত রসাক্ত সেই কুসুম নিচয়,
তাপিত জনের সদা চিত্ত হরি লয়।
মরু-সম-সংসারের তাপ খরতর,
তাপিত নিয়ত নর যাহার ভিতর!
তাহে কাব্য বিশাল রসাল বৃক্ষচয়,
আশ্রয় করিয়া তারা সদা সুখে রয়।
কল্লোলিনী কল কল মধুময় স্বর,
ঢালয়ে শ্রবণে সুধা যাহে নিরন্তর।
কল-কণ্ঠ-কোকিলের কুহু কুহু স্বরে,
বরষে নিয়ত সুধা যার পঞ্চ স্বরে।

মধুময় মোহন বিহঙ্গ কণ্ঠ নাদ,
শুনিয়ে হৃদয়ে যাহে জনমে আহ্লাদ।
"স্যারি সারি বিটপীর সর্ সর্ স্বরে,"
নিয়ত বিতরে সুখ শ্রবণ বিবরে।
প্রণয়ীর প্রণয়ের মধু সম্ভাষণ,
শীতল করয়ে যাহে হৃদয়-ভুবন।
বিমোহিনী-বামাকণ্ঠ-বিনির্গত-ধ্বনি,
বিমুগ্ধ বিলাসী যায় শুনিয়া অমনি।
বালকের সুমধুর আধ আধ স্বরে,
ঢালয়ে মধুর স্রোত শ্রবণ ভিতরে।
বিমল-রজত-নিভ-কান্তি মনোহর,
বিতরি বিমোহে বিধু দিগ্ দিগান্তর।
এরূপে যতেক কিছু করে সুখ দান,
কবির বর্ণনা মাত্র তাহার নিদান।
কসিয়ে কাঞ্চন যথা কর্ম্মকারগণ,
অধিক রঞ্জিত করে ভুলাইতে মন ;
সেইরূপ স্বভাবেরে রঞ্জি কবিগণ,
মোহন মুরতি কিবা করায় ধারণ!
মানব প্রকৃতি করি স্বভাবে তুলনা,
ব্যঙ্গ চ্ছলে উপদেশ কবি দেয় নানা।
ভাবুক বেশেতে কবি ভ্রমি নানাস্থানে,
তত্ত্ব অন্বেষিয়া ফিরে বিবিধ বিধানে,
পবিত্র-প্রণয়াবদ্ধদম্পতীর পাশে
প্রকৃত প্রণয় তত্ত্বে ভ্রমেতার আশে।
বিশুদ্ধ প্রণয়ে সুখ কতদূর হয়,
শিখাইতে শিক্ষা করি কবিবৃন্দ লয়।
কখন বীরের বেশ ধরে কবিবর,
লইতে বীরের তত্ত্ব সংগ্রাম ভিতর ;
শূরের প্রকৃতি সম শৌর্য্য প্রকাশিয়ে,
সমরে অচল-সম থাকে দাঁড়াইয়ে।

ভীষণ দর্শন সেই অস্ত্র শস্ত্র চয়,
শঙ্কিত করিতে নারে কবির হৃদয় ;
সৈন্য আস্ফালন আর অস্ত্র নিক্ষেপন,
প্রাণের বিনাশ আর বধ আক্রমণ,
উদ্দীপন-আলম্বন-বিভাব নিচয়,
একে একে কবি তাহা হেয়ে সমুদয় ;
শিখাইতে স্বাধীনতা সহশূর কাজ,
কবি কাব্যে সেই সব করয়ে বিরাজ।
কখন কুটীর দ্বারে যায় কবিবর,
পুত্রশোকাতুরা মাতা যথা নিরন্তর
স্মরিয়ে পুত্রের মুখ করি হায় হায়
ধুলায় লুটিয়ে সদা গড়া গড়ি যায়!
"একমাত্র সেইতার প্রাণ প্রিয় ধন
সংসার বন্ধন রজ্জু, বার্দ্ধক্য শরণ
ছিলরে সংসারাশ্রমে নাহি কিছু আর,"
এই খেদ প্রতি বাক্যে প্রকাশিছে যার!
ব্যাকুল হৃদয়ে কবি শুনিসে সকল,
আদ্যন্ত হৃদয়-পটে চিত্রে অবিকল ;
শিখাইতে দয়া নর-হৃদয়-ভূষণ,
পর দুঃখে তাপিত করিতে নর মন,
মাতার হৃদয় ভেদী-খেদ হাহাকার,
কবি নিজ কাব্যে করে সেসব প্রচার।
প্রগাঢ় প্রণয়চ্ছেদ-অগ্নি-ভয়ঙ্কর,
দহে যথা অবলারে অতি ঘোরতর!
ললিত লাবণ্য ময়ী লতিকা সুন্দরী,
কাঁদে যবে শির লুটি ছিন্ন বৃক্ষ হেরি!
সংসারের সুখে শেষ মনে করিস্থির,
উন্মত্তা বিবশা বালা কাঁদিয়া অস্থির ;
সদ্য প্রস্ফুটিত সেই কলিকা নিচয়,
শমন-সমীরে যবে বৃন্তচ্যুত হয় ;

স্মরিলে সে ভাব হৃদে ফেটে যায় মন,
প্রাণীমাত্র মুগ্ধ হয় করি দরশন!
দেখাইতে নশ্বর-প্রণয় গাঢ় ফল,
কাব্য পটে কবি তাহা চিত্রে অবিকল ;
(কি আশ্চর্য্য নশ্বর প্রণয়* কুহকীর—
কুহক, যাহার বলে জগত অস্থির!
ভিন্নদেশে যার বাস পরিচিত নয়,
আলাপন সম্ভাষণ কভু নাহি হয় ;
প্রণয়ে প্রাণের প্রিয় দেখ সেই হয়,
জীবিতে জীবিতাশ্রয় শান্তি সুধাময়।
সংসারের সার যেই ধর্ম্ম সুনিশ্চিয়,
প্রণয়ী প্রণয় কাছে সেও কিছু নয়।
অম্লানে ধরম শৃঙ্গ উপারিতে পারে,
প্রণয়ী প্রণয় তৃণ নারিবারে নারে।
প্রাণ পুত্র প্রিয় বটে নাহিক সংশয়,
প্রণয় প্রমত্ত কাছে সেও কিছু নয়।
নতুবা কিহেতু পুত্রে অবাধে ত্যজিয়ে,
প্রণয়ী সহিত মাতা যায় বাহিরিয়ে?
কেন প্রণয়ের প্রেম লাভের আশায়-
প্রেমিক, ভীষণ নদী সাঁতারিয়ে যায়?
প্রাণ পুত্র হতে প্রেম প্রিয় সমুধুর,
ধন্য রে প্রণয় তোর কুহকের জোরে!!!
মাতার অতুল স্নেহ লালন পালন,
পলকে প্রেমিক হ'য়ে যায় বিস্মরণ ;
পিতার শাসন আর হিত উপদেশ,
প্রণয়-প্রমত্ত মনে না করে প্রবেশ ;
অগ্রজের স্নেহ ময় ভাই সম্ভাষণ,
বিমোহিতে নাহি পারে প্রেমিকের মন!
অনুজগণের স্থির প্রীতি সুধাময়,
প্রেমিক হৃদয়ে স্নেহ নাহি উপজয় ;

* পার্থিব প্রণয়ের প্রগাঢ় অনুরক্ততা।

আচার্য্যের নীতি-গর্ভ-শিক্ষাসুকৌশল,
প্রণয় প্রমত্ত জন সমীপে বিফল ;
সংসার, সুহৃদ, সুখ, সম্পদ, স্বজন,
বনিতা, বালিকা, বন্ধু, বান্ধব, রতন,
অম্লানে প্রণয়ী সব ত্যাগ করি যায় ;
সামান্য কুহক একি হায় হায় হায়!!!)
"আপাত মধুর গাঢ় নশ্বর প্রণয়,
কিন্তু পরিণামে তাহা শুধু বিষময়!"
কবিতা কৌশলে কবি এই উপদেশ
বুঝায় মানব মনে করিয়ে নির্দ্দেশ।
কখন মদিরা-গৃহে কবিগুণাকর—
প্রবেশে নিবাসে যথা প্রমত্ত নিকর ;
ধরিয়া মদিরা পাত্র সহাস্য বদনে
সুধা ভ্রমে তীব্র বিষ ঢালে হৃষ্টমনে।
সুরায় মাতিয়া উঠে অমনি বিঘোর,
হিতা হিত বোধ শূন্য বিষম বিভোর ;
লোহিত-লোচন লজ্জাকর বাক্য মুখে
অবাধে প্রকাশে যথা নিজমন সুখে,
সম্ভ্রম, সঙ্কোচ, সংজ্ঞা, সভ্যতা, তাহার
একে একে হৃদয় করয়ে পরিহার ;
ধেয়ে গিয়ে ধরিকেহ বনিতা চরণ,
মাতা বলি সম্বোধিয়ে করয়ে রোদন!
কভুবা মাতার কর ধরি মত্ত জন,
পত্নীবোধে করে পাপী প্রিয় সম্ভাষণ!
কেহ পত্নী করে ধরি বলে হায় হায়!
বিধবা হয়েছ তুমি কি করি উপায়!!!
সম্মুখে শারদ-সোম-সম-সুত যার,
পুত্র নাই বলি সেই করে হাহাকার!
উপাদেয় খাদ্য বোধে কেহ মাটী খায়,
দিগম্বর বেশে কেহ ভ্রমিয়ে বেড়ায়!

কেহ হাসে কেহ কাঁদে কেহ বা বিহ্বল,
উন্মত্ত আলয়ে যথা পাগলের দল।
এহেন মদিরা-গৃহে মত্ত-জন সহ
সন্তপ্ত হৃদয়ে কবি থাকি অহরহ ;
জানিলয়, ফল তার কত মধুময়,
যার তরে মত্ত এত মানব হৃদয় ;
বুঝাইতে জীবন সংহার গুণ তার,
কবি নিজ কাব্যে তাহা করয়ে প্রচার।
ঘৃণিত বীভৎস ভাব সংগ্রহ কারণ,
শ্মশান সমীপে কবি করয়ে ভ্রমণ ;
যথায় গলিত-শব, মাংস চর্ম্মে যার
কোটি২ কীট ফেলি করে অনিবার,
হরষে সঙ্কুচ দীর্ঘ করি নিজ কায়,
নাসা কর্ণ পথে তারা ভ্রমিয়া বেড়ায়!
গলিত শবের কেশ, অস্থি মাংসতার—
রহিয়াছে, স্থানে স্থানে হইয়া বিস্তার ;
কোথাও শকুনি সুখে বসি শব'পরে
গরজি উপারে চক্ষু হরিষ অন্তরে,
শবের উদরে কভু দীর্ঘ গ্রীবা দিয়ে,
সজোরে টানিয়া নাড়ী আনে বাহিরিয়ে!
সূত্র সম সেই নাড়ী, অতি দীর্ঘ কায়,
টানিয়ে শকুনি লয়ে মহা বেগে ধায়,
ভক্ষিত অপক্ক কত ভিতরে তাহার,
তুলিয়ে সাদরে সুখে করয়ে আহার ;
হরষে কুক্কুর কুল কোলাহল করি,
অস্থি মাংস কাড়ি লয় মহাদ্বন্দ্ব করি ;
শৃগাল দিবসে করি সাহসে নির্ভর,
কুক্কুর সহিত করে দ্বন্দ্ব ঘোরতর ;
শব রক্তে আরক্ত চরণ মুখ করি,
আনন্দে করিছে রব দিবা বিভাবরী।

কোথাও বায়স বৃন্দ, বসি সারি সারি,
শবের শরীর ভেদ করিছে ঠুকরি ;
চঞ্চল চতুর চিল চকিতে ঘুরিয়ে,
দ্বন্দ্বীভূত-শবমাংস লইছে কাড়িয়ে ;
কোথাও গলিত-শব, পূতি গন্ধে যায়--
ক্রোশান্তেও জীবিতের তিষ্ঠে থাকা ভার ;
ছেঁড়া কাঁথা, ছিন্নবস্ত্র, ভগ্ন ঘটরাশি,
কপাল, কঙ্কাল, কেশ, অস্থি, মাংসপেশী,
স্তূপাকার দেখি ভয় উপজে অন্তরে
"শ্মশান" স্মরিলে যায়, শরীর শিহরে।
গরজি, উচ্ছাসী যথা বায়ু ঘন ঘন,
সংসার বৈরাগ্যভাব করে উদ্দীপন।
হেন ভয়ানক ভূমে কবি একেশ্বর,
ভাব অন্বেষিয়ে ফেরে নির্ভয়-অন্তর।
অভিমানী উচ্চ মান করিবারে নত,
শ্মশান স্বরূপ, কবি তুলি দেয় কত।
দুর্দ্দান্ত-যৌবন গর্ব্ব-করী দলিবারে,
বিবেক-অঙ্কুশ কবি সদা করে ধরে ;
কবিতা কৌশলে, কবি বসি মত্ত পাশে,
বুঝায় বিবেক তত্ত্ব সহশান্তি রসে।
"বলে শোন্ হে মানব। এখলু সংসারে,
কিছু নয় কিছু নয় চির দিন তরে!
যে ধন জীবন স্থায়ী তড়িত সমান,
কেন কেন কেন তার এত অভিমান?
স্মর একবার-মানী রাজা দুর্য্যোধন,
প্রতাপ পর্ব্বত-চূড়া-প্রচণ্ড-রাবণ,
হিন্দু-স্বাধীনতা-গর্ব্ব-গিরি-বিনাশক,
স্মর এক বার সেই যবন হিংস্রক।
স্মর রাজ্ঞী মেরী, যার ধর্ম্ম পক্ষপাত,
করেছিল প্রটেষ্টান্ট গণ রক্ত-পাত।

কোথা সেই ধন গৰ্ব্ব, দম্ভ, অহঙ্কার,
সম্পদ, বিভব, রাজ্য, রত্ন, অলঙ্কার?
নাই তা কিছুই নাই জনমের মত,
কেবল রয়েছে যশ-অপযশ যত।"
এইরূপ কবি, কাব্য মুকুর নিচয়ে,
মানব চরিত্র-ছায়া দেয় দেখাইয়ে।
বিভব, সম্পদ, ধন, শুধু শূন্য-ময়,
দেখাইয়া দেয় কবি করিয়া নিশ্চয়।
"নিশ্বাসে জীবন শ্বাস সম্ভব পতন"—
দেখাইয়ে, শান্ত করে অভিমানী মন।
এইরূপ নানা রসবর্ণ সহ কবি,
রঞ্জিত বিচিত্র কত আঁকি দেয় ছবি।
কেবল সমাজ হিত-সাধন-কারণ,
কাব্যে ব্যঙ্গ বাক্য বাণ করে নিক্ষেপণ।
ধর্ম্মের প্রাধান্য ভূমে করিতে স্থাপন,
"সুখময়" বলি স্বর্গ কবির কল্পন।
অত্যাচার, কদাচার করি বিদলন,
মানব মণ্ডলে শান্তি করিতে স্থাপন,
প্রেতভূমি নরকের ভয়ানক-ভয়,
কবির কল্পনা-ক্ষেত্রে বিরাজিত হয়।
নিভৃত পৰ্ব্বত গুহা, নির্জ্জন প্রদেশ,
ভয়ানক স্থান, যাহে হয় ভয়াবেশ ;
হরষে নিবাবি তথা কবি গুণাকরে,
সংগ্রহে বিবিধ ভাব হরিষ অন্তরে।
সমাজ স্বদেশহিত-সাধনতৎপর,
কে আছে জগতে আর কবির দোসর?
হেন সৰ্ব্ব গুণাশ্রয় গুণের পুতলী,
প্রিয় কবি পুত্রদ্বয় মোরে গেল ফেলি!

বৎসরেক মাসমাত্র পঞ্চ ব্যবধানে,
শ্রীমধুসূদন* দীনবন্ধু হত প্রাণে!!!
ফেটে যায় বক্ষঃ, হৃদি হ'য়েছে বিকল,
কোথা গেল মধু দীনু যুগল কমল!
নূতন ভূষণ ছন্দ কবিতা লহরী,
যে মধু পরায়েছিল মোরে যত্ন করি,
কোথা মোর সেই মধু মধুর ভাণ্ডার?
সে মুখ মণ্ডল আমি দেখিব কি আর?
বিদেশে যখন ধন, যশের লাগিয়ে,
গিয়েছিলে একবার আমাকে কহিয়ে**
তখন বিরলে কত কাঁদিয়াছি আমি,
ফিরিবেনা মধুমোর এই অনুমানি।
সেবার আমার শুভ করমের বসে,
যশের সহিত মধু ফিরে এল দেশে।
বিদেশি ভূষণ-ছন্দ-ভাবের মালায়,
সাদরে সজ্জিত মোহ করে ছিল কায়।
কোথা মোর সেই মধু মধুর ভাণ্ডার।
দেখিব দেখিব তারে দেখিব কি আর?
মেঘনাদী মেঘনাদ যুগল তনয়,
তিলোত্তমা, ব্রজাঙ্গনা আদি কন্যাচয়,

---

* বঙ্গকবিকুল-কেশরী মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তদীয় সমাধি স্তম্ভোপরি অঙ্কিত রাখিবার নিমিত্ত মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বরচিত যে একটি সুললিত কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন ; এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল। তদ্দ্বারা তাঁহার জন্মভূমি এবং জনক-জননীর পরিচয় বিলক্ষণরূপে বিদিত হইতেছে। কবি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ অনুরাগী, এ কবিতা তাহারও এক নিদর্শন।

"দাড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি স্থলে।" (জননীর ক্রোড়ে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম) মহীর পদে দীর্ঘ নিদ্রাবৃত দত্ত বংশোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন। যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ কূলে জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি রাজনারায়ণ নামে জননী জাহ্নবী। ইনি বঙ্গীয় ১২৩৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন, ১২৮০ সনের ১৬ই আষাঢ় তারিখে চব্বিশ পরগণান্তর্গত আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে উদরি রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যু সময় ইঁহার দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা মাত্র জীবিত ছিল।

** কবি যৎকালে ইংলণ্ডে গমন করেন সেই সময়ে বঙ্গদেশকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া একটী কবিতা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতৃ শূন্যে সর্ব্ব শূন্য হেরি অন্ধকার,
পুস্তক আলয়ে বসি করে হাহাকার!
কি দিয়ে প্রবোধি আমি তাদেরে এখন?
মধু তোর মৃত্যু মোর অসহ্য বেদন!
ভাষায় পণ্ডিত মধু গুণে বিশারদ,
বিমাতা বিমুখ বলি না হল সম্পদ্।
সেইত কারণ হায়! সেইত কারণ,
দাতব্য ভেষজালয়ে ঘটিল মরণ!
অর্থাভাব-মনস্তাপ-অনল-শিখায়,
দগ্ধীভূত মধু মোর অন্তিমদশায়!!!
রে বিধাতঃ! একি দশা ঘটিল আমার,
এক মধুসূদনের শোক সহা ভার,
তাহে পুনঃ দীনবন্ধু* শোকপারাবারে
ডুবাইলি বিধি মোরে চিরদিন তরে?
শারদ-দশমী তিথি সৃজিত যাহার,
পূর্ণশশী, রাহু-পথ্য নিয়োজিত যার,
তার বিধি দীনু-মৃত্যু-বিধি-সুবিচার,
পূর্ব্বজন্ম ফলে ভাগ্যে ঘটিল আমার!
অঞ্চলের মণি, মোর দীনবন্ধু ধন,
অন্ধের নয়ন-তারা, কৃপণ রতন,
মরুভূমে বারিবিন্দু যে দীনু আমার,
তাহার মরণ বার্ত্তা একি চমৎকার!!
পূর্ণশশী-প্রভাময় উজ্জ্বলিত ক্রোড়,
সত্য কি শমন-রাহু শূন্য কৈল মোর?
সত্য কি অমার নিশা ঘোরতর কালে,
একমাত্র নক্ষত্র ঢাকিল মেঘজালে?

---

* আমোদভাণ্ডার কবিবর দীনবন্ধু মিত্র, জেলা কৃষ্ণনগরান্তর্গত ঘোঁজা চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গীয় ১২৮০ সনের কার্ত্তিক মাসের ১৭ই তারিখে ইনি বহুমূত্ররোগে মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুসময়ে তাঁহার বয়স ৪৩ বৎসর মাত্র ছিল। দীনবন্ধু মিত্র একজন সদ্বক্তা এবং সুরসিকপুরুষ ছিলেন ; ইনি অতি উৎকৃষ্টরূপে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গবর্ণমেন্ট হইতে সম্মান সূচক (রায় বাহাদুর) উপাধি প্রাপ্ত হন।

বঙ্গীয়নাটক বনে এক পিকবরে,
সত্য কি শমন ব্যাধ বিঁধে তীক্ষ্ণশরে?
সত্য কি একটী মাত্র কুসুমসুন্দর,
লতীকার প্রাণধন, ছিড়িলয় ঝড়?
সত্য কি অন্ধের লড়ি ভাঙ্গিলেক হায়!
দীনবন্ধু শোকে মম প্রাণ বাহিরায়!!!
আমোদ-কুমুদ-বিধু, কাব্য-রস-ভাঁড়,
নবোদিত শশিকলা সৌন্দর্য্য-আধার,
কৌতুক-নন্দন-বনপিকমধুময়,
কবিতা-কমল-মধু, নবকিশলয়,
যুবক-হৃদয়-রত্ন যে দীনু আমার,
তাহার মরণ বার্ত্তা একি চমৎকার!!!
নির্ম্মল-দর্পণ সম সে নীলদর্পণ,
বিমল বিষদ স্বচ্ছ স্ফটিক-বরণ,
নীলকর অত্যাচার প্রতিবিম্ব যায়,
নিরন্তর প্রতিভাত হয়ে শোভা পায় ;
সন্তপ্ত-হৃদয়ে যাহে দস্যু নীলকর,
নিরখে স্বকীয় পাপ কার্য্য ঘোরতর ;
এহেন মুকুর চারু সৃজিত যাহার,
তাহার মরণ বার্ত্তা একি চমৎকার!!!
সে নবীন তপস্বিনী বিদ্যুৎ আকার,
রসবতী-লীলাবতী অমীয় ভাণ্ডার,
সুরবালা-সম মধুবানী সুরধুনী,
সধবার একাদশী ভুবনমোহিনী,
আমোদবিদ্যুৎলতা রূপে কন্যা যার,
তাহার মরণ বার্ত্তা একি চমৎকার!!!
স্বদেশ সমাজ-হিত-ভিন্ন অন্য আর,
একটী অক্ষর নাই পুস্তকে যাহার ;
সুরার সেবনে চিত্ত কত হীন হয়,
সধবার একাদশী তার পরিচয়,

সুন্দরী, সরলা সতী বিদ্যাবতীসহ,
মূর্খ মাতালের যদি ঘটয়ে বিবাহ ;
কি হয় দুর্দ্দশা সেই সংসারে সতীর,
দেখা যায় গাত্রে যায় সে লীলাবতীর ;
পালে২ মূর্খ মত্ত ধনীর জামাই,
ইন্দ্রিয় বিলাস সুখে রহে এক ঠাঁই ;
কি দুর্দ্দশা তাহাদের শ্বশুর মন্দিরে,
জামাই বারিক যার খেদে ব্যক্ত করে ;
দাম্পত্য প্রণয় পাশ করিয়া ছেদন,
পরস্ত্রী-প্রণয়-পাশে মত্ত যার মন ;
কি হয় দুর্দ্দশা তার এই দেখাবার
সে নবীন তপস্বিনী সৃজিত যাহার ;
গঙ্গা যমুনার তট-তত্ত্ব-রস-সার
কৌতুক-কমল-কলি, হিত-মধু ভাঁড়,
কবির-জীবনচিত্র সুরধনী যাঁর,
তাঁহার মরণ বার্ত্তা একি চমৎকার!!!
শূন্য সনে শূন্য ক্রোড় করিল শমন,
কি দিয়ে প্রবোধি আমি আপনি আপন!!!

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

---

* নবীনতপস্বিনীর অভ্যন্তরস্থ জলধরের অংশ মাত্র লক্ষ্য।

দুঃখমালা

কোন হিন্দুমহিলা প্রণীত

কলিকাতা
কলেজ স্কোয়ার নং ১১ ভবনে
রায় যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮১ সাল।

শ্রীজগদীশ্বরঃ।

পরমারাধ্যা পরমপূজনীয়া স্নেহরূপা মৎ জননী

শ্রীমতা ———————— মাতৃ দেবী

আমি আপনার বিদ্যা বুদ্ধি দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আপনার গলদেশে আমার এই দুঃখমালাকে মাল্য রূপে অর্পণ করিলাম। অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ইহাকে গলদেশে ধারণ করিয়া আমার সকল পরিশ্রম সার্থক করুন্। মাতাঠাকুরাণী যদি কোন স্থানে কোন রূপ অন্যায় অথবা অনুপযুক্ত লেখা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাকে নিজ গুণে সংশোধিত করুন্। অধিক আর কি বলিব যদি আপনি আমার এই শ্রম সফল করেন তাহা হইলে আমি মাতৃ রূপ যে স্নেহ তাহা যথেষ্ট প্রাপ্ত হইব। আপনি যখন পুত্র শোকে কাতর হয়েন এবং পিতৃদেব মহাশয়ও সেই শোকে অধৈর্য্য হইয়া একাক্রমে প্রায় এক বৎসর দুঃসহ পীড়ায় কাতর হইয়া আমার সকলে লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করি, মাতঃ তখনকার যাতনা সকল মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হয় ; কিন্তু পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে কৃপা করিয়া পুনর্ব্বার আমাদের এই সমস্ত সুখের দিন দিবেন তাহা আমরা ক্ষণ কালের জন্যও মনে করি নাই। যাহা হউক এখন সমস্ত সুখের আস্বাদন পাইতেছি বটে, কিন্তু আমার সেই চারিমাসের পূর্ণ শশধর সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে। তজ্জন্যই এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা কিঞ্চিৎ মনোবেদনা দূর করিতেছি। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে পাঠকগণ এবং আপনি যদি সন্তুষ্ট হয়েন তবে সকল শ্রম সফল হয়। আপনাকে এ বিষয় আর অধিক অবগত করাইতে হইবেক না। কারণ আপনি দেখিয়াছেন ১২৭৯ সালের ১লা মাঘ হইতে আমি বহরমপুরে ইহার জন্য কত যত্ন করিয়াছি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

২৩ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১২৮০ — আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

কলিকাতা। — স্নেহাভিলাষিণী ইন্দুমতী।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরঃ।

বৎসে ইন্দুমতী!

তোমার এ পুষ্প মালা গলেতে পরিয়া,
স্বর্গসুখ অনুভব করিনু হেরিয়া।
তোমার এ রত্ন হার করিয়া ধারণ,
বিশেষ প্রফুল্ল আজ হ'ল মোর মন।
তোমার সে মধুরতা মনেতে হইয়া,
বাৎসল্যতা রসে মন যায় যে গলিয়া।
তোমার গুণের ধার শুধিতে নারিব,
চিরদিন তব গুণে বাঁধা যে রহিব।
আমা প্রতি তব ভক্তি হেরিয়া নয়নে,
শত শত ধন্য বাদ করিয়াছি মনে।
অধিক কি কব বাছা তোমার গুণেতে,
নিদারুণ পুত্রশোক করিনি মনেতে।
সে দিন মনেতে যবে হয় রে উদয়,
থাকে না মনেতে কিছু স্মরি সে সময়।
মানুষের প্রাণ যদি কঠিন না হবে,
পুত্রশোক বিদ্ধ কেন হইয়া রহিবে।
সকলি ত জান বাছা কি কহিব আর,
কহিতে কহিতে আঁখি হেরে অন্ধকার।
তোমা কন্যা পাইয়াছি কত পুণ্য ফলে,
জন্ম জন্মান্তরে শিব পূজি বিল্বদলে।
তোমার সে সৌম্য রূপ কভু না ভূলিব,
চিরকাল মন মাঝে অঙ্কিত রাখিব।
তোমার অসীম গুণ মনেতে হইলে,
মম প্রীতি প্রতিপক্ষ অলক্ষ্য ভূতলে।
তোমার সুখ্যাতি রূপ সৌরভ যখন,
মনেতে পড়িয়ে হয় আনন্দিত মন।
তখন মনেতে কিছু থাকে না আমার,
তোমার গুণের কথা স্মরি বার বার।

অয়ি বৎসে চারুশীলে হও পতিব্রতা,
এ হতে কি আছে আর সুখের বারতা।
স্বামী পুত্র লয়ে বাছা সুখে কর ঘর,
শুনিলে হইব আমি সানন্দ অন্তর।
অয়ি কাব্য বিনোদিনী করি আশীর্ব্বাদ,
সাবিত্রী সমান হও ঈশ্বর প্রসাদ।*

সন ১২৮১ সন, ৯ই বৈশাখ।

নিয়ত শুভানুধ্যায়িনী
শ্রীমতী ——

---

* দুঃখমালা রচিত হইবার ষোল মাস পরে এই পদ্যময়ী পত্রিকা খানি লিখিত হয়। এই সময়ে রচয়িত্রীর ভ্রাতৃশোক কতক পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল এবং তিনি পুত্রবতী হইয়া যার পর নাই ঐহিক সুখ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার মাতৃদেবী সেই সুখে পরম সুখিত হইয়া কন্যার সন্তোষ বর্দ্ধনার্থে তদীয় রচিত প্রথম কাব্যোদয় মুদ্রাঙ্কিত করিতে দেন। মুদ্রাকার্য্য কতকদূর সমাপিত হইবার পরে ইন্দুমতীর শ্বশুরালয় হইতে নিদারুণ সংবাদ আসিল যে কালান্তক তাঁহার সেই পুত্ররত্ন হরণ করিয়াছে। পরলোকগত শিশুর মাতামহী শোকে কয়েক দিবস অভিভূত থাকিয়া তাহার পরে ইহার পরবর্ত্তিনী দ্বিতীয় পদ্যময়ী পত্রিকা খানি কন্যার উদ্দেশে লিপিবদ্ধ করেন।

ইতি ১লা আষাঢ়, সন ১২৮১। প্রকাশক।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১ সাল।

হয়েছে তোমার পুত্র শ্রবণ করিয়া,
আকাশের চন্দ্র হাতে পাইনু ধরিয়া।
তোমার পুত্রের মুখ হেরিব নয়নে,
কখনও হেন আশা করি নাই মনে।
হাতেতে পাইয়া বাছা আশাধিক ফল,
আশা নদী পারে মন যাইতে নারিল।
বড়ই প্রবল আশা হয়েছিল মনে,
তোমার পুত্রের মুখ হেরিব নয়নে।
বিধি তাহে বাদী হ'ল কি করিব বল।
মনের যে আশা মোর মনে মিশাইল।
এমন কি মহা পুণ্য করিয়াছি আমি,
কোলেতে করিয়া পুত্র আসিবে রে তুমি ;
হেরিযা সার্থক হবে নয়ন আমার,
ভবন হইবে মহা শোভার আকর।
তোমার পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া,
আনন্দ সাগরে মন যাবেরে ভাসিয়া।
আশার অধিক আশা রহিল রে মনে।
আশাধিক ফল লাভ হইবে কেমনে।
মনেতে করাই মোর ধিক্ ধিক্ ধিক্।
আশার কুহক জাল এমনি অলীক।
আশা নদী পারে যাব ছিল মোর মনে।
আসিয়া প্রবল বাত্যা ভাঙ্গিল কেমনে।
তোমার কি দোষ দিব মম কর্ম্মফল।
অদৃষ্টের লিপি যাহা কে খণ্ডাবে বল।
তোমার হৃদয়ে শোক বিদ্ধ হবে হেন,
মনেতে করিনি বাছা আমি রে কখন।
এমন দারুণ শোক হৃদয়ে তোমার।
কেমনে সহিব ইহা ভাবনা আমার।

তোমার করুণ স্বর শ্রবণ করিয়া,
কেমনে করিয়া আমি থাকিব সহিয়া।
কোমল কমল তুমি নবীন কোরক।
কেমনে পসিল তোর হৃদয়ে কণ্টক।
তোমার মলিন মুখ কেমনে হেরিব।
তোমার কাতর উক্তি কেমনে ভুলিব।
কেমনে হেরিব তোর নয়নের জল।
হেরিয়া হইবে মন আমার চঞ্চল।
কোথায় হেরিব তোর প্রফুল্ল বদন'
কোথায় হেরিনু তোর সজল নয়ন।
কোথায় হেরিব তোর মুখে মৃদু হাসি।
কোথায় হেরিনু তোর বক্ষে জলরাশি।
কোথায় হেরিব তোর কোলে চাঁদ মুখ।
কোথায় দেখিয়া তোরে উপজিছে দুখ।
কোথায় আসিবি ধেয়ে দেখাতে নন্দন।
কোথায় হেরিয়া তোরে করিছি ক্রন্দন।
কোথায সোনার চাঁদ কোলেতে করিয়া,
স্বর্গ সুখ অনুভব করিব লইয়া।
হেরিয়া তাহার মুখ উপজিবে সুখ।
কোথায় ভাবিয়া মনে হইতেছে দুখ।
এমন কপাল আমি কি করিছি বল।
মরু ভূমি মাঝে পাব সুশীতল জল।
হাতেতে পাইয়া ধন দূরে নিক্ষেপিলে।
অদৃষ্টেতে যাহা ছিল তাহাই করিলে।
তোমার হইবে পুত্র মনে তা ছিল না।
করেতে পাইয়া বাছা কেন বুঝিলে না।
এখন কি হবে বল করিলে ক্রন্দন।
অদৃষ্টের লিপি যাহা হইল তেমন।
হইলে তোমার সুখ হই আনন্দিত।
তাহাতে হইল বাদী বিধাতা কিঞ্চিত।

কেমনে হইবে সুখ তোমার অন্তরে,
হইতেছে জপমালা আমার অন্তরে।
শুন হে বিধাতা বলি তোমায়।
হেন কাজ করা উচিত নয়।
তাই বলি হরি কর হে বিহিত,
চিরদিন যায় রয় হে হিত।
সহিতে না পারি হৃদয় তাপ।
জানি না করেছি কত যে পাপ।
ঈশ্বর তোমার কাছে করিহে প্রার্থনা।
সুখেতে গরল আর দিওনা দিওনা।
তোমার নিকট প্রভু এই ভিক্ষা চাই,
সমান সুখেতে যেন জীবন কাটাই।

শ্রীমতা ———

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরঃ।

শরণং।

মা ইন্দুমতী!

তোমার রচিত "দুঃখমালা" পাঠ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তোমার লেখনী হইতে এমত উৎকৃষ্ট কবিতা বিনির্গত হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তবে, তুমি যে অসাধারণ-গুণসম্পন্ন মহাত্মার কন্যা, তোমার ইহা স্বভাব সিদ্ধ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা, তুমি দীর্ঘ-জীবিনী হইয়া সর্ব্বদা এইরূপ বিদ্যাচর্চ্চা কর। তাহা হইলে, তোমারও সুখ এবং গৌরব বৃদ্ধি হইবে, এবং আমরাও যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিব। আশীর্ব্বাদ ইতি ১৬ই বৈশাখ ১২৮১

শ্রীসূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।

দুঃখমালা

সহোদর সুখে প্রভু করিলে মোরে বঞ্চিত।
এ দারুণ ব্যথা কেন দিতেছ হে অবিরত।
সকলি জানিতে পার অন্তরযাতনা যত।
কৃপা দৃষ্টি কর তুমি, ওহে প্রভু অন্তর্যামি,
জানিয়া শুনিয়া কেন, নিষ্ঠুর হইলে হেন,
কাড়িয়া লইয়া সুখ, সুখ বা পাইলে কত।
যদিও অদৃষ্ট গুণে, হারাইয়াছি প্রাণধনে,
শোকার্ত্ত দেখিয়া মোরে দয়া কি হলনা, পিত।
হইল বৎসর ত্রয়, সবে হতবুদ্ধি প্রায়,
যেরূপ কাতরা মাতা তাহা যে বর্ণনাতীত।
বিনা সে প্রাণের নিধি, বিদরিয়া যায় হৃদি,
আর্ত্তস্বরে ডাকি আমি কোথায় লুকাল ভ্রাতা।
ভূমিতে পড়িয়া মোরা, কাঁদি দিবা নিশি সারা,
দৃষ্টিহীন শক্তিহীন হইয়া আছেন মাতা।
দয়াময় নাম ধরে, সে নামে কলঙ্ক করে,
আমাদের প্রতি কেন নিষ্ঠুর হইলে এত।
ভ্রাতা যে অমূল্য ধন, বুঝিনু তাহা এখন,
সহোদর বিনা আমি দুঃখ যে পাইনু কত।
প্রাণাধিক হয়ে হারা, শোকার্ণবে আছি মোরা,
অন্তরে জাগিছে সদা সে বিধু বদন।
বিদরিয়া যায় বুক, না দেখিয়া তার মুখ,
না জানি কেমনে আমি ধরেছি জীবন।
প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, জ্বলিতেছে অনুক্ষণ,
সে বদন মনে পড়ি হৃদয় সদা দহিছে।
কি কব অধিক আর, ধিক্ প্রাণে হে আমার,
নতুবা সে সুখ আশা এখনও করিছে।

হবে কি সৌভাগ্য হেন, সে দিন হইবে পুন,
কোলেতে করিয়া তারে আনন্দেতে ভাসিব।
হেরিব কি সে বদন, করে তারে নিরীক্ষণ,
শোকার্ণব হতে পুন আমরা হে উঠিব।
পবিত্র হইবে ধাম, করিব তোমার নাম,
সকলে বলিব মোরা নাথ দয়াময়।
সে ধনে বঞ্চিত হয়ে, দেহে কিহে প্রাণ রহে,
তাহাতে তোমার বল কিবা সুখোদয়।
দয়া করে দেহ নাথ, জুড়াক প্রাণ তাপিত,
সুস্থির হউন পিতা হেরিয়া সে চন্দ্রমুখ।
কি কব তাঁহার কথা, মনে হলে পাই ব্যথা,
আনন্দ অধিক হবে হেরিলে তাঁহার সুখ।
তিনি মনোদুঃখে রন, অধিক কাতর মন,
হয় নাথ আমাদের তাহার কারণ।
এত কি হে সহ্য হয়, দেখি বুক ফেটে যায়।
হৃদয় হয়েছে মোদের পাষাণ এখন।
মনে হলে চন্দ্র মুখ, কিছুতে না থাকে সুখ,
হৃদয় বিদীর্ণ হয় উদাস হয় হে মন।
দীন দুঃখী যাঁর গুণে, কি সুখ যে পায় প্রাণে,
তাঁহার অদৃষ্টে কেন হইল এমন।
দুঃখী লোক যা হারায়, অকাতরে দেন তায়,
কিন্তু এ ধনেতে তাঁরে করিলে বঞ্চিত।
কৃপাবলোকন কর, এযাতনা দূর কর,
প্রার্থনা আমরা প্রভু করিহে কিঞ্চিৎ।
অন্য সুখ নাহি চাই, সে সকলে কাজ নাই
যে ধনের জন্যে মোরা সকলে ব্যাকুল।
দয়া করে সেই ধন, কর দান রাখ প্রাণ,
মোরা সুখী হব সুখী হবেন মাতুল।
তাঁহার যে দুঃখ কত, তাহা হে বলিব যত,
ততই বাড়িবে সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশন।

চক্ষে জল নাহি রয়, বক্ষস্থল ভেসে যায়,
শ্রবণ করিলে নাথ তাঁহার রোদন।
পাষাণ গলিয়া যায়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়,
সে সময় দেহে মোর প্রাণ আর থাকেনা।
বল ওহে দয়াময়, তব দয়া কোথা রয়,
আমাদের দুঃখ দেখে দয়া কি হে হয় না।
তোমারে বলিব কত, নাহি কিছু অবিদিত
এ সংসারে ওহে প্রভু তোমার নিকটে।
আমাদের প্রাণে কেন, ব্যথা দাও এ দারুণ,
দূর কর এ যন্ত্রণা বলি মোরা করপুটে।
প্রাণাধিক কোথা গেল, কেন বা সে পলাইল।
অযত্ন ত করি নাই আমরা তাহারে।
আমার অদৃষ্ট দোষে, ছাড়িয়া পলাল শেষে,
কি দোষ দিব হে বল আমরা তোমারে।
পূর্ব্বে দয়া করেছিলে, শেষে হে নির্দ্দয় হলে,
এ যাতনা কেন দিলে করি তাই ভাবনা।
হাহাকার করি মোরা, পিতা মাতা জ্ঞানহারা,
তাহাতেও তব মনে দয়া কিহে হয় না।
করিয়াছি কত পাপ, তাই পাই হেন তাপ,
জন্মান্তরে কাকে বুঝি ভ্রাতৃহীন করেছি।
হয়ে কার ভ্রাতাধন, দিয়ে সুখে বিসর্জ্জন,
জন্মের মতন কারে শোকনীরে ফেলেছি।
হেন দুঃখ সেই পাপে, পুড়ি ভ্রাতা শোকতাপে,
শোকাগ্নিতে দগ্ধ আমি হই দিবানিশি।
ভুলি তারে মনে করি, কিন্তু যে ভুলিতে নারি,
সদা মনে জাগিতেছে সেই মুখশশী।
সে রূপ যে মধুময়, যখন হে মনে হয়,
সুধাংশু জিনিয়া তার ছিল যে বদন।
আকাশের চাঁদ মোরা, হাতে পেয়ে হনু হারা,
পদ্মফুল দিয়া জলে করি হে রোদন।

গিয়াছে সে সুখময়, আহা কি আনন্দময়,
আনন্দ করিছে কাল লয়ে সেই ধন।
কোথা গেল সেই ধন, না রহে বুঝি জীবন,
তাহার কারণ আমার গেল এ জীবন।
সে ধনে বঞ্চিত হয়ে, দেহে কি হে প্রাণ রহে,
কঠিন হৃদয় বলে বিদীর্ণ যে নাহি হয়।
কেন দিলে অকস্মাৎ, হেন শোকবজ্রাঘাত,
কাহার প্রাণেতে বল এমন যাতনা সয়।
কি দোষ দিব তোমার, অদৃষ্টে হলো আমার ;
সেই রূপ হইতেছে, যেমন লিখন।
বুঝেছি তাহার মর্ম্ম, যেমন আমার কর্ম্ম,
সেই হেতু সহিতেছি যাতনা এমন।
তাহা না হইলে প্রভু, এরূপ যন্ত্রণা কভু,
দিতে না যে ওহে নাথ আমার অন্তরে।
নাম তব দয়াময়, তোমার উচিত নয়,
ভ্রাতৃশোকশেল প্রভু মারিতে আমারে।
ইহা যে অতি অসহ্য, হয় না হে আর সহ্য,
যদিও হইত মোর শরীর পাষাণ,
বিদীর্ণ হইত বুক, দূর হতো সব দুঃখ,
তা হইলে কে সহিত যাতনা এমন।

কোথা গেলে আমি পাব তোমায়।
বল তাই তার করি উপায়।
গেল বুঝি প্রাণ তোমা বিহনে।
কিছু সুখ আর না পাই প্রাণে।
ইহার উপায় কি আছে বল,
করিব তাহাই, ত্বরিত বল।
বিলম্ব না সহে প্রাণেতে আর।
কোথা গেলে দেখা পাব তোমার।
এই মনে মোর হতেছে ভাই।

যে খানে তুমি রে সেখানে যাই।
কিন্তু পিতা মাতা শোকেতে ফেলি।
গিয়াছ তুমি রে অনাসে চলি।
আমি গেলে বল কি হবে আর।
দ্বিগুণ বাড়িবে শোক মাতার।
তব মুখ মনে হলে উদয়।
পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ হয়।
মাতুল তোমার কাতর কত।
বাড়িবে তাহাই বলিব যত।
ছিলে তুমি তাঁর প্রাণের নিধি।
তোমারে কাড়িয়া লইল বিধি।
তোমা ধনে হয়ে বঞ্চিত মোরা।
সব সুখে ভাই হয়েছি হারা।
এই কি উচিত হইল ভাই।
দিবানিশি আমি ভাবি রে তাই।
আমার এ দুখ জানিতে যদি,
ত্বরিত তরিতে এ দুখ নদী।
বারেক দেখিতে নয়ন ভোরে।
বাসনা আমার মানস করে।
কাতর সকলে তোমার লাগি,
তব শোকে মোরা হয়েছি দাগি।
যে রূপ অধীরা আছেন মাতা।
বারেক আসিয়া দেখরে ভ্রাতা।
আমাদের প্রতি না হলো দয়া।
কেমনে কাটালে এ হেন মায়া।
নির্দ্দয় কেমনে হইলে এত।
শুনিতে না পাও ডাকি যে কত।
মাতা তব ছিল তোমারে লয়ে,
পিতৃ মাতৃ শোক সব ভুলিয়ে।
যাইতে কি দয়া হলো না তোর।

সুখনিশি মোর করিয়া ভোর।
সব অগ্নি তুমি দিয়ে জ্বালিয়ে
এ দারুণ শোক দিয়া হৃদয়ে।
আসিয়া জুড়াও প্রাণ তাপিত।
গেছ কি রে ভাই জনম মত।
পিতা তব লাগি কাতরমন।
শুনিছ কেমনে তাঁর রোদন,
অধিক তোমারে কি কব আর।
শোক অগ্নি হৃদে জ্বলে আমার।

শোকের সাগর, অতীব গভীর,
নাহি পারাপার, তরি কেমনে।
দয়া কর নাথ, করি প্রণিপাত,
জুড়াই আমার তাপিত প্রাণে।
ভেবে দয়াময়, লয়েছি আশ্রয়,
এখন আশয় করি হে মনে।
হবে পুনর্ব্বার, সে সুখ আবার,
তেমনি আনন্দ হবে ও বনে।
তব ভরসায়, ওহে দয়াময়,
এখন জীবিত আছি হে প্রাণে।
ওহে দয়াময়, হইয়া সদয়,
দয়া কর নাথ অধীনা জনে।

কতদিন আর আমি এ যাতনা সহিব,
এহেন শোকের ভার আর কত বহিব।
আর কত দিন প্রভু এ শোক সহিয়া।
রব পৃথিবীতে আর এরূপ করিয়া,
না পারি সহিতে আর সহেনা হে মোর,
আমার দুঃখের নিশি হবে নাকি ভোর

ভ্রাতৃশোক শেল আর না পারি সহিতে।
এ দারুণ ভার আর না পারি বহিতে।
এ হেন যাতনা বল সহে কোন জন।
কাহার অদৃষ্টে বল হয়েছে এমন।
যেমন কপাল মোর হইল তেমন!
কেন হে আমার ভাগ্যে ঘটিল এমন।
পূর্ব্ব জন্মে এত কি হে করিয়াছি পাপ।
সেই পাপে পাইতেছি হেন মনস্তাপ।
ভ্রাতার সমান ধন নাহি পৃথিবীতে।
সে ধনে হারায়ে প্রাণ থাকে কি দেহেতে।
কেমন করিয়া তারে ছাড়িয়ে রয়েছি।
এ শরীরে প্রাণ মোরা কেমনে ধরেছি।
পাষাণ হৃদয় বুঝি আমরা হইব।
তাহা না হইলে কেন তাহারে ছাড়িব।
দয়াময় তুমি কি হে নির্দ্দয় হইলে।
ডুবালে আমারে নাথ দুঃখের সলিলে।
এ শোক সলিল হতে উঠা কি যাইবে।
সে হেন সুখের দিন পুন কি হইবে।
আর কি সে চন্দ্রমুখ আমরা হেরিব।
পুন কি আনন্দ নীরে সকলে ভাসিব।
এ শোক দারুণ শেল রবে না অন্তরে।
তবে ত হে ধন্যবাদ দিব হে তোমারে।
আনন্দে পূর্ণিত হবে হৃদয় আমার।
পৃথিবী জুড়িয়া যশ ঘুষিব তোমার।
সকলে মিলিয়া মোরা তোমারে ডকিব।
মনের হে দুঃখ যত সকলি ঘুচাব।
দয়া যদি কর তুমি প্রভু পুনর্ব্বার।
তবে ত হইব সুখী আমার আবার।
নতুবা তাহার সঙ্গে গিয়াছে হে সব।
সব হারাহয়ে দেব হয়ে আছি শব।

মাতা পিতা সকলেতে অতি দুঃখে রন।
আমরা যে দিবানিশি করেছি রোদন।
তথাপি তোমার মনে দয়া নাহি হয়।
না জানি হইলে কেন এতেক নির্দ্দয়।
শুনিতেছি নাম তব দীনদয়াময়।
তবে কেন দীনজনে শোকতাপ পায়।
কেবল ধরেছ প্রভু নাম দয়াময়
তোমার অন্তরে কিন্তু দয়া নাহি রয়।
থাকিত যদ্যপি দয়া অন্তরে তোমার,
এ শোক নাদিতে প্রভু অন্তরে আমার।
দীননাথ দীনবন্ধু কি কব অধিক।
তব দোষ নাহি প্রভু মোর প্রাণে ধিক।
নতুবা সে ধনে হয়ে আমরা বঞ্চিত।
এখনও দেহে প্রাণে আছে হে সঞ্চিত।
যদি হে আমার প্রাণে বজ্র না সহিবে,
তবে কেন এ যাতনা তুমি নাথ দিবে।
পূর্ব্বেতে করেছি প্রভু হৃদয় পাষাণ,
তবেত সে ধনে ছেড়ে ধরেছি পরাণ।
তাহা না হইলে প্রভু বল কোন জন।
ভ্রাতা হেন ধন ছেড়ে ধরেছে জীবন।
যেমন কঠিন আমি তেমনি হৃদয়।
সেই হেতু ওহে নাথ বিদীর্ণ না হয়।
হায় হায় এ যাতনা সহ্য নাহি হয়।
আর এ দেহেতে বুঝি প্রাণ নাহি রয়।
বিদীর্ণ কি হবে না হে আমার হৃদয়।
বল নাথ প্রাণে আর কত সহ্য হয়।
দারুণ এ ভ্রাতৃ শোক হৃদয়ে জাগিছে।
এ শোক দহনে সদা অন্তর পুড়িছে।
শেল সম লাগিতেছে হৃদয়ে আমার।
তাহাতেও দয়া কিহে হলনা তোমার।

বল তবে কেন ধর নাম দয়াময়।
সে নামের উপযুক্ত এ কাজ হে নয়।
হাতে পেয়ে পদ্মফুল বিসর্জ্জন দিয়েছি।
কঠিন শরীর বলে এখনও রেখেছি।
যে ধনে হারায়ে নাথ এ প্রাণ হে ধরেছি।
না জানি কেমন আমি কঠিন হে হয়েছি।
তবে কেন তব মনে দয়া নাহি হইল।
বুঝি হে ভাগ্যেতে মোর এমনি ঘটিল।
দয়াময় যিনি তিনি হলেন নির্দ্দয়,
আমাদের ভাগ্য কিহে এত মন্দ হয়।
জগতের যিনি হন অতি সুখদাতা,
আমাদের ভাগ্যে তিনি হন দুঃখদাতা।
না জানি কতই আমি অপরাধ করেছি।
সেই হেতু ওহে নাথ হেন শোক পেতেছি।
সে দোষের ওহে প্রভু মাপ কি হে নাই।
অহর্নিশি করিতেছি ভাবনা হে তাই।
কেনবা এহেন শেল মারিলে আমারে।
বারংবার ডাকি নাথ আমরা তোমারে।
তথাপি কি দৃষ্টিপাত তোমার না হয়।
একবার কৃপাদৃষ্টি কর দয়াময়।
আমাদের প্রতি কর কৃপাবলোকন।
দূরকর ওহে নাথ যাতনা এমন।
অতি সাধে অতিবাদ কেনহে সাধিলে।
দয়াময় হয়ে কেন নির্দ্দয় হইলে।
বুঝি হে হইল তব নাম মাত্র সার,
অথবা কি দোষ তব অদৃষ্ট আমার।
কপালের দোষে তারে হারায়ে ফেলেছি।
আকাশের চাঁদ মোরা ছাড়িয়া দিয়েছি।
তুমিত করিয়াছিলে দয়া একবার।
এ সব হইল নাথ অদৃষ্টে আমার।

ভ্রাতৃশোকশেল বুঝি কাহারে দিয়েছি।
সেই জন্য হেন শোক আমি পাইতেছি।
কর্ম্মের যেমন ফল কে করে খণ্ডন।
সেইরূপ হইতেছে কপাল যেমন।
কেহ বা পেতেছে প্রভু সহোদর সুখ।
কেহ সহোদর বিনা পায় কত দুঃখ।
সহোদর তুল্য কেহ সমতুল্য নয়।
আমাদের শাস্ত্রে নাথ এইরূপ কয়।
সে ধনে আমারে প্রভু বঞ্চিত করেছ।
না জানি কপালে মোর আরও কি লিখেছ।
এ হেন দুঃসহ শোক সহ্য নাহি হয়।
সে বদন মনে যবে হয় হে উদয়,
তখন কি থাকে প্রভু এ দেহেতে প্রাণ।
দারুণ এ ভ্রাতৃশোকে দগ্ধ হয় মন।
যখন হে মনে পড়ে সে বিধুবদন,
তখন এ দেহ হতে যায় এ জীবন।
আমরা বলিয়া দেহ করেছি ধারণ।
আমার কেবল সার হয়েছে ক্রন্দন।
বিসর্জ্জন দিয়া তারে পরাণ ধরেছি।
কঠিন জীবন বলে জীবিত রয়েছি।
নতুবা এ হেন শোক কেন সহ্য হবে।
কেন বা দারুণ শেল হৃদয়ে বিঁধিবে।
যদি জন্মান্তরে প্রভু পাপ না করিব,
তবে কেন এযাতনা এখন সহিব।
পূর্ব্বেতে করেছি বুঝি কারে ভ্রাতৃহীন।
তাই হেন দুঃখে মোর কাটিতেছে দিন।
ভ্রাতৃশোক তাপে প্রভু হৃদয় পুড়িছে।
সে শেল হৃদয়ে নাথ সর্ব্বদা লাগিছে।
অন্তর হতেছে দগ্ধ ভ্রাতৃশোক তাপে।
এ হেন দারুণ শোক পাই কোন পাপে।

দয়াকরে কর নাথ সেই পাপক্ষয়।
আমাদের প্রতি যেন কিছু দয়া রয়।
তোমার হইলে দয়া সকলি হইবে।
পুন সে সুদিন প্রভু মোদের আসিবে।
নিরন্তর সুখে মোরা কাটাব হে কাল।
না রহিবে আমাদের শোকের জঞ্জাল।
মাতা হইবেন সুখী হেরে পুত্রমুখ।
আমার হইবে নাথ সহোদর সুখ।
তা হলে মনের দুঃখ ঘুচিবে সকল।
আর না জ্বলিবে প্রভু হৃদয়ে অনল।
আনন্দিত হবে প্রভু দীন দুঃখী জন।
আমরা সকলে হব প্রফুল্লিত মন।
জুড়াব জীবন মোরা হেরে চন্দ্রমুখ।
অন্তর্হিত হবে নাথ অন্তরের দুখ।
জুড়াবে তাপিত প্রাণ হবে হে শীতল।
ভ্রাতৃশোকসিন্ধু আর হবেনা প্রবল।
এশোক সাগর হতে আমরা উঠিব।
পুনর্ব্বার চাঁদমুখ সকলে হেরিব।
হৃদয় হবেনা প্রভু বিদীর্ণ হে আর।
না রহিবে ভ্রাতৃশোক শেল হে আমার।
আমরা জানিব নাথ তুমি দয়াময়।
পুনরায় হবে কিহে সে সুখ সময়।
আহ্লাদে পূর্ণিত হয়ে রহিব তখন।
কিছুমাত্র জড়ীভূত নাহইবে মন।
তাহারে লইয়া কাল কেটেছে যেমন।
পাইলে তাহারে পুন হইবে তেমন।
কোথায় পলালে ভ্রাতা দেহ দরশন।
দেখা দিয়া রাখ ভাই মোদের জীবন।
তোমার কারণে মোরা সবে শয্যাগতা।
নাহি বলা যায় কত কাতর যে মাতা।

ইহাতেও তব মনে দয়া না হইল।
তোমার কারণে মোদের সব সুখ গেল।
সকল সুখেতে মোরা দিয়া বিসর্জ্জন।
তব দরশন বিনা করি রে রোদন।
আর কি রে তুমি ভাই দেখা নাহি দিবে।
তোমা বিনা প্রাণ আর কতদিন রবে।
এ শোক সহিয়া আর কতদিন রব।
কত দিনে তব মুখ আবার হেরিব।
নয়ন হবে রে ভাই সার্থক আমার।
তোমারে করিব কিরে কোলেতে আবার?
তোমার বদন চাঁদ করে নিরীক্ষণ।
জুড়াব আমরা ভাই তাপিত জীবন।
যত দুঃখ পাই মোরা তোমার কারণ।
দূরে যাবে সব ভাই দিলে দরশন।
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস,
চন্দ্রকলাভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস।
দিবাকর নিশাকর গ্রহ তারাগণ,
দিবানিশি করিতেছে তমো নিবারণ।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক তোমা বিহনে সকল অন্ধকার।
দশদিক শূন্য দেখি তোমার অভাবে।
তোমা বিনা অন্য কিছু হৃদয় না ভাবে।
অতএব একবার এস দয়া করে।
সবে মিলে ডাকিতেছি আমরা তোমারে।
তথাপি তুমি রে ভাই না পাও শুনিতে।
এই কিরে লাভ মম হইল তোমা হইতে।
শোকসিন্ধু মাঝে ভাই পড়িয়া রয়েছি।
দিবানিশি তব মুখ মনে ভাবিতেছি।
ভেবেছি আমরা সার তোমার বদন।
একবার এস যদি ছাড়িনা এখন।

যখন তোমারে ভাই দিয়েছি বিদায়।
তখন কি হয় নাই বিদীর্ণ হৃদয়?
আমরা তখন ভাই হইয়া পাষাণ!
পদ্মফুল করিয়াছি জলে ভাসমান।
সেই হেতু সহিতেছি যাতনা রে এত।
যত দুঃখ পাই ভাই বলিব রে কত।
পিতা মাতা তব শোকে হইয়া কাতর।
অধৈর্য্য হইয়া ভাই আছে নিরন্তর।
তোমার বিহনে দগ্ধ হতেছে হৃদয়।
এত দুঃখ দেওয়া তব উচিত কি হয়?
এবার ছাড়িয়া ভাই নাহি দিব তোরে।
লুকায়ে রাখিব মোরা হৃদয় ভিতরে।
তাহলে ছাড়িয়া আর কেমনে পলাবে।
এ হেন যাতনা আর কেহ না পাইবে।
তোমারে পাইয়া মোরা অতি সুখে রব।
আমরা সকলে ভাই আনন্দে ভাসিব।
এক বার এসে ভাই কর দরশন।
তব মাতা পিতা সবে করেন রোদন।
দিবানিশি তব মুখ ভাবিয়া ভাবিয়া।
অস্থিচর্ম্মসার তাঁরা আছেন হইয়া।
তোমার সঙ্গের সাথি যদি হইতাম।
এ দারুণ শোক আমি নাহি পাইতাম।
কেন ভাই সঙ্গে তব করিনা গমন।
কেন সহিতেছি আমি যাতনা এমন।
অনেক যতনে তোরে রেখেছিনু ভাই।
সে যতনে কেন পলাইলে ভাবি তাই।
গেছ যে বৎসরত্রয় শূন্য করি ঘর।
একবার এসে ভাই দরশন কর।
যতদিন তবশোক হৃদয়ে বেজেছে।
ততদিন পিতা মাতা পড়িয়া রয়েছে।

পিতামাতা পুত্রশোকে করেন রোদন।
ইহা কি করিতে পারি আমি দরশন।
তুমি পুত্র বলে তাই আছ পাশরিয়া।
হেন পিতা মাতা তুমি শোকেতে ফেলিয়া।
জন্মান্তরে কত ভাই পূজা করে ছিলে।
সেই পুণ্যজোরে হেন পিতা পেয়েছিলে।
দীনদুঃখী সুখী ভাই যাঁহার লাগিয়ে।
কি দুঃখে গেছরে ভাই তাঁহারে ছাড়িয়ে।
যে পিতা ছাড়িয়া তুমি চলিয়া রে গেলে।
হেন পিতা না মিলিবে পৃথিবী খুঁজিলে।
আমরা কত রে ভাই তপ জপ করে।
ইহ জন্মে পাইয়াছি এ হেন পিতারে।
বুঝিনু আমরা কত পাপ করেছিনু।
সেই পাপে তোমাধনে বঞ্চিত হইনু।
পিতার শরীরে ভাই নাই কোন পাপ।
কেন তিনি পাইলেন হেন মনস্তাপ।
তুমি রে নিষ্ঠুর বলে গেছ পলাইয়া।
আমাদের বুকে ভাই এ শেল হানিয়া।
আমিরে করি রে সহ্য কঠিন বলিয়া।
নতুবা এ শোক বল কে আছে সহিয়া।
নাহি হয়েছিলে ভাই তুমি যত দিন।
তত দিন এক দুঃখে কেটেছে রে দিন।
এমন দুঃসহ শোক সহা নাহি যায়।
এশোকে হতেছে ভাই বিদীর্ণ হৃদয়।
কেন তুমি পলাইলে কি দোষ দেখিয়া।
জুড়াও মোদের প্রাণ এবার আসিয়া।
আর কিরে তুমি ভাই ফিরে না আসিবে।
আর কি মোদের ওরে সেদিন না হবে।
গিয়াছ পলায়ে ভাই কার্ত্তিক মাসেতে।
কত হিম লাগিয়াছে তোমার দেহেতে।

ক্ষীরের পুত্তলি সম অঙ্গের ঘঠন।
সে অঙ্গ করিনু মোরা অগ্নিতে দাহন।
আহা মরি কত কষ্ট পেয়েছরে তুমি।
একবার এস ভাই কোলে করি আমি।
তোমারে করিয়া কোলে যত সুখ পাই।
সে সুখ সমান বুঝি কোন সুখ নাই।
অকৃত্রিম স্নেহগুণে তোমারে বাঁধিব।
এবার আসিলে তুমি আর না ছাড়িব।
যদিও তাহাতে ভাই কর পলায়ন।
বুঝিব তখন মোদের অদৃষ্ট এমন।
তখন তোমারে ভাই না ডাকিব আর।
কাতর হবেনা মাতা পিতা রে তোমার।
তুমি যে ছিলেরে ভাই প্রাণাধিক ধন।
তোমারে ছাড়িয়া মোরা করিরে রোদন।
মাতা তব শোকে ভাই হইয়া কাতর।
তব মুখ ভাবনা করেন নিরন্তর।
প্রভাত না হতে তুমি গেছ পলাইয়া।
আমরাও সে সময়ে দিয়াছি ছাড়িয়া।
তব পলায়ন দিন মনেতে হইলে।
হৃদয় বিদীর্ণ হয় সে দিন স্মরিলে।
স্বপনেও মোরা ভাই করিনাই মনে।
তুমি পলাইবে বলি কেহ নাহি জানে।
করি বহু দুঃখ ভাই মাতা কত দিন।
করিয়াছিলেন তব মুখ নিরীক্ষণ।
সে সুখে বঞ্চিত কেন করিলে তাঁহারে।
এই কি উচিত তব হইল বিচারে।
দয়া কি হলোনা ভাই শরীরে তোমার।
হেন শোক দিতে ওরে অন্তরে মাতার।
আমরা সকলে ভাই হইয়া কাতর।
ডাকিতেছি কেন নাহি দেও রে উত্তর।

তোমার কারণে মোরা পৃথিবী খুঁজিয়া।
না পেয়ে তোমার দেখা আছিরে বসিয়া।
বলদেখি কোন পথে গিয়াছরে তুমি।
সেই পথ দিয়া হব তব অনুগামী।
যদ্যপি তোমার দেখা সেথা নাহি পাই।
আর না তোমারে মোরা খুঁজিব রে ভাই।
হিমাংশু জিনিয়া তব ছিল যে বদন।
পূর্ণিমার চাঁদ করেছিনু দরশন।
তোমার মুখের জ্যোতি ভুলা কিরে যায়।
হৃদয় মাঝারে আসি হয় রে উদয়।
তখন শরীরে আর না থাকে পরাণ।
একবারে হই মোরা সবে হতজ্ঞান।
পশ্চিমে যদ্যপি হয় চন্দের উদয়।
তথাপি তোমার মুখ ভুলিবার নয়।
সূর্য্য যদি আসি পড়ে পৃথিবী উপরে।
তথাপি তোমার মুখ জাগিবে অন্তরে।
গগনেতে শশী শোভা দেয় তারা গণে।
তুমি শোভা দিয়াছিলে আমাদের মনে।
তারাগণ যায় ভাই চন্দের সংহতি।
তব সঙ্গে কেন মোরা করি নাই গতি।
নিতান্ত আমরা ভাই হইয়া কঠিন।
তোমারে বিদায় দিয়া ধরেছি জীবন।
পাষাণ গলিয়া যায় যে সুখ স্মরণে।
আমরা সে সুখ ভুলে আছি রে কেমনে।
ভ্রাতৃশোকে শেল মোর বাজিতেছে বুকে।
এ শোক সহিতে পারে বল কোন লোকে।
আমি রে কঠিন বলে সহি অনায়াসে।
আর না সহিতে পারি লাগে আশে পাশে।
তোমারে লইয়া যত হয়েছিল সুখ।
তব পলায়নে হল ততোধিক দুখ।

তোমারে লইয়া কাল যত সুখে গেছে।
ততোধিক তব শোকে হৃদি জ্বলিতেছে।
মধুময় হাসি তব মনেতে হইলে।
শরীরে কি প্রাণ থাকে সে সুখ স্মরিলে।
তোমারে ছাড়িয়া ভাই আছি রে কেমনে।
মণিহারা ফণি প্রায় চেয়ে পথ পানে।
আসিবে রে তুমি ভাই পুনঃ কত দিনে।
আনন্দিত হব মোরা তব দরশনে।
সব দুঃখ দূরে যাবে হেরে তব মুখ।
ভুঞ্জিব আমরা ভাই পৃথিবীর সুখ।
পৃথিবীর মধ্যে সুখ আছে রে যতেক।
সহোদর তুল্য সুখ নহে তার এক।
ভ্রাতার ভগিনী হয়ে যে থাকে সংসারে।
কোন শোক নাহি পারে তারে ঘেরিবারে।
তুমি গৃহ ত্যজি যদি করিলে গমন।
তবে বল গৃহে মোর কিবা প্রয়োজন।
তব সঙ্গে সুখ ভাই গেছে সমুদয়।
বৃথা এ জীবনে বল কিবা ফলোদয়।
তুমি পিতা মাতা ছাড়ি করিলে গমন।
কি করিয়া আমি ভাই করিব সান্ত্বন।
পুত্রশোক অগ্নিশিখা হলে রে প্রবল।
কন্যা হতে নির্ব্বাণ কি হয় সে অনল।
পৃথিবীতে পুত্র কন্যা যদি এক হবে।
এ যাতনা কেন ভাই পান তাঁরা তবে।
না জানি কেমন তব কঠিন রে হিয়া।
ছাড়িয়া যাইতে তব হলো না কি মায়া।
কি দুঃখে দুঃখিত হয়ে গিয়াছ চলিয়া,
শোকসিন্ধু মাঝে পিতামাতাকে ফেলিয়া।
যদ্যপি তাঁদের আমি পুত্র হইতাম।
এ যাতনা দিতে ভাই নাহি পারিতাম।

তুমি বলে আছ তাই নিশ্চিন্ত হইয়া।
কোথায় আছরে ভ্রাতা বিরলে বসিয়া।
ভাবিছ কি আমাদের দুর্দ্দশা সকল?
আমরা ভেবেছি সার তোমারে কেবল।
এ সময় ভ্রাতা তুমি রহিলে কোথায়।
তোমা ভিন্ন সহোদর কি কাজ হেথায়।
শুন ওরে ভাই তুমি এমন কি হবে।
শাপভ্রষ্ট হয়ে ফিরে এসেছিলে ভবে।
এ অসুখভরা ধরা বাস যোগ্য নয়।
এই হেতু অল্প কালে তব প্রাণ যায়।
তুমি গেলে অন্য স্থানে একা রব আমি।
এখন কি হব ভাই তব অনুগামী।
নিকটে রাখিব তোরে না রাখিব দূরে।
হেরিব সে মুখ শশী মনসাধ পুরে।
উচ্চ নাদ করিয়া না পাই দরশন।
রোদন করিয়া করি বারি বরিষণ।
দেখরে দেখরে সবে পদ্ম ভেসে যায়।
হায়রে সোনার তনু জলচরে খায়।
আগে ছিল যে দেহের কতই আদর।
আদর করেছি কত অঙ্গে দিয়ে কর।
অনিমেষ নেত্রে ভাই দেখিছি যে মুখ।
এখন সে মুখ দেখে বিদরয় বুক।
কোথা হে অনাথনাথ করুণানিধান।
কাতর কন্যারে কর কৃপা কণা দান।
এ ভব যাতনা কত সব বারে বার।
সহেনা সহেনা প্রাণে সহেনা যে আর।
দারুণ এ দুঃখ নিশি হইবে প্রভাত।
কবে হবে হেন দিন বল দীননাথ।

সহকার সহকারে, মরি কিবা শোভা করে,
হেরিয়া নয়ন মন প্রফুল্লিত হইল।
দেখি বসন্তের শোভা, জগজন মনলোভা,
প্রকৃতির শোভা দেখি মন নাহি ভুলিল।
কোথা প্রভু দয়াময়, তব জয় তব জয়,
তব নামামৃত পানে পুলকিত হইনু।
মুঞ্জরিত বৃক্ষমূল, শাখি শাখে পাখী কুল,
তথাপি সে সুখ আমি ক্ষণেক না ভুলিনু।
যেদিকে আঁখি ফিরাই, দেখিবারে পাই তাই,
তব দয়া বিশ্ব মাঝে প্রকাশিছে মহিমা।
কিন্তু হেন কবে হবে, আমরা হে এই ভবে
নিজ নিজ মনে মনে প্রচারিব গরিমা।
কোকিল করে ঝঙ্কার, বায়ুর হয় সঞ্চার,
পল্লবিত বৃক্ষ সব আহা কিবা মধুময়।
মল্লিকা মালতি যাঁতি, বেল সেঁয়ুতি যুঁতি,
দেখিয়া সে সব শোভা মনদুঃখ দূর হয়।
খর্জ্জুর পিয়ারা কুল, বৃক্ষেতে ধরে শ্রীফল,
পৃথিবীর সর্ব্বলোক আনন্দে হয় মগন।
পলাশ পল্লবোপরি, কিংশুক জিনিয়া হরি,
আহা মরি কিবা শোভা বনে করে বিতরণ।
মৃগ সব বনে চরে, বৃক্ষ সব ফল ধরে,
অবনত হয় সব পৃথিবীর পৃষ্ঠপরে।
মনদুঃখ যার যত, সকলি হয় হে হত,
অন্তর বেদনা নাথ সকলি যায় যে দূরে।
বৃক্ষ সব ধরে ফল, হেরিয়া হই বিকল,
আমাদের হেন শোভা কতদিনে হইবে।
বসন্ত যাইলে পরে, তাপে গ্রীষ্ম খরতরে,
আমার হৃদয় জ্বালা আরো প্রভু বাড়িবে।
যদিও বসন্তে হেরে, তব নাম মনে করে,
কিঞ্চিৎ আমরা নাথ হয়েছি হে স্থির।

রবি হলে খরতর, অধিক বিন্ধিবে শর,
মনের কষ্টেতে নাথ হইব অধীর।
বর্ষায় নূতন জল, পদ্ম পত্র ঢল ঢল,
শরতে গগনে প্রভু উঠিবে হে শশধর।
তাহারে হেরিয়া মন, আরো হবে উচাটন,
সদা মনে পড়িবে হে মুখ সুধাকর।
হেমন্ত আসিলে পরে, সব হে আঁধার করে,
এই কালে তারে মোরা দিয়াছি হে বিসর্জ্জন।
হেমন্ত কালেতে তারে, বিদায় জনমতরে,
দিয়াছি আমরা নাথ ধরিয়া জীবন।
ভয়ানক শীতে প্রভু, তারে না ভুলিব কভু,
একে শীতে তাহে শোকে কাঁপিবে হৃদয়।
এইরূপে যাবে কাল, ভুগিব শোক জঞ্জাল,
আমার সুখের দিন গেল হায় হায়।
সব দিন চলে গেল, তবু সে যে না আসিল,
একেবারে তারে বুঝি দিয়াছি বিদায়।
কোথা গেলে তারে পাব, বলে দাও তথা যাব,
কেমনে তাহারে ছেড়ে আছে এ হৃদয়।
বাহির না হয় প্রাণ, নাহি জানি কি কারণ,
শরীর পাষাণ নাথ হয়েছে এখন।
ভূমে পড়ি দিবানিশি, ভাবি সেই মুখশশি,
দিবারাত্র করিতেছি তারে সম্বোধন।
অতি শোকগ্রস্থ আমি, না ডাকিনু অন্তর্যামি,
কেবল ভাবিছি বসে সে বিধুবদন।
বসন্তের আগমনে, সবে আনন্দিত মনে,
করিতেছে এক মনে তব নাম সুধাপান।
সে যে প্রাণতুল্য ধন, তাহারে ছেড়ে এখন,
কেমনে জীবন মম এখনও রয়েছে।
তাহারে হইয়া হারা, সবে দৃষ্টিহীন মোরা,
অন্ধের নয়ন আজি বর্ষত্রয় গিয়েছে।

না দেখিয়ে এক ক্ষণ, হয়েছে প্রলয় জ্ঞান,
কেমনে সেধন ছেড়ে বর্ষত্রয় হইল।
পাষাণ বলিয়া তাই, ছাড়িয়া প্রাণের ভাই,
অন্ন জল পুনর্ব্বার পাপ মুখে উঠিল।
প্রতিপৎ শশধর, সম তার কলেবর,
আহা কিবা মধুময় ছিল সে বদন।
দেখিলে সে চন্দ্রমুখ, হইত অপার সুখ,
এখন হইলে মনে হৃদে জলে হুতাশন।

সুধাকর সুধা দানে জুড়ায় তাপিত প্রাণ।
গগনে উদয় হয়ে রাখেরে সবার মান।
তুমি গৃহে আসি ভাই হওরে উদয়।
তোমা বিনা বিদীর্ণ যে হয় এ হৃদয়।
একদিন গগনেতে না উঠিলে শশধর।
পৃথিবীর লোক সবে দেখে ভাই অন্ধকার।
বর্ষত্রয় আমরা তোমাকে দেখি নাই।
না দেখিয়া কেমনে জীবন আছে ভাই।
পাষাণ গলিয়া যায় যে মুখ স্মরণে।
আমরা সে মুখ ছেড়ে আছি রে কেমনে।
চন্দের যেমন জ্যোতি ততোধিক তব।
সে মুখের জ্যোতি কিরে পুন না হেরিব।
প্রতিদিন চন্দ্র ভাই উঠে গগনেতে।
একবার তুমি ভাই এস রে গৃহেতে।
তোমার বিহনে সব আছে অন্ধকার।
পিতা মাতা তব শোকে করে হাহাকার।
পুত্র শোক শেল তাঁরা সহিতে না পারে।
তোমারে আমরা সবে ডাকি উচ্চস্বরে।
সকলি মনের সাধ মনেতে রহিল।
লাভ হতে ভ্রাতৃশোক হৃদয়ে বিন্ধিল।

কেন বা হইয়াছিল জনম আমার।
কেন এ দেহেতে প্রাণ ধরেছি অসার।
ভ্রাতৃশোক শেল যদি বিন্ধিল হৃদয়ে।
তবে বল প্রাণ আমি ধরি কি আশয়ে।
ভ্রাতৃহীন ভগিনীর নাহি কোন সুখ।
কত মতে পায় সেই পৃথিবীর দুঃখ।
তব মুখ শশী মনে হইল উদয়।
তখন হইয়া যায় বিদীর্ণ হৃদয়।
বুক ফেটে যায় ভাই তোমার কারণ।
আমার হয়েছে মাত্র জীবনে মরণ।
কেনরে তোমারে ছাড়ি দিয়াছি তখন।
ফাঁকি দিয়া চলে গেছ ওরে প্রাণ ধন।
অন্তরের ছুরি হয়ে অন্তর কেটেছ।
জানি নাই কেমনে রে পলাইয়া গেছ।
তব মুখ ছিল ভাই অকলঙ্ক শশী।
সেই মুখ ভাবিতেছি আমি দিবানিশি।
তোমার সে মুখচন্দ্র মনেতে হইলে।
ভাসিতে থাকি রে ভাই শোকের সলিলে।
এই কথা আমি ভাই ভাবি মনে মনে।
হেন পিতা মাতা ছাড়ি পলালে কেমনে।
আমরা তোমাকে ভাই দিয়াছি বিদায়।
একথা যখন হয় মানসে উদয়।
তখন হইতে থাকে লোমাঞ্চিত দেহ।
প্রবোধ যে দেয় ভাই নাহি হেন কেহ।
যদ্যপি থাকিত কেহ নিকটে মাতার।
কিঞ্চিৎ মনের কষ্ট ঘুচিত তাঁহার।
কিন্তু তব মুখ ভাই ভুলিবার নয়।
মনোমধ্যে জাগরিত সর্ব্বদাই হয়।
এক ক্ষণ জন্যে মোরা ভুলি নাই তোরে।
গাঁথিয়া রেখেছি ভাই হৃদয় ভিতরে।

চক্ষু হতে গেছ বটে অন্তর্হিত হয়ে।
বুক হতে যাও নাই আছে রে হৃদয়ে।
একবার তব মুখ হেরিব কেবল।
তাহলে মনের দুঃখ ঘুচিবে সকল।
ঈশ্বর তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই।
পিতা মাতা রেখেছেন যাইতে হে পাই।
এক ভ্রাতৃশোকে হইল জর্জ্জরিত মন।
না জানি কপালে মোর কি আছে এখন।
কেমন করিয়া নাথ তার কাছে যাব।
কত দিনে বল তার দরশন পাব।
হইব শীতল তারে করি দরশন।
কোথা হে জগৎ নাথ জগৎ জীবন।
কৃপা করি দেহ নাথ মোরে দরশন।
ভ্রাতৃহীন হোয়ে আমি আছি একাকিনী।
সংসারের কিছু মাত্র সুখ নাহি জানি।
কি কব অধিক নাথ কি কব অধিক।
ধিক্ প্রাণে ধিক্ মোর শত ধিক।

ওহে দীনবন্ধু, তুমি কৃপাসিন্ধু,
বিপাকসিন্ধু মাঝে পতিত আমি।
আমি হে কি কব, জান তুমি সব,
নাম হে তোমার অন্তর্যামি।
তবে কেন নাথ, নাহি দৃষ্টিপাত,
কি দোষে দূষিত তব চরণে।
আমি হীন মতি, নাহি জানি স্তুতি,
আমারে ক্ষম হে তোমার গুণে।
দেখি তব রাজ্য, বিস্তারিত কার্য্য,
অখিল জনের তুমিই পিতা।
কিন্তু ওহে নাথ, কর দৃষ্টিপাত,
শোকে হয়ে আমি জীবনমৃতা।

ইহাতে কি তব, ওহে ভবধব,
কিঞ্চিত হলোনা দয়ার লেশ।
বুঝি এইবার, হইল তোমার,
দয়াময় পিতা নামের শেষ।
বিনা প্রাণধন, না রহে জীবন,
রোদনে কি ফল নিবিড় বনে।
আমি হে তেমতি, বসে দিবারাতি,
ডাকিতেছি তারে কাতর মনে।
হয়ে দয়াবান, কর কৃপা দান,
শুন ওহে প্রভু জগত পতি।
যদি তব প্রতি, থাকে মম মতি,
তবে সেই ধনে পাব শীঘ্রগতি।
কি কব অধিক, ধিক প্রাণে ধিক্,
সহেনা অধিক যাতনা প্রাণে।
আসিবে বলে তাই, ছেড়ে প্রাণ ভাই,
এখন বসিয়া আছি ভবনে।

কতদিনে প্রাণাধিক আসিবে সদনে।
প্রাণ করিব শীতল তোর মুখ দরশনে।
হইয়া তোকে রে ছাড়া, আছি হয়ে প্রাণ হারা,
এত দিনে প্রাণে আমি আছি ভাই কেমনে।
এক দণ্ড না দেখিলে, বসিয়া আমি বিরলে,
রোদন করেছি কত তোর মুখ ভেবে মনে।
বর্ষত্রয় না দেখিয়া, কেমনে আছি বাঁচিয়া,
সর্ব্বদাই তোর মুখ হতেছে আমার মনে।
আমোদে উন্মত্ত হয়ে, আছি রে তোকে ভুলিয়ে
হৃদয় দহিছে কিন্তু তব অদর্শনে।

ধ্যান করি শুন মহাশয়গণ।
নাজানি করিয়াছি আশ্রয় গ্রহণ।
ভুলবশতঃ যদি কিছু রূঢ় হয়।
চাহিতেছি আমি পূর্ব্বে মহাশয়।
স্বীয় পিতা মম এই পৃথিবীতে।
তুল্য কর্ম্ম নাহি হয় আমা হইতে।
শোকে অবসন্ন হৃদয় আমার।
হেতু কিছু দুঃখ করিনু প্রচার।
সতত মনের কষ্ট হইবে লাঘব,
ক্ষমা করেন যদি মহাত্মারা সব।
আমি হীনমতি হয়ে কি বলিব আর,
ক্ষমা করুন সবে গুণের আধার।
অনুগ্রহ করি যদি দেন স্থান,
রক্ষা করেন সকলে মম মান।
এমত সার্থক হবে এত পরিশ্রম,
বলবতী হবে পূর্ণ মনস্কাম।

সম্পূর্ণ।

(লেখক পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

ধ্যান করি শুন মহাশয়গণ।
নাজানি করিয়াছি আশ্রয় গ্রহণ।
ভূলবশতঃ যদি কিছু রূঢ় হয়।
চাহিতেছি আমি পূর্ব্বে মহাশয়।
স্বীয় পিতা মম এই পৃথিবীতে।
তুল্য কর্ম্ম নাহি হয় আমা হইতে।
শোকে অবসন্ন হৃদয় আমার।
হেতু কিছু দুঃখ করিনু প্রচার।
সতত মনের কষ্ট হইবে লাঘব,
ক্ষমা করেন যদি মহাত্মারা সব।
আমি হীনমতি হয়ে কি বলিব আর,
ক্ষমা করুন সবে গুণের আধার।
অনুগ্রহ করি যদি দেন স্থান,
রক্ষা করেন সকলে মম মান।
এমত সার্থক হবে এত পরিশ্রম,
বলবতী হবে পূর্ণ মনস্কাম।

সম্পূর্ণ।

(লেখক পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

ধ্যান করি শুন মহাশয়গণ।
নাজানি করিয়াছি আশ্রয় গ্রহণ।
ভূলবশতঃ যদি কিছু রূঢ় হয়।
চাহিতেছি আমি পূর্ব্বে মহাশয়।
স্বীয় পিতা মম এই পৃথিবীতে।
তুল্য কর্ম্ম নাহি হয় আমা হইতে।
শোকে অবসন্ন হৃদয় আমার।
হেতু কিছু দুঃখ করিনু প্রচার।
সতত মনের কষ্ট হইবে লাঘব,
ক্ষমা করেন যদি মহাত্মারা সব।
আমি হীনমতি হয়ে কি বলিব আর,
ক্ষমা করুন সবে গুণের আধার।
অনুগ্রহ করি যদি দেন স্থান,
রক্ষা করেন সকলে মম মান।
এমত সার্থক হবে এত পরিশ্রম,
বলবতী হবে পূর্ণ মনস্কাম।

সম্পূর্ণ।

(লেখক পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

ধ্যান করি শুন মহাশয়গণ।
নাজানি করিয়াছি আশ্রয় গ্রহণ।
ভূলবশতঃ যদি কিছু রূঢ় হয়।
চাহিতেছি আমি পূর্ব্বে মহাশয়।
স্বীয় পিতা মম এই পৃথিবীতে।
তুল্য কর্ম্ম নাহি হয় আমা হইতে।
শোকে অবসন্ন হৃদয় আমার।
হেতু কিছু দুঃখ করিনু প্রচার।
সতত মনের কষ্ট হইবে লাঘব,
ক্ষমা করেন যদি মহাত্মারা সব।
আমি হীনমতি হয়ে কি বলিব আর,
ক্ষমা করুন সবে গুণের আধার।
অনুগ্রহ করি যদি দেন স্থান,
রক্ষা করেন সকলে মম মান।
এমত সার্থক হবে এত পরিশ্রম,
বলবতী হবে পূর্ণ মনস্কাম।

সম্পূর্ণ।

(লেখক পরিচিতি পাওয়া যায়নি)